৪র্থ—সংখ্যার সূচী।

১ম—পুরঞ্জনোপাখ্যান।
২য়—মানবীয় নিষেধ বিধি।
৩য়—যজুর্ব্বেদীয় রুদ্রাধ্যায়।
৪র্থ—বাক্যাবাক্য।
৫ম—ধার্ম্মিকের কণ্ঠহার।
৬ষ্ঠ—ব্রাহ্ম সমাজ।
৭ম—প্রাপ্ত পুস্তকের সমালোচন।

আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারক

ব্রাহ্মণপণ্ডিত।

"বিশ্বতশ্চক্ষুরুতবিশ্বতোমুখোবিশ্বতোবাহুরুতবিশ্বতস্পাৎ।
সংবাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেবএকঃ॥"

(ঋ০।১০ম০।৬অ০।৮১সূ০)

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

১ম ভাগ। [৪র্থ সংখ্যা।

পুরঞ্জন উপাখ্যান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তুমি কি সাক্ষাৎ লজ্জারূপিণী, আপন পতি ধর্ম্মকে অন্বেষণ করিতেছ? অথবা তুমি ভবানী হইতেছ,—শিবের অন্বেষণ করিতেছ? অথবা তুমি দেবী সরস্বতী হইতেছ,—পতি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে অন্বেষণ করিতেছ? অথবা তুমি শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী হইতেছ,—মুনিবৎ সংযতা হইয়া এই বিজন বনে পতি ভগবৎপতি শ্রীবিষ্ণুর অন্বেষণ করিতেছ? আহা! তোমার চরণ কামনা করিয়াই তোমার পতি সিদ্ধকাম হইতে পারেন, সুতরাং তোমার পতিই বরং তোমাকে অন্বেষণ করিতে যোগ্য। অতএব তোমাকে ত পতি অন্বেষণ করিতে হয় না! বরোরু! তোমার হস্তাগ্র হইতে পদ্মটি কোথায় পতিত হইল? (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া পুনশ্চ বলিতেছেন) না, তুমি যে ভূমিকে রাখিয়াছ—দেবতারা ত ভূমি স্পর্শ করেন না। তবে তুমি এ সকলের মধ্যে কেহ নহ। যাহা হউক, হে সুভ্রু! আমি বীর-শ্রেষ্ঠ, আমার কর্ম্ম প্রশংসনীয়। অতএব প্রার্থনা, শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী যেমন যজ্ঞ পুরুষ বিষ্ণুর সহিত বৈকুণ্ঠপুরী অলঙ্কৃতা করিতেছেন, সেইরূপ তুমিও আমার সহিত এই নবদ্বার বিশিষ্ট পুরীতে অবস্থিতা হইয়া সমলঙ্কৃতা কর। হে শোভনে! আমার মন ত্বদীয় অপাঙ্গ নিঃক্ষেপে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার সলজ্জ ঈষৎ হাস্য-সঞ্জাত ভ্রূভঙ্গী হইতে উৎপন্ন মনোভব আমাকে নিতান্ত ব্যথিত করিতেছে। অতএব আমায় অনুগ্রহ কর। হে সুভ্রু! তোমার আনন, উৎকৃষ্ট ভ্রূযুগলে অলঙ্কৃত হইয়াছে। আহা! কি মনোহর লোচন

যুগলের তারা! আহা! তোমার বদন, সুদীর্ঘ নীল চূর্ণ কুন্তলসমূহে আবৃত হওয়াতে কেমন সুন্দর হইয়াছে! কেমন মনোজ্ঞ বাক্য সকল তাহাতে বিলাস পাইতেছে! অয়ি চারুহাসিনি! লজ্জা-প্রযুক্ত ত্বদীয় ঈদৃশ আনন আমার অভিমুখ হইতেছে না; অতএব প্রার্থনা, আর বিলম্ব করিও না, মুখ তোমা, একবার ভালরূপে দেখি ॥ ২২ ॥

ইত্থং পুরঞ্জনং নারী যাচমানমধীরবৎ।
অভ্যানন্দত তং বীর হসন্তী বীর মোহিতা ॥২৩॥

হে রাজন্! রাজা পুরঞ্জন, এইরূপে অধীরের ন্যায় উক্ত যুবতীকে যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন। এদিকে, যুবতীরও তাঁহাকে দেখিয়া মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল, সুতরাং তদুত্তরে যুবতীও তাহাকে হাসিতে হাসিতে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন ॥ ২৩ ॥

ন বিদাম বয়ং সম্যক্ কর্ত্তারং পুরুষর্ষভ।
আত্মনশ্চ পরস্যাপি গোত্রং নাম চ যৎকৃতম্ ॥২৪॥
ইহাদ্য সন্তমাত্মানং বিদাম ন ততঃ পরং।
যেনেয়ং নির্ম্মিতা বীর পুরী শরণমাত্মনঃ ॥২৫॥
এতে সখায়ঃ সখ্যো মে নরা নার্য্যশ্চ মানদ।
সুপ্তায়াং ময়ি জাগর্ত্তি নাগোঽয়ং পালয়ন্ পুরীং ॥২৬॥

দিষ্ট্যাগতোঽসি ভদ্রং তে
গ্রাম্যান্ কামানভীপ্সসে।
উদ্বহিষ্যামি তান্ স্নেহাৎ
স্ববন্ধুভিররিন্দম ॥২৭॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি জানি না—আমার বা তোমার কর্ত্তা কে? এবং তাহাও আমি বিদিত নহি—যদ্দ্বারা গোত্র ও নাম হয়। (২৪) হে বীর! অদ্য এখানে যে আত্মা আছেন, আমি তাঁহাকেও জানি না। এবং যিনি আমার গৃহ স্বরূপ এই নবদ্বার বিশিষ্ট পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আমি তাঁহাকেও জানি না (২৫)। হে মানদ! এই নর সকল আমার সখা হইতেছে। এই নারীগণ আমার সখী হইতেছে। আর এই পঞ্চশীর্ষ নাগ এই পুরীকে রক্ষা করিতেছে। আমি নিদ্রিত হইলে ইনি জাগরিত থাকেন (২৬) আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি এখানে আসিয়াছেন। আপনার মঙ্গল হউক। হে অরাতি-নিসূদন! আপনি যে সকল গ্রাম্যভোগ অভিলাষ করিতেছেন, আমি নিজের এই সকল সখা ও সখীগণের সহিত একত্র থাকিয়া সে সমস্তই সম্পাদন করিয়া দিব ॥ ২৭ ॥

ইমাং ত্বমধিতিষ্ঠস্ব
পুরীং নবমুখীং বিভো।
ময়োপনীতান্ গৃহ্ণানঃ
কামভোগান্ শতং সমাঃ ॥২৮॥

প্রভো! এই নবদ্বার পরিপূর্ণ পুরী আপনারই। আপনি ইহাতে শত বৎসর সুখবৎ অবস্থান করুন। আমি আপনার অভীপ্সিত বিষয় ভোগ—আহরণ করিয়া দিতেছি ॥ ২৮ ॥

কং নু ত্বদন্যং রময়ে হ্যরতিজ্ঞমকোবিদম্।
অসম্পরায়াভিমুখমশ্বস্তনবিদং পশুম্ ॥২৯॥

আমি তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ পুরুষের সহিত রমণ করিব? যে নৈষ্ঠিক পুরুষ, সে কি রতি জানে? সে অনিষিদ্ধ সুখেরও অভিলাষ ত্যাগ করিয়াছে, তাহার পারলৌকিক চিন্তাও নাই, আর কল্য ইহা করিতে হইবে ইত্যাদি লৌকিক চিন্তারও সে কোন সম্পর্ক রাখে না। সুতরাং সে ত পশুতুল্য ॥ ২৯ ॥

ধর্ম্মো হ্যত্রার্থকামৌ চ
প্রজানন্দোঽমৃতং যশঃ।

লোকাবিশোকা বিরজা
যান্ন কেবলিনো বিদুঃ ॥ ৩০ ॥

গার্হস্থ্যের তুল্য সুখ কোথায় আছে? গৃহস্থাশ্রমে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, পুত্রসুখ, যশঃ, মুক্তি এবং বিশোক ও নির্ম্মললোক দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যতিরা এ সকলের নামও অবগত নহেন ॥ ৩০ ॥

পিতৃদেবর্ষিমর্ত্ত্যানাং ভূতানামাত্মনশ্চ হ।
ক্ষেম্যং বদন্তি শরণং ভবেঽস্মিন্ যদ্গৃহাশ্রমঃ ॥৩১

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন,—পিতৃ দেব ঋষি মানব ভূত এ সকলের এবং নিজেরও কল্যাণকর স্থান ইহ সংসারে এই একমাত্র গৃহস্থাশ্রম। হে বীর! গৃহাশ্রমে আমার ন্যায় কোন্ যুবতী, আপনার ন্যায় বিখ্যাত বদান্য প্রিয়দর্শন স্বয়ং উপস্থিত পতিকে বরণ না করিবে? ॥ ৩১ ॥

মানবীয় নিষেধবিধি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মহান্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোঽজাবিধনধান্যতঃ।
স্ত্রীসম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

গো, মেষ, ছাগ ও ধন-ধান্যে সমৃদ্ধিমান মহাবংশ হইলেও বিবাহ বিষয়ে এই বক্ষ্যমাণ দশ কুল পরিত্যাগ করিবে, যথা,—

১০১ হইতে ১১০।

হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দোরোমশার্শসম্।
ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারিশ্বিত্রিকুষ্ঠিকুলানি চ ॥

যে কুলে গর্ভাধানাদি সংস্কার নাই, যে কুলে কেবল কন্যা মাত্র জন্মিয়াছে, যে কুলে বেদাধ্যয়ন নাই, যে কুলে সকলেই রোমশ (সকল গাত্র বহুরোমযুক্ত) এবং যে কুলে, অর্শ, রাজযক্ষ্মা (ক্ষয়রোগ) মন্দাগ্নি, অপস্মার, শ্বিত্র (ধবল) গলিতকুষ্ঠ,—এই সকল রোগে আক্রান্ত সেকুলে বিবাহ করিবে না।

১১১ হইতে ১২৭।

নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং
নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীং।
নালোমিকাং নাতিলোমাং
ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাং ॥
নর্ক্ষবৃক্ষনদীনাম্নীং নান্ত্যপর্ব্বতনামিকাং ॥
ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণনামিকাম্ ॥
যস্যাস্তু ন ভবেদ্ভ্রাতা ন বিজ্ঞায়েত বা পিতা।
নোপযচ্ছেত তাং প্রাজ্ঞঃ পুত্রিকাধর্ম্মশঙ্কয়া ॥

যে কন্যার মস্তকের কেশ পিঙ্গল (কটা) তাহাকে বিবাহ করিবে না (১১১)। অধিকাঙ্গীকে বিবাহ করিবে না। (ছয় অঙ্গুলি থাকিলে অধিকাঙ্গী কহে) (১১২)। চিররোগিণী কন্যাকে বিবাহ করিবে না (১১৩)। যাহার গাত্র চাঁচাছোলা—কিছুমাত্র লোম নাই, তাহাকে অলোমিকা কহে। অলোমিকা কন্যা বিবাহ করিবে না (১১৪)। বাচাল কন্যাকে বিবাহ করিবে না (১১৫)। পিঙ্গলনয়না (কটা চক্ষু যাহার) কন্যাকে বিবাহ করিবেক না (১১৬) নক্ষত্র নামিকা (১১৭) বৃক্ষনামিকা (১১৮) নদীনামিকা (১১৯) ম্লেচ্ছনামিকা (১২০) পর্ব্বতনামিকা (১২১) পক্ষী নামিকা (১২২) সর্পনামিকা (১২৩) দাসনামিকা (১২৪) এবং অতিভয়ানকনামিকা (১২৫) কন্যাকে বিবাহ করিবেক না। যে কন্যার ভ্রাতা নাই, বুদ্ধিমান তাহাকেও বিবাহ করিবে না, কেননা কি জানি যদি কন্যার পিতাকে "পুত্রিকা পুত্র" দিতে হয় (১২৬)। (এখানে একটু প্রকাশ করিয়া দিই—পূর্ব্ব কালে কন্যা কর্ত্তার যদি পুত্র না থাকিত, তবে তিনি পুত্রিকাপুত্র পাইলে দত্তক বা কৃত্রিমাদি পুত্র

গ্রহণ করিতেন না। "এই কন্যা তোমায় দিলাম ইহাতে যে পুত্র জন্মিবে, সে পুত্র আমার শ্রাদ্ধপিণ্ডাদির অধিকারী হইবে" এইরূপে জামতার সহিত প্রতিশ্রুত হইয়া কন্যাদানানন্তর কন্যাতে যে পুত্র জন্মে ঐ পুত্রকে পুত্রিকাপুত্র কহে। দক্ষ প্রজাপতি পুত্রিকাপুত্রের আশায় ভগবান্ ধর্ম্মকে দশটি কশ্যপমুনিকে ত্রয়োদশটি এবং চন্দ্রকে সপ্ত-বিংশতি কন্যা সংপ্রদান করিয়াছিলেন) যে কন্যার পিতা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত নহে তাহাকে বিবাহ করিবে না (১২৭)।

(১২৮)

বৃষলীফেনপীতস্য নিঃশ্বাসোপহতস্য চ।
তস্যাশ্চৈব প্রসূতস্য নিষ্কৃতির্নবিধীয়তে ॥

যেব্যক্তি (দ্বিজাতি) শূদ্রার অধর-রস-পান, একশয্যায় শয়ন করিয়া তাহার নিঃশ্বাস গ্রহণ এবং তাহাতে সন্তানোৎপাদন করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই—তাৎপর্য্য—ঋতু-কালেও শূদ্রাগমন করিবে না (১২৮)।

(১২৯)

পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্ত্তব্যৌ কদাচন।

সকল বর্ণের সম্বন্ধেই বলিতেছেন, পৈশাচ ও আসুর বিবাহ কদাচ করিবে না। (তাৎ-পর্য্য—যে বর্ণের যে বিবাহ বিহিত ও নিষিদ্ধ, সেই বর্ণের পক্ষে বিহিত বিবাহের যদি অসম্ভব হয় তবে অকৃতদার থাকা অপেক্ষা নিষিদ্ধ বিবাহও কর্ত্তব্য। এই তাৎপর্য্য বর্ণন, বক্ষ্যমাণ বচনের সহিত একবাক্যতা মূলক হইল)॥ ১২৯ ॥

(১৩০)

অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা।
নিন্দিতৈর্নিন্দিতানৃণাংতস্মান্নিন্দ্যান্‌বিবর্জ্জয়েৎ॥

উৎকৃষ্ট বিবাহে উৎকৃষ্টসন্ততি হয়, নিকৃষ্ট বিবাহে নিকৃষ্ট সন্ততি হয় সুতরাং নিন্দিত বিবাহ করিবে না॥ ১৩০ ॥

(১৩১)

পর্ব্ববর্জ্জম্।

অমাবস্যাদি পর্ব্বদিনে ভার্য্যাগমন করি-বেক না॥ ১৩১ ॥

(১৩২)

ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্ণীয়াচ্ছুল্কমণ্বপি।

কন্যার পিতা, ধনগ্রহণ পাপজনক জানিয়া বর বা বরকর্ত্তার নিকট যৎসামান্য পণও লইবেন না॥ ১৩২ ॥

(১৩৩)

স্ত্রীধনানি যে মোহাদুপজীবন্তি বান্ধবাঃ।
নারীযানানিবস্ত্রং বা তে পাপা যান্ত্যধোগতিং॥

পতি পিতা প্রভৃতি বান্ধবগণ মোহবশতঃ স্ত্রীধন দ্বারা যদি উপজীবিকা করে, স্ত্রীগণের দাসী, অশ্বাদি যান অথবা বস্ত্র ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পাপকারী জানিবে তাঁহারা সুতরাং নরকস্থ হয়েন। অর্থাৎ পতি ও পিতা প্রভৃতি বান্ধবগণ স্ত্রীধন গ্রহণ করিবেন না॥ ১৩৩॥

(১৩৪)

যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।

যে কুলে সাধ্বীনারীগণের অনাদর হয়, সে বংশে অনুষ্ঠিত সকল সৎকার্য্যই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হইয়া যায় অর্থাৎ সাধ্বীনারীগণকে অনাদর করিও না॥ ১৩৪॥

(১৩৫)

শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং।

যে কুলে ভগিনী ও গৃহস্থের সপিণ্ডস্ত্রী পত্নী কন্যা পুত্রবধূ প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা ভূষণ, বসন অভাবে দুঃখিতা হয়, সে কুল শীঘ্র নির্দ্ধন হইয়া যায়, এবং দৈব ও রাজাদিদ্বারা প্রপীড়িত হয় অর্থাৎ ভগিনী প্রভৃতি উক্ত

স্ত্রীলোকদিগকে ভূষণবসনাভাবে দুঃখিতা করিও না॥ ১৩৫॥

(১৩৬—১৪০)

কুবিবাহৈঃ ক্রিয়ালোপৈর্বেদানধ্যয়নেন চ।
কুলান্যকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ॥

যে বর্ণের সম্বন্ধে যে বিবাহ নিষিদ্ধ, সেই বর্ণের সেই নিষিদ্ধ বিবাহ কুবিবাহ। কুবিবাহ, জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়ার লোপ, নিজ নিজ বেদের অধ্যয়ন না করা, আদরযোগ্য ব্রাহ্মণের আদর না করা এই চারিটি দ্বারা প্রখ্যাত বংশও অধঃপতিতঃ হয়। অতএব উক্ত চারিটি কার্য্য করিবে না।

(১৪১—১৪৯)

শিল্পেন ব্যবহারেণ শূদ্রাপত্যৈশ্চ কেবলৈঃ।
গোভিরশ্বৈশ্চ যানৈশ্চ কৃষ্যা রাজোপসেবয়া॥
অযাজ্য-যাজনৈশ্চৈব নাস্তিক্যেন চ কর্ম্মণাম্।
কুলান্যাশু বিনশ্যন্তি যানি হীনানি মন্ত্রতঃ॥

চিত্রকার্য্যাদি শিল্পকার্য্য, সূদের জন্য ঋণদান, শূদ্রার গর্ভজাত সন্তান, গো অশ্ব যান প্রভৃতির ক্রয় বিক্রয়, কৃষিকার্য্য, রাজ সেবা, অযাজ্য ব্রাত্যাদির যাজন ক্রিয়া, শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মের প্রতি নাস্তিক্য বুদ্ধি এবং ক্রিয়াতে বেদমন্ত্রের অশুদ্ধি এই নয়টি কারণ দ্বারা সদ্বংশও অতিশীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। অতএব এই নয়টি কার্য্য করিবে না।

(১৫০)

নচৈবাত্রাশয়েৎ কঞ্চিদ্বৈশ্বদেবং প্রতি দ্বিজং।

বৈশ্বদেব হোমে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে না।

(১৫১)

নশ্যন্তি হব্যকব্যানি নরাণামবিজানতাং।
ভস্মীভূতেষু বিপ্রেষু মোহাদ্দত্তানি দাতৃভিঃ॥

যে গৃহস্থ অজ্ঞতাবশতঃ বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দেব পিতৃ উদ্দেশে হব্য কব্য প্রদান করে, তাহার সেই দান, ভস্মে ঘৃতা-হুতি তুল্য হয়। অতএব বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্ম-ণকে দৈব বা পৈত্র কার্য্যে হব্য কব্য প্রদান করিবে না।

(১৫২)

উপাসতে যে গৃহস্থাঃ পরপাকমবুদ্ধয়ঃ।
তেন তে প্রেত্য পশুতাং ব্রজন্ত্যন্নাদিদায়িনাং।

যে অবিবেকী গৃহস্থগণ, পরান্নভোজনের দোষ না জানিয়া আতিথ্য লোভে গ্রামান্তরে গিয়া পরান্ন ভোজন করে, তাহারা মৃত হইয়া জন্মান্তরে সেই পাপে অন্নদাতার পালিত পশু হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। অতএব আতিথ্যলোভে আতিথ্য স্বীকার করিবে না।

(১৫৩—১৫৭)

অপ্রণোদ্যোঽতিথিঃ সায়ং
সূর্য্যোঢ়োগৃহমেধিনা।
কালে প্রাপ্তস্ত্বকালে বা
নাস্যানশ্নন্ গৃহে বসেৎ।
ন বৈ স্বয়ং তদশ্নীয়া-
দতিথিং যন্ন ভোজয়েৎ।
আসনাবসথৌশয্যা-
মনুব্রজ্যামুপাসনাং॥

উত্তমেষূত্তমং কুর্য্যাদ্ধীনে হীনং সমে সমং।
বৈশ্বদেবে তু নির্বৃত্তে যদ্যন্যোঽতিথিরাব্রজেৎ।
তস্যাপ্যন্নং যথাশক্তি প্রদদ্যান্ন বলিং হরেৎ॥

সূর্য্য অস্ত হইলে, গৃহস্থ গৃহাগত অতি-থিকে প্রত্যাখ্যান করিবে না (১৫৩)। অতিথি দ্বিতীয় বৈশ্বদেব বলির সময়েই আসুন, বা ভোজন সমাপন হইলেই আসুন গৃহস্থ তাঁহাকে কোন সময়েই অনশনে রাখি-বেন না (১৫৪)। অতিথি গৃহে উপস্থিত থাকিলে, অতিথিকে না দিয়া কোন দ্রব্য খাইবে না (১৫৫)। এককালে বহু অতিথি আসিলে সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিবে না (১৫৬) অর্থাৎ বহু অতিথির

সমাগম হইলে, অবশ্য তাঁহাদের মধ্যে উত্তম মধ্যম ও অধম তিন শ্রেণীর লোকই আছেন, অতএব যে যেমন তাঁহাকে সেইরূপ আসন সেইরূপ বিশ্রাম, সেইরূপ শয্যা, সেইরূপ পরিচর্য্যা এবং গমন সময়ে সেইরূপ সম্মান দিয়া বিদায় করিতে হইবে] বৈশ্বদেব কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে যদি অতিথি আসেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পূর্ব্ব প্রস্তুত বলির অন্ন দিবে না (১৫৭) [কিন্তু যথা শক্তি পৃথক্ করিয়া অন্নপাক করিয়া প্রদান করিবে।]

(১৫৮—১৫৯)

অদত্ত্বাতু য এতেভ্যঃ পূর্ব্বং ভুঙ্‌ক্তেঽবিচক্ষণঃ।
স ভুঞ্জানো ন জানাতি শ্বগৃধ্রৈর্জগ্ধিমাত্মনঃ।
অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ
যজ্ঞশিষ্টাশনং হ্যেতৎ সতামন্নং বিধীয়তে॥

যে অজ্ঞব্যক্তি অতিথি প্রভৃতি ভৃত্য পর্য্যন্তকে অন্ন না দিয়া স্বয়ং ভোজন করে, সে জানে না যে, সে মৃত হইলে, তাহার দেহ শকুনি কুক্কুরগণ ভোজন করিবে। অর্থাৎ অতিথি প্রভৃতি ভৃত্য পর্য্যন্তকে না খাওয়াইয়া আপনি খাইবে না (১৫৮)। যে ব্যক্তি কেবল নিজের জন্য পাক করিয়া ভোজন করে, সে কেবল পাপ ভোজন করে। যেহেতু যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্নই সৎলোকের ভোজনের জন্য বিহিত হইয়াছে। অযজ্ঞীয় অন্নভোজনের কোন স্থানে বিধান নাই। অতএব গৃহস্থ যে হইবে, সে কখনও কেবল নিজের জন্য অন্নপাক করিবে না (১৫৯)।

(১৬০)

সৎক্রিয়াং দেশকালৌ চ শৌচং ব্রাহ্মণসম্পদঃ।
পঞ্চৈতান্ বিস্তরোহন্তি তস্মান্নেহেত বিস্তরম্॥

অধিক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিলে, তাহাদের বিধিমত সৎকার হয় না (১) উপযুক্তস্থানে উপবেশন করান হয় না (২) অপরাহ্ণ কাল উত্তীর্ণ হইয়া যায় (৩) ভক্ষ্য দ্রব্য সকল উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হয় না (৪) সকলেই কিছু বেদজ্ঞ গুণান্বিত ব্রাহ্মণ হন না (৫) এইরূপ পাঁচটি দোষ উপস্থিত হয়, অতএব অধিক ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে চেষ্টা পাইবে না।

(১৬১)

শ্রোত্রিয়ায়ৈব দেয়ানি হব্যকব্যানি দাতৃভিঃ।

দাতাগণ, দেব পিতৃ উদ্দেশে উৎকৃষ্ট দ্রব্য সকল শ্রোত্রিয়কেই প্রদান করিবেন অর্থাৎ অশ্রোত্রিয়কে শ্রাদ্ধাদির উৎসৃষ্ট দ্রব্য দিবেন না। বেদপাঠী ব্রাহ্মণকে শ্রোত্রিয় কহে।

(১৬২)

ন শ্রাদ্ধে ভোজয়েন্মিত্রম্।

শ্রাদ্ধে বন্ধুকে ভোজন করাইবে না। (শ্রাদ্ধাদি কার্যে ভোজন করাইয়া বন্ধুত্বস্থাপনের উদ্দেশ্য যাহাদের, তাহাদের সম্বন্ধে এই নিষেধবিধি। শ্রাদ্ধাদিকার্য্যে ভোজন করাইয়া বন্ধুতা স্থাপন করাকে পিশাচধর্ম্ম কহে।)

(১৬৩)

যথেরিণে বীজমুপ্ত্বা ন বপ্তা লভতে ফলং।
তথানৃচে হবির্দত্ত্বা ন দাতা লভতে ফলং॥

কৃষক যেমন নিরুদক (ঊষর) ভূমিতে বীজবপন করিয়া কোন ফল লাভ করে না, তদ্রূপ বেদাধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণকেও হব্য কব্য প্রদান করিলে পরলোকে কিছু মাত্র ফলোদয় হয় না। অতএব বেদবিহীন ব্রাহ্মণকে দেবপিতৃকার্য্যে উৎসৃষ্ট দ্রব্য কদাচ প্রদান করিবে না।

(১৬৪)

ন ব্রাহ্মণং পরীক্ষেত দৈবে কর্ম্মণি কর্ম্মবিৎ।

ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি দৈবকার্য্যে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিবে না। অর্থাৎ "ইনি বেদজ্ঞ, ভাল ব্রাহ্মণ" এইরূপে লোকে প্রসিদ্ধি থাকিলেই যথেষ্ট হইবে।) কিন্তু পিতৃকার্য্যে বিশেষরূপে পরীক্ষা কর্ত্তব্য।

রুদ্রাধ্যায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রমুঞ্চ ধন্বনস্ত্বমুভয়োরার্ত্ন্যোর্জ্যাম্।
যাশ্চতে হস্ত ইষবঃ পরাতা ভগবোবপ॥ ৯॥

সহজার্থ। হে ঈশ্বর, ধনুকের উপর কোটিতে গুণ সংলগ্ন রহিয়াছে, অতএব তুমি সেই গুণ খুলিয়া ফেল এবং তোমার হস্তে যে সকল বাণ আছে সে সকলও পরিত্যাগ কর॥ ৯॥

ভাবার্থ। যুদ্ধের সময় যোদ্ধার শরীরে যে বল সমুদ্ভূত হয়, ইহা অন্য সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই বলই এখানে রুদ্রদেব। ইনি এখানে আমাদের সম্বোধ্য ঈশ্বর। এই ঈশ্বরের হস্তেই বাণ-ধারণ ক্ষমতা। এই ঈশ্বর শত্রু ও মিত্র উভয়েতেই আছেন। প্রার্থনা, শত্রুর শরীর হইতে বিলুপ্ত হও।

বিজ্যংধনুঃ কপর্দ্দিনোবিশল্যোবাণবাঁ২॥উত।
অনেশন্নস্য যাইষব আভুরস্যনিষঙ্গধিঃ॥ ১০॥

সহজার্থ। কপর্দ্দীর ধনুঃ জ্যা-রহিত হউক। বাণ ফলকশূন্য হউক। তূণ, শরশূন্য হউক। খাপ, তলবারশূন্য হউক॥ ১০॥

ভাবার্থ। পূর্ব্ববৎ।

যা তে হেতির্মীঢুষ্টম হস্তে বভূব তে ধনুঃ।
তয়াস্মান্ বিশ্বতস্ত্বমযক্ষ্মযা পরিভুজ॥ ১১॥

সহজার্থ। হে মীঢুষ্টম! (অত্যন্তবর্ষণশীল!) তোমার হস্তে যে ধনুরূপ অস্ত্র আছে যাহা কাহারও প্রতি উপদ্রব করে না সেই অস্ত্রদ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন কর।

ভাবার্থ। হে রুদ্র! তুমি আমাদের বর্ষণশীল বায়ু। তুমি প্রবহমান হইয়াই মেঘ বর্ষিত করিতেছ। ইন্দ্রধনু যাহাকে কহে উহা বায়ুমূর্ত্তি রুদ্রদেবের ধনুরূপ অস্ত্র। এ অস্ত্র কাহারও অনিষ্ট করে না। ইহার উদয়ে অতিবৃষ্টি বজ্রাঘাত প্রভৃতি অনিষ্ট নিবারিত হয় সুতরাং ইহার উদয়ও আমাদের প্রতিপালক। তাই প্রার্থিত হইতেছে, তুমি 'সেই অস্ত্র দ্বারা আমাদিগকে প্রতিপালন কর'॥

পরি তে ধন্বনো হেতিরস্মান্ বৃণক্তু বিশ্বতঃ।
অথো যইষুধিস্তবারে অস্মন্নিধেহি তম্॥১২॥

সহজার্থ। হে রুদ্র! ধনুঃ সম্বন্ধী অস্ত্র আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করুক। এবং তোমার যে ইষুধি, তাহাকে আমাদের নিকট হইতে দূরে অবস্থাপিত কর॥ ১২॥

ভাবার্থ। এখানে অভিমানের আস্পদ "অহং" ভাব "রুদ্র"। ইহার ধনুঃ=স্থূলশরীর। স্থূলশরীররূপী ধনুকে যোজিত অস্ত্র অভিনিবেশ যাহাকে 'মরণত্রাস' কহে। হে রুদ্র! আমাদের মরণত্রাস নষ্ট কর। এই "অহং" তত্ত্ব, বা তদভিমানিরুদ্রের ইষুধি (তূণ) অবিদ্যা। এই অবিদ্যারূপী তূণে, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ, এই সকল বাণ স্বরূপ। বাণে যেমন জীবের জীবন নষ্ট করে, অভিনিবেশও জীবের কৈবল্যস্বরূপ প্রকৃত জীবনকে নাশ করিয়া থাকে। হে রুদ্র! আমাদের নিকট হইতে এই অবিদ্যা তূণকে সুদূরে স্থাপিত করিয়া কৃতার্থ কর।

অবতত্য ধনুষ্ট্বংসহস্রাক্ষ শতেষুধে।
নিশীর্য্য শল্যানাং মুখাশিবো নঃ সুমনা-
ভব॥ ১৩॥

সহজার্থ। হে সহস্রাক্ষ! হে শততূণধর! তুমি ধনুঃ জ্যা-শূন্য এবং শর, ফলক-

শূন্য করিয়া আমাদের প্রতি শিব হও, সুমনাঃ হও ॥ ১৩ ॥

ভাবার্থ। এখানে রুদ্র সমষ্টি জীব—বিরাট্ পুরুষ স্বরূপ। সহস্র এবং শত শব্দ অনন্ত বাচক। হে অনন্তচক্ষুঃ! হে অনন্ত তূণধর! অর্থাৎ হে অসংখ্য-আবিদ্যিকদেহোপাধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যগণের আশ্রয় পরম-সখা তুমি শরীরকে মমতাভ্রান্তি হইতে বিমুক্ত কর। কর্ম্মবিপাককে দগ্ধরজ্জুসদৃশ করিয়া দাও—যাহাতে আর জন্মিতে না হয়। আমরা তোমার রুদ্রমূর্ত্তি আর দেখিতে পারি না—অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। অতএব শেষ প্রার্থনা, এক্ষণে তুমি তোমার শিবমূর্ত্তিটি প্রদর্শন করিয়া তোমার এই অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ মায়াদেবীকে নিবৃত্ত কর।

নমস্ত আয়ুধায়ানাততায় ধৃষ্ণবে।
উভাভ্যা মুত তে নমোবাহুভ্যান্তবধন্বনে ॥১৪॥

সহজার্থ। হে রুদ্র! তোমার আয়ুধকে নমস্কার এবং যে বাণ আয়ুধে যোজিত না হইয়া শত্রু পরাভবশীল, তাহাকে নমস্কার এবং তোমার বাহুদুটিকে নমস্কার ॥ ১৪ ॥

ভাবার্থ। রুদ্রদেবের কি আয়ুধ কি বাণ সকলই অদ্ভুত স্বরূপ, তাহাতেই নমস্কার করিতেছেন। আয়ুধে বাণযোজনা করিলে শত্রুর পরাভব হয়, কিন্তু রুদ্রের আয়ুধ অদ্ভুত। কোন আয়ুধে বাণ অযোজিত হইয়াই শত্রুর পরাভবকারী। এবং আয়ুধ ধারণ করিতে বাণ যোজনা করিতে উভয় বাহুর আবশ্যক, কিন্তু রুদ্রের বাহুদ্বয়ের আবশ্যক নাই। রুদ্র এখানে ক্ষিতিমূর্ত্তি। আয়ুধ তাঁহার ষাট্‌কৌশিক স্থূল শরীর। জীবকে নষ্ট করিতে অর্থাৎ কৈবল্য স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত করিতে "অহং মমতা" (আমি আমার) রূপ ভ্রমজ্ঞানই এখানে বাণ। শরীররূপী ব্যায়ুধে এই ভ্রম-জ্ঞানরূপি বাণের যোজনা না হইলেই কামক্রোধাদি শত্রুবর্গের পরাভব হয়। আমাদের এই ষাট্‌কৌশিক পার্থিব দেহের পরাণু সকল ক্ষিতিরূপী রুদ্র। শিবের অষ্টমূর্ত্তি পূজাতে "সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ" এই মন্ত্রে যে মূর্ত্তি ধ্যেয়, বেদের এই মন্ত্রেও সেই মূর্ত্তিই আরাধনীয়। সুতরাং এই—অস্মদাদির বাহুদ্বয়ই সেই ক্ষিতিরূপী রুদ্রের বাহুদ্বয়। এখন দেখ, এই বাহুদ্বয় কি ভ্রমজ্ঞান রূপ বাণের যোজক? না। এই জন্যই অদ্ভুত।

মানোমহান্ত মুতমানো অর্ভকমান উক্ষন্ত মুতমান উক্ষিতম্। মানোবধীঃ পিতরমোত মাতরমানঃ প্রিয়াস্তন্বোরুদ্র রীরিষঃ ॥ ১৫ ॥

মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ুষি মানো গোষু মানো অশ্বেষু রীরিষঃ। মানো বীরান্ রুদ্র ভামিনো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিৎ ত্বা হবামহে ॥ ১৬ ॥

সহজার্থ। হে রুদ্র! আমাদের বৃদ্ধগণকে নষ্ট করিও না। এবং আমাদের বালকগণকে নষ্ট করিও না। আমাদের যুবাগণকে নষ্ট করিওনা এবং আমাদের গর্ভস্থ ভ্রূণগণকে নষ্ট করিও না। এবং আমাদের মাতাকে নষ্ট করিও না। আমাদের পত্নীগণকে নষ্ট করিও না। আমাদের পুত্রপৌত্রাদিরূপিশরীর সকলকে নষ্ট করিও না ॥ ১৫ ॥

হে রুদ্র! আমাদের পুত্র ও পৌত্রগণকে নষ্ট করিও না। তাহাদের আয়ু নষ্ট করিও না। আমাদের গোধন নষ্ট করিও না, অশ্বধন নষ্ট করিও না। আমাদের কোপন স্বভাব ভৃত্যগণকে নষ্ট করিও না। আমরা হবির্হস্তে সর্ব্বদাই তোমার উপাসনায় রত অর্থাৎ আমরা একমাত্র তোমারই শরণাগন্ন ॥ ১৬ ॥

ভাবার্থ। এখানে রুদ্র, অগ্নিরূপী

যাঁহারা প্রত্যহ সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে বিহিত সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া অগ্নিতে বিধিমত আহুতি প্রদান করেন তাঁহাদের এই নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠান-ফলে ধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া উপরি লিখিত বৃদ্ধাদি সকলকে রক্ষা করেন। আর যাঁহারা নিত্য কর্ম্ম রহিত তাঁহাদের সংসারকে, অগ্নিরূপী রুদ্র, বিপর্য্যস্ত করিয়া নানাবিধ সন্তাপে দগ্ধ করিয়া থাকেন। সার তিনটি কথা বাহির হইল যথা,—

১ম। অগ্নি, রুদ্রের অন্যতম মূর্ত্তি।

২য়। নিত্য হোম অবশ্য কর্ত্তব্য।

৩য়। নিত্য কর্ম্মের অননুষ্ঠানে সংসারের সুখ সম্পৎ সমস্তই অনিশ্চিত, পক্ষে দুঃখ ও মোহ বিষয় সকল সমস্তই নিশ্চিত হইয়া উঠে।

বাকোবাক্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যক্ষ প্রশ্ন করিতেছেন,—

তপঃ কিংলক্ষণং প্রোক্তং
কোদমশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ক্ষমা চ কা পরা প্রোক্তা
কা চ হ্রীঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥

তপস্যা কাহাকে কহে? দম কি? ক্ষমা কাহার নাম? লজ্জাই বা কি?

তদুত্তরে যুধিষ্ঠির,—

তপঃ স্বধর্ম্মবর্ত্তিত্বং মনসোদমনং দমঃ।
ক্ষমা দ্বন্দ্বসহিষ্ণুত্বং হ্রীরকার্য্যনিবর্ত্তনম্

নিজধর্ম্মে অবস্থান করাকে তপস্যা কহে। মনের নিগ্রহকে দম কহে। শীতোষ্ণ, সুখদুঃখ, রাগদ্বেষ প্রভৃতি বিরুদ্ধযুগলের সহ্য করাকে ক্ষমা কহে। অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়াই লজ্জা।

যক্ষ প্রশ্ন করিতেছেন,—

কিং জ্ঞানং প্রোচ্যতে রাজন্!
কঃ শমশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
দয়া চ কা পরা প্রোক্তা
কিঞ্চার্জ্জবমুদাহৃতম্? ॥

হে রাজন্! জ্ঞান কাহাকে কহে? শম কি? দয়া কাহার নাম? ঋজুতাই বা কি?

এতদুত্তরে যুধিষ্ঠির,—

জ্ঞানং তত্ত্বার্থসংবোধঃ
শমশ্চিত্তপ্রশান্ততা।
দয়া সর্ব্বসুখৈষিত্ব
মার্জ্জবং সমচিত্ততা ॥

ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হওয়াকে জ্ঞান কহে। চিত্তেতে সাত্ত্বিকগুণের ধারাবাহিকতাই শম। "সকলের সুখ হউক" এইরূপ ইচ্ছাকে দয়া কহে। সকলের প্রতি সমানভাব হওয়াই ঋজুতা।

যক্ষ প্রশ্ন করিতেছেন,—

কঃ শত্রুর্দ্দুর্জ্জয়ঃ পুংসাং
কশ্চ ব্যাধিরনন্তকঃ।
কীদৃশশ্চ স্মৃতঃ সাধু
রসাধুঃ কীদৃশঃ স্মৃতঃ ॥

সুদুর্জ্জয় শত্রু কে? কোন্ ব্যাধির অন্ত নাই? সাধু কাহাকে কহে? অসাধু কাহাকে কহে?

এতদুত্তরে যুধিষ্ঠির,—

ক্রোধঃ সুদুর্জ্জয়ঃ শত্রু-
র্লোভোব্যাধিরনন্তকঃ।
সর্ব্বভূতহিতঃ সাধু-
রসাধু র্নির্দ্দয়ঃ স্মৃতঃ ॥

ক্রোধই সুদুর্জ্জয় শত্রু। লোভ ব্যাধিই অন্তশূন্য। সর্ব্বভূতের কল্যাণে রত যে সেই সাধু। দয়াশূন্য যে সেই অসাধু।

যক্ষ প্রশ্ন করিতেছেন,—

কোমোহঃ প্রোচ্যতে রাজন্!
কশ্চ মানঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
কিমালস্যঞ্চ বিজ্ঞেয়ং
কশ্চ শোকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

হে রাজন্! মোহ পদার্থ কি? মান কি? আলস্য কাহাকে কহে? শোক কি?

এতদুত্তরে যুধিষ্ঠির,—

মোহোহি ধর্ম্মমূঢ়ত্বম্
মানস্ত্বাত্মাভিমানিতা।
ধর্ম্মনিষ্ক্রয়তালস্যং
শোকস্তু জ্ঞানমুচ্যতে॥

ধর্ম্ম না জানাই মোহ। "আমি একজন" এইরূপ অভিমানই মান। ধর্ম্ম-ক্রয় করাকে আলস্য কহে। (মনে কর, আমি শিবরাত্রি ব্রত করিতে আলস্য করিয়া কোন ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া নিজের প্রতিনিধি করিলাম। ইহাকেই ধর্ম্মের ক্রয় করা কহে) ব্রহ্ম ও জগৎ এই দুই বস্তুর যাথার্থ্য-উপলব্ধি না হওয়াই শোক।

যক্ষ প্রশ্ন করিতেছেন,—

কিং স্থৈর্য্যমৃষিভিঃ প্রোক্তং
কিঞ্চ ধৈর্য্যমুদাহৃতম্।
স্নানঞ্চ কিং পরং প্রোক্তং
দানঞ্চ কিমিহোচ্যতে॥

ঋষিগণপ্রোক্ত স্থৈর্য্য কি? ধৈর্য্যই বা তাঁহারা কাহাকে কহিয়াছেন? উৎকৃষ্ট স্নানই বা কি? উৎকৃষ্ট দানই বা কি?

এতদুত্তরে,—

স্বধর্ম্মে স্থিরতা স্থৈর্য্যং
ধৈর্য্যমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
স্নানং মনোমলত্যাগো
দানং বৈ ভূতরক্ষণম্॥

স্বধর্ম্মে স্থির থাকাকে স্থৈর্য্য কহে। ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ করাকে ধৈর্য্য কহে। মনোমালিন্যত্যাগই স্নান। প্রাণিগণের রক্ষা করাই দান।

যক্ষ প্রশ্ন করিতেছেন,—

কঃ পণ্ডিতঃ পুমান্ জ্ঞেয়ো-
নাস্তিকঃ কশ্চ উচ্যতে।
কোমূর্খঃ কশ্চ কামঃ স্যাৎ
কোমৎসর ইতি স্মৃতঃ॥

কোন্ পুরুষ পণ্ডিতপদ-বাচ্য হন? নাস্তিক কে? মূর্খ কে? কাম কি? মৎসর বা কি?

এতদুত্তরে,—

(*) ধর্ম্মজ্ঞঃ পণ্ডিতোজ্ঞেয়ো-
নাস্তিকোবেদনিন্দকঃ।

* "ধর্ম্মজ্ঞঃ পণ্ডিতোজ্ঞেয়ো
নাস্তিকো মূর্খ উচ্যতে।
কামঃ সংসারহেতুশ্চ
হৃত্তাপোমৎসরঃ স্মৃতঃ।"

মহাভারতে এইরূপ পাঠ আছে, কিন্তু মূর্খ হইলেই নাস্তিক হইবে ইহা ধর্ম্ম ও লোকাচারবিরুদ্ধ। বিশেষতঃ এখানে যখন ধর্ম্মজ্ঞকে পণ্ডিত বলিলেন, তখন ধর্ম্মানভিজ্ঞকে মূর্খ যে বলা যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় তাহা সহজতঃ প্রতীত হইতেছে। লিপিকরপ্রমাদবশতঃ এরূপ অশুদ্ধ পাঠ মহাভারতে রহিয়া গিয়াছে। ফলতঃ প্রশ্নের সমান উত্তর হওয়া আবশ্যক। প্রশ্ন এটি, উত্তর তাহার ৬টি এরূপ কখনও হইতে পারে না।
সম্পাদক।

ধর্ম্মানভিজ্ঞোমূর্খঃ স্যা-
দিতি জানন্তি কোবিদাঃ॥
কামঃ সংসারহেতুশ্চ
হৃত্তাপোমৎসরঃ স্মৃতঃ॥

যিনি ধর্ম্মজ্ঞ তাঁহাকে পণ্ডিত কহে। বেদনিন্দাকারী পুরুষই নাস্তিক। ধর্ম্মানভিজ্ঞ পুরুষই মূর্খ। সংসার-বন্ধন যাহা হইতে হয় তাহাকেই কাম কহে। হৃত্তাপই মৎসর। পণ্ডিতগণই এই সকল কথার মর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন।

যক্ষ প্রশ্ন করিতেছেন,—

কোঽহঙ্কার ইতি প্রোক্তঃ
কশ্চ দম্ভঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
কিং তদ্দৈবং পরং প্রোক্তং
কিং তৎ পৈশুন্যমুচ্যতে॥

অহঙ্কার কাহাকে কহে? দম্ভ কি? দৈব কি? খলতা কি?

এতদুত্তরে,—

মহাজ্ঞানমহঙ্কারো
দম্ভোধর্ম্মধ্বজোচ্ছ্রয়ঃ।
দৈবং দানফলং প্রোক্তং
পৈশুন্যং পরদূষণং॥

মহা অজ্ঞানই অহঙ্কার। (দেহ অপত্য কলত্রাদিতে 'আমি' এইরূপ যে অজ্ঞান তাহাকে 'মহা অজ্ঞান' কহে) ধর্ম্মচিহ্নের আড়ম্বরকে দম্ভ কহে। দানের ফলকে দৈব কহে। পরকে দূষিত করাই খলতা।

যক্ষ প্রশ্ন করিতেছেন,—

ধর্ম্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ
পরস্পরবিরোধিনঃ।
এষাং নিত্যবিরুদ্ধানাং
কথমেকত্র সঙ্গমঃ॥

ধর্ম্ম অর্থ কাম, ইহারা পরস্পর বিরোধী। এইসকল নিত্যবিরোধিগণের একত্র অবস্থান কিরূপে সম্ভব হয়?

এতদুত্তরে যুধিষ্ঠির,—

যদাধর্ম্মশ্চভার্য্যাচ পরস্পরবশানুগৌ
তদাধর্ম্মার্থকামানাংত্রয়াণামপিসঙ্গমঃ॥

যখন ধর্ম্ম ও পত্নী পরস্পরের বশীভূত হয়। অর্থাৎ ধর্ম্মের আজ্ঞাবহ পত্নী এবং পত্নীর আজ্ঞাবহ ধর্ম্ম এইরূপে যখন ধর্ম্ম ও পত্নীর পরস্পর প্রেম হইবে। তাৎপর্য্য নিজ পত্নী যখন সম্পূর্ণ ধর্ম্মপরায়ণা হইবেন, তখন পরস্পরবিরুদ্ধ হইয়াও ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ একত্র—একপুরুষেই অবস্থিত হইবেন।

যক্ষপ্রশ্ন করিতেছেন,—

অক্ষয্যোনরকঃ কেন
প্রাপ্যতে ভরতর্ষভ।
এতন্মে পৃচ্ছতঃ প্রশ্নং
শীঘ্রং বক্তুমিহার্হসি॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি জিজ্ঞাসিতেছি, বলদেখি শীঘ্র—অক্ষয় নরক কে প্রাপ্ত হয়?

ধার্ম্মিকের কণ্ঠহার।

(১)

একযানসমারোহ একপাত্রে চ ভোজনম্।
বিবাহে পথি যাত্রায়াং কৃত্বাবিপ্রোনদোষভাক্।
অন্যথা দোষমাপ্নোতি পশ্চাচ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ।
[মহর্ষিগালব বচন।]

বিবাহোৎসবে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তর গমন সময়ে পথে, যাত্রাকালে,—এই তিন সময়ে ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রাদির সহিত একযানে আরোহণ করেন এবং আপন সমান পঙ্ক্তি-

পাবন ব্রাহ্মণের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তাহা হইলে কিছুমাত্র দোষ হইবে না। কিন্তু অন্য সময়ে করিলে, চান্দ্রায়ণ করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে।

(২)

তীর্থে বিবাহে যাত্রায়াং সংগ্রামে দেশবিপ্লবে
নগরগ্রামদাহে চ স্পৃষ্ট্বা স্পৃষ্টির্ন দুষ্যতি ॥

[বৃহস্পতি সংহিতা]

কাশী কাঞ্চী প্রভৃতি তীর্থ-স্থানে তীর্থ-কার্য্য করিবার সময়, বিবাহের সময়ে, যাত্রা কালে, যুদ্ধের সময়, দেশবিপ্লবের সময়, এবং নগর বা গ্রাম যখন দগ্ধ হয় সেই সময়ে ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট জাতির শূদ্রাদি নিকৃষ্ট জাতিস্পর্শে কোন দোষ হয় না।

ন স্নায়াদুৎসবেহন্যত্র মঙ্গলং বিনিবর্ত্ত্য চ।
অন্যত্রজ্ঞা সুহৃদ্বন্ধূন্নার্চ্চয়িত্বেষ্টদেবতাম্ ॥

কোন উৎসব শেষ হইলে, কোন মঙ্গল কার্য্য সম্পাদন করিয়া, সুহৃদ্‌গণ ও ভ্রাতাদি বন্ধুগণকে বিদেশে পাঠাইয়া এবং ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া স্নান করিবে না।

এনিষেধ সকলের পক্ষে।

(৪)

অনধীত্য দ্বিজো বেদানন্যত্রোৎপাদ্য তথা সুতান্।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ ॥

[মনু]

দ্বিজ বলিতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য। ইহাঁরা যদি বেদসকল অধ্যয়ন না করিয়া সুতগণকে উৎপন্ন না করিয়া এবং যজ্ঞসকলের অনুষ্ঠান না করিয়া যদি মোক্ষলাভেচ্ছু হন তাহা হইলে নরকগামী হইবেন।

(৫)

ক্রুদ্ধায়ন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেদাক্রুষ্টঃকুশলং বদেৎ
সপ্তদ্বারাবকীর্ণাঞ্চ ন বাচমনৃতাং বদেৎ। (মনু)

কেহ ক্রোধ করিলে, তাহার সহিত কলহ করিবে না, বরং সন্তোষ প্রকাশ করিবে। কেহ নিন্দাকরিলে, তাহার নিন্দা করিও না। বরং 'ভাল' 'উত্তম' প্রভৃতি মিষ্টভাষণ করিবে। চক্ষু কর্ণ নাসিকা ত্বক্ জিহ্বা মন ও বুদ্ধি এই সাত বাক্যপ্রবৃত্তির দ্বার। এই জন্য বেদান্তদর্শনে ইহাদিগকে সপ্তদ্বার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। উক্ত সপ্তদ্বার দ্বারা গৃহীত স্রক্ চন্দন ও বনিতা প্রভৃতি বিষয় সকল অর্থাৎ কামিনীদর্শন অতিস্পৃহনীয়, কামনী বাক্য অতিসুশ্রাব্য, পদ্ম ভারবহ মাত্র কামিনীমুখপদ্মই প্রকৃত পদ্ম; কামিনীকলেবরস্পর্শ, অতিসুখস্পর্শ, কামিনীমুখামৃতই প্রকৃত অমৃত ইত্যাদি যে বৈষয়িকসুখভোগ, তদ্বিষয়ক বাক্যসকল (মহাকবিপ্রণীত কাব্য সকল) মিথ্যা। অতএব মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করিবে না। বেদবাক্যই সত্য। অতএব সত্য বাক্যের শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিয়া পরে সাক্ষাৎকার করিবে। ব্রহ্ম-প্রকাশক বেদও (উপনিষদ্)। ব্রহ্ম, যেহেতু স্বপ্রকাশের প্রকাশ অন্যে করিতে সমর্থ নহে। এই যুক্তি ধরিয়াই ব্রহ্মশব্দে যেমন ব্রহ্ম, সেইরূপ বেদও বুঝিতে হয়। কর্ম্মপর বেদও ব্রহ্ম-প্রকাশক। সুতরাং কর্ম্মপর বেদ এবং ব্রহ্মজ্ঞানপর বেদ উভয়ই ব্রহ্ম। বেদবাক্যই ব্রহ্মবাক্য। ব্রহ্মবাক্যই সত্য বাক্য। দ্বিজগণ ঈদৃশ সত্য বাক্যই উচ্চারণ করিবেন।

(৬)

ফলং কতকবৃক্ষস্য যদ্যপ্যম্বুপ্রসাদকম্।
ন নামগ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি। [মনু]

নির্ম্মলী জলে গুলিয়া দিলে জল পরিষ্কার হইয়া থাকে, কিন্তু মুখে 'নির্ম্মলী' 'নির্ম্মলী' বলিলে কি কখনও কেহ জল পরিষ্কার হইতে

দেখিয়াছেন? কখনই না। সেইরূপ মুখে 'ধর্ম্ম ধর্ম্ম' করিয়া ধার্ম্মিকের বেশে বেড়াইলে কিছু হইবে না। বেদবিহিত কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিলে ধার্ম্মিক হয়।

(৭)

কামিনীষু বিবাহেষু গবাভক্ষ্যে তথেন্ধনে।
ব্রাহ্মণাভ্যুপপত্তৌ চ শপথে নাস্তি পাতকম্ ॥

[মনু]

স্ত্রীর সহিত সুন্দর সুরতলাভের জন্য, বিবাহের জন্য, গোভক্ষ্য ঘাসাদির আহরণে, হোমীয় কাষ্ঠাদির আহরণে, এবং ব্রাহ্মণের রক্ষার জন্য অঙ্গীকৃত ধনাদিবিষয়ে, মিথ্যা শপথ করিলে পাপ হয় না।

(৮)

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতৎ সামাসিকং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ ॥

[মনু]

অহিংসা, সত্যকথন, অস্তেয়, শৌচক্রিয়া, ইন্দ্রিয়গণের সংযম, এই পাঁচটি সকলবর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। অর্থাৎ এই পাঁচটি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও সংকরজাতি সকলেরই প্রতিপাল্য। এই গুলির প্রতিপালন না করিয়া অন্যান্য বিহিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলেও বৃথা।

(৯)

অন্নং বিষ্ঠা পয়োমূত্রং যদবিজ্ঞোরনিবেদিতং।
ভবন্তি শূকরাঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণা যদি ভুঞ্জতে ॥

[ব্রহ্মপুঃ শ্রীকৃঃ]

যে কোন ভক্ষ্য বস্তু বা যে কোন পানীয় বস্তু উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণজাতির কর্ত্তব্য তৎক্ষণাৎ "ওঁ নমোনারায়ণায়" বলিয়া নিবেদন করা, পশ্চাৎ সেই ভক্ষ্যের ভোজন ও পানীয়ের পান করেন, অন্যথা তাঁহাদিগকে পর জন্মে শূকর হইতে হইবে। অনিবেদিত অন্ন ও অনিবেদিত পানীয় বিষ্ঠা ও মূত্র সদৃশ অস্পৃশ্য পদার্থ জানিবে।

(১০)

যথা চিত্তং সমাসক্তং জন্তোর্বিষয়গোচরে।
যদি নারায়ণেহপোবং কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥

[গরুড়পুঃ]

জীবগণের যেমন ভোগ্য স্ত্রী অন্নপানাদি বিষয় সমুদায়ে মন আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ যদি শ্রীমন্নারায়ণে তাহাদের মন আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আর ভাবনা কি? অনায়াসে ভববন্ধন হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে পারে।

ব্রাহ্ম সমাজ।

বিগত কয়েক বর্ষ হইতে ভারতের নানাস্থানে সনাতন ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা সমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, ধর্ম্ম-প্রচারকগণ দেশে দেশে অক্লান্ত ভাবে বিচরণ পূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্মের গুহ্য তত্ত্ব ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত থাকায়, শাস্ত্র রাশি ক্রমশঃ অনুবাদিত ও মূল টীকা সহিত প্রকাশিত হওয়ায়, বিখ্যাত সংবাদ পত্র সমূহে সনাতন ধর্ম্মের বহুল আন্দোলন হওয়ায় এবং ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা গুণে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিষাক্ত গতি অতি মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। এতদ্দর্শনে অবশ্যই ব্রাহ্মবর্গের বিজাতীয় মনস্তাপ হইয়া থাকিবে, কিন্তু অনন্যোপায় ব্রাহ্মসমাজ, সকলকে প্রবোধ দিবার জন্য "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এইটী প্রথমতঃ "তত্ত্ববোধিনী"তে মুদ্রিত ও তৎপরে "তত্ত্ব কৌমুদী"তে উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ আর ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয় না কেন, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া "ব্রাহ্ম সমাজ"

তাহার এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অতি উচ্চ ধর্ম্ম। পৃথিবীতে অন্যান্য যে সকল ধর্ম্ম প্রচলিত দেখা যায়, আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে তাহা হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চতা এত অধিক যে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ অনায়াসে ও সহজে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস সকল হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিবে এরূপ আশা করা যায় না"। যে দর্পণে ক্ষুদ্র মুখ খানিকে প্রকাণ্ড দেখায়, একটি লোষ্ট্রকে পর্ব্বত তুল্য দেখায়, ব্রাহ্ম সমাজ! তুমি কি সেই দর্পণে মুখ দেখিয়াছ না কি? পিতৃমাতৃ বিতাড়িত উচ্ছৃঙ্খল বালকবর্গ যে ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া "ব্রাহ্ম" উপাধি লাভ করে সে ধর্ম্মের উচ্চতার সীমা করিতে তো মাপ কাঠির প্রয়োজন হয় না। যাহার সত্যই হৃদয় আছে, সে কেনই বা একটা কল্পিত ধর্ম্মকে ধারণ করিবে? যে ব্যক্তি হৃদয়কে সদাচারপূত করিয়া ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরুকে প্রেমাবেশে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাসকে ধারণ করিবে কেন? ব্রাহ্মসমাজ প্রকারান্তরে, লজ্জার মাথা খাইয়া এই ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছেন, যে ব্রাহ্মগণই সূক্ষ্মদর্শী ও উন্নতপ্রকৃতি, আর সকলে বোকা, মূর্খ ও মলিনবুদ্ধি!

আলোকপ্রাপ্ত ব্রাহ্মসমাজ! এখনও তুমি অনন্তলীলার আয়তন অনন্তদেবের অনন্ত-ভাবের উপাসককে 'পৌত্তলিক' বলিতে বিস্মৃত হও নাই! বিলাতের আমদানি 'আইড-লেটার' (Idolator) শব্দটী খৃষ্টীয়ানের প্রসাদ স্বরূপ এখনও মুখে করিয়া রহিয়াছ! খৃষ্টীয়ানেরা দ্বীপান্তরবাসী; তাহারা হিন্দুর ভাব ভঙ্গি না বুঝিয়া যে পৌত্তলিক বলে, একথা এক দিন হাঁসিয়া উড়াইতে পারি, কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজ! তুমি হিন্দুস্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়া অনন্তদেবের অনন্ত মূর্ত্তির উপাসককে 'পৌত্তলিক' বল, ইহা নিতান্তই আক্ষেপের বিষয়। লিখিত হইয়াছে—"সাকারবাদী হিন্দুকে নিরাকারবাদী করা, পৌত্তলিক হিন্দুকে ব্রহ্মোপাসক করা, লৌকিক আচারের ক্রীতদাসবৎ অনুবর্ত্তী জাতিকে বিবেক-বাদীর সেবক করা পঞ্চাশ বা এক শত বৎসরের কার্য্য নহে'। আমরা বলি,* "প্রকৃত হিন্দুকে তোমার মত নিরাকারবাদী তোমার মত কল্পনার (আচাভুয়া) ব্রহ্মের উপাসক করা তোমার মত বাজে বিবেক-বাণীর সেবক করা এক শত বর্ষ কেন কোটি-কল্পেরও কর্ম্ম নহে।" ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবিস্তার মার্গ অবরুদ্ধ দেখিয়া পরিশেষে বাতুলের মত বলিয়া বসিয়াছেন যে "আজকাল বহু দেশে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে 'হরি সভা' দেখা যায়, ব্রাহ্মধর্ম্মই ঐ গুলির জন্মদাতা। এই সকল সভা সাকারবাদী নহে, পৌত্তলিকও নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান ভাব যে একেশ্বর উপাসনা তাহাই এই সভা গুলির প্রাণ'। একেশ্বরের উপাসনা তো পৃথিবীস্থ ধর্ম্ম-মাত্রেরই ভিত্তি-মূল। ইহা তো ব্রাহ্মধর্ম্মের ইজারা করা নানাকালী সম্পত্তি নহে। ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়, অনির্ব্বচনীয়, এ সকল কথাতো বিশ্ববন্দিত হিন্দু ঋষিরই মুখ-বিনির্গলিত। যে হরি সভা সমূহে তুলসী দেবী, রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ শালগ্রাম শিলা আদির বিবিধোপচারে পূজা হইয়া থাকে, সে হরি-সভা সাকারবাদী নহে? ব্রাহ্ম সমাজ! তুমি কি ইহা স্বপ্ন দেখিলে? তবে 'পৌত্তলিক' নহে, ইহা সত্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম হরি-সভার জন্মদাতা, একথা বলিতে কি লজ্জা বোধ হইল না? না, না, আমারই ভুল হইয়াছে, তুমি যে লজ্জার মাথা খাইয়াছ।

তোমার জন্মদাতা কে, তাহাই আগে ঠিক্ করিয়া লও। হিন্দু, খৃষ্টীয়ান, মুসলমান, বৌদ্ধ আদি মতসমূহের ঔরসে ও সহজ বুদ্ধির গর্ভে বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্ম। ঈশ্বরের উপাসনা সকলধর্ম্মেরই মূল, উহার দ্বারা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পার্থক্য নিরূপণ করা যায় না। উপাসনার প্রকরণ, উপকরণ, বিধি, নিষেধ, আচার ব্যবহার ইত্যাদির দ্বারা সম্প্রদায়ের ভিন্নতা উপলব্ধি হইয়া থাকে। বেদের অপৌরুষেয়তা বিশ্বাস না করা, তপো-মার্জ্জিতবুদ্ধি ঋষিদিগের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা স্বভাবসিদ্ধ সহজবুদ্ধিসাধ্য সিদ্ধান্তকে প্রামাণিক মনে করা, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সুলভ বিধি-নিষেধের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করা, অধিকার তত্ত্বকে উপেক্ষা করা, মন্ত্রদাতা গুরু, ঈশ্বরের অবতার আদি অস্বীকার করা, কুলধর্ম্ম অগ্রাহ্য করা, বৃদ্ধা বিধবা মাতা রোদন করিতেছেন, তাঁহার দিকে না তাকাইয়া অপরের যুবতী বিধবার দুঃখ দূর করা আদি বর্ত্তমান ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ। পবিত্র হরিসভাগুলিতে এতাবতের কোন লক্ষণই তো নাই, তবে স্বীকার করি, ব্রাহ্মসমাজ! তোমার উপদ্রবে লোক সকল অপথে কুপথে না যায়, আর্য্য সন্তানগণ শাস্ত্রানুরূপ স্বধর্ম্ম যাহাতে বুঝিয়া অনুষ্ঠান করিতে পারে, তাহারই জন্য হরিসভার জন্ম। যেমন রাবণের জন্য রামের, কংসের জন্য কৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল, সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজের জন্য হরিসভার জন্ম হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ! তোমার বয়ঃক্রম ষাট বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের নাম করিতে করিতে কলেবর পরিহার কর।

ব্রাহ্মসমাজ! তোমার কি সত্য সত্যই বিশ্বাস যে হরিসভা, দয়ানন্দের আর্য্য সমাজ তোমারই প্রদর্শিত পথে চলিতেছে? যদি তাহা হয় তাহা হইলে বলিব তোমার ভীমরথী হইয়াছে। হরিসভা ও আর্য্যসমাজ উভয়েই তোমাকে বিষনয়নে দেখিয়া থাকে। রণমদে মাতোয়ারা একপল্টন সিপাহী অগ্রে অগ্রে ও তৎপশ্চাতে রুক্মিনীয়া ধোবানী কাপড়ের মোট মাথায় করিয়া যাইতেছিল, এই সময়ে একজন জিজ্ঞাসা করিল, ধোবানী কোথা যাইতেছিস্! রুক্মিনীয়া উত্তর করিল, এই সিপাইয়ের পল্টন হাঁকাইয়া লইয়া যাইতেছি! পল্টনের পশ্চাতে রুক্মীয়ার মত ব্রাহ্ম সমাজ হরিসভার নেতা জন্মদাতা হইতে চাহেন। (* ব্রাহ্মসমাজ! তুমি তো এক্ষণে মা বলিতে, কৃষ্ণ বলিতে, দুর্গা বলিতে শিখিয়াছ, গৌরহরির সংকীর্ত্তন ধরিয়াছ, তোমার নিরাকার ঈশ্বরের তো প্রসন্নবদন, রাঙ্গাচরণ বাহির হইয়াছে, তবে আর কেন! চক্ষু লজ্জা ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজের চরণে লুটাইয়া পড়, হরিনামের গুণে সকল পাতক বিনষ্ট হইবে। *)

শ্রীশ্রী৺হরিসভার জনৈক সেবক।

প্রাপ্তপুস্তকের সমালোচনা।

১ম শান্তিপাগল। এখানি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র

(*) অনেকের বিশ্বাস, যাহারা নাস্তিক, যথেচ্ছাচার করিতে প্রয়াসী, তাহারাই ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। ধর্ম্ম না বুঝিয়া বা সাকারোপাসনা অপেক্ষা নিরাকারোপাসনা ভাল এরূপ বিশ্বাসে কেহই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করে না। যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে ঐরূপ কারণই, হইত তবে তাহাকে সনাতন ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে হইবে কেন? আমাদের বৈদিক সনাতন ধর্ম্মে কি নিরাকারোপাসনা নাই? সুতরাং লেখকের এরূপ লেখাটি ভ্রম।

সম্পাদক।

নাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক প্রণীত। গ্রন্থকর্ত্তা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। ইনি এই গ্রন্থে নিজ মূর্খসম্প্রদায়ের মূর্খত্ব প্রকাশ করিতে কিছু মাত্র ত্রুটি করেন নাই। একস্থানে লিখিয়াছেন, "ভণ্ড পুরোহিতেরা বিনা শ্রমে যজমানগণকে মৃৎপুত্তলীতে সেইসিদ্ধি প্রদান করিতে চাহেন" আর একস্থানে, "প্রবঞ্চক যাজকমণ্ডলী নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেই তোমার অসীম বিশ্বব্যাপিত্বের সীমা করিতে চাহেন, স্পর্দ্ধা কম নহে" ইত্যাদি। আমরাও বলি; গ্রন্থকর্ত্তার "ঘরে বসিয়া রাজার মাকে ডাইন্" বলা হইতেছে। গ্রন্থকর্ত্তার ক্ষমতা থাকে আমাদের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বাঁধা বিচার করুন। আমাদের যাজকমণ্ডলী ভণ্ড হইলেই বেদব্যাসকে ভণ্ড বলা হইল। অতএব মহর্ষি বেদব্যাস ভণ্ড, না তোমাদের গুরু বা নেতা কুক্কুটাণ্ড-ভোজী, মহর্ষি * * * * * * * * ভণ্ড? গ্রন্থকর্ত্তার বিদ্যাভিমান যথেষ্ট আছে। লিখিবার ক্ষমতাও আছে। অতএব এরূপ কাপুরুষের ন্যায় গৃহকোণে বসিয়া ঈশ্বরের উপাসনা উপলক্ষে আপন পিতৃপুরুষকে গালি প্রদান কেন করেন? হয় মৌখিক বাঁধা বিচার করুন, না হয় লিখিত বিচারই রীতিমত করুন। গ্রন্থকর্ত্তা আপনাপনিই "শান্তিপাগল" উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞানিগণ জানেন, যে, আপনাকে উপাধিযুক্ত করে, সে 'অশান্তিপাগল'। আমরাও বলি, গ্রন্থকর্ত্তা চিরকাল নানাবিধ আর্য্যধর্ম্ম বহির্ভূত বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি অশান্তির কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতেই এখন শান্তি হারাইয়া শান্তিপাগল হইয়াছেন। এটি উপাধি নহে। প্রকৃত বিশেষণই বটে।

২য়। আলাপ কৌমুদী। রঙ্গপুরাধীন পাঙ্গানিবাসী শ্রীহরেকৃষ্ণ গোস্বামী প্রণীত। এ খানিতে অনেক ভাল উপদেশ আছে। গ্রন্থকর্ত্তা আস্তিকচূড়ামণি এবং প্রকৃত ধার্ম্মিক। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও আধুনিক বৈষ্ণবনামধারি পাষণ্ডগণকে খুব আক্রমণ করিয়াছেন। সঙ্গতই হইয়াছে। আমি এই পুস্তক পাঠ করিয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিয়াছি। গ্রন্থকর্ত্তার অভিজ্ঞতা আছে। এরূপ গ্রন্থ যত প্রকাশ হয় ততই জগতের মঙ্গল। কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রন্থকর্ত্তার সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান নিতান্ত অল্প, তজ্জন্য গ্রন্থ খানিতে যে সকল প্রমাণ স্বরূপ বচন গুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে গুলি এত ভ্রম সঙ্কুল যে শোধন করিতে হইলে বোধ হয় প্রায় বার আনা কর্ত্তিত হইয়া যায়। ভরসা করি, গ্রন্থকর্ত্তা বারান্তরে পণ্ডিতদ্বারা শোধন করাইয়া যেন প্রকাশ করেন। মূল্য ॥০ আনা বড়ই অন্যায় হইয়াছে। যেরূপ ক্ষুদ্র গ্রন্থ তাহাতে ইহার মূল্য ৵০ আনা হইলেই যথেষ্ট হয়।

৩য়। পরীক্ষা। এখানি মাসিক পত্রিকা। ইহাতে ইউনানি হাকেমী চিকিৎসা, জ্যোতিষ, আর্য্যধর্ম্ম, উপন্যাস, ইতিহাস ও রাজনীতি প্রভৃতি ভাল ভাল বিষয় সুন্দররূপে লিখিত হইতেছে। শ্রীহৃদয়নাথ মৈত্র এবং শ্রীবৈদ্যনাথ বিদ্যানিধি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। ইহাতে পণ্ডিতবর শ্রীকৈলাশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি দুই একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকও আছেন। ইহাদের লিখিত বিষয় পাঠ করিলে সাধারণের বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই। আমি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। ইহার কার্য্যালয় ৪৬ নং মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান। কলিকাতা।

নিবেদন।

আমার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পত্রের অবয়ব ক্ষুদ্র হইলেও যে সকল মহাত্মারা গুণের গুরুত্ব বুঝিয়া ১০।১৬ বা ৪।৫ টাকা করিয়া বিদায়ী পাঠাইয়াছেন তাঁহারা ধন্য!! তাঁহাদের গুণগ্রাহকতা এবং দান-শৌণ্ডতা গুণেই এরূপ ধর্ম্মবিপ্লব সময়েও আমরা কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়াও জীবিত রহিয়াছি। ভগবান্ তাঁহাদিগের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল বিধান করুন।

বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে,

উপরি লিখিত ঐ কয়েকটী (৩৪ জন) মহাত্মা ব্যতীত প্রায় ৪।৫ সহস্র গ্রাহক একেবারে নীরব। কেহ এক কপর্দ্দকও দেন নাই অথচ গ্রহণের সময় সকলেই দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। কেহ বিবেচনা করিলেন না যে "সামাধ্যায়ীর কিছু জমীদারী নাই এবং সামাধ্যায়ী ব্যবসায়ীও নহে যে এই এককার্য্যে কেমাগত টাকা দিবে।" ফলতঃ আমার হৃদয়ের ভাব এই আমার যে সভা আছে সেই সভার এই এক কার্য্য অঙ্গ হয়; দ্বিতীয় আমার এই কার্য্য ব্যবসায়ের জন্য না হয় সেই জন্য গ্রাহকগণের নিকট বিদায়ী প্রার্থনা করি কিন্তু কালের মাহাত্ম্য এম্‌নি অনির্ব্বচনীয় যে কিছুতেই কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। যাহাহউক এক্ষণে নিয়ম করিতেছি যেসকল বিদায়ীদাতার নাম প্রকাশিত হইল তাঁহারা এবং যাহাঁদের নিকট আমি অতঃপরও পত্রিকা প্রেরণ করিব (বড়লোক, কালে বিশেষ সাহায্য দিতে পারেন সম্ভাবনা) সেই সকল মহাত্মাগণ ব্যতীত কাহারও নিকট আর পত্রিকা প্রেরণ করিব না। অর্থাৎ যাঁহারা খ্যাতনামা নহেন অথবা আমি যাহাঁদের জানি না সেই সকল মহোদয়গণের কেবল আবেদনে আর পত্র প্রেরিত হইবে না। আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যূন ২৲ টাকা (প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের জন্য) পাঠাইতে হইবে। ইতি—

সন ১২৯৭। মাঘ

কলিকাতা
নিমুসিয়া
৫ নং ঘোষের লেন

সম্পাদক, প্রকাশক ও অধ্যক্ষ,
শ্রীব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ি চট্টোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পত্রের বিদায়ী প্রাপ্তি-স্বীকার।

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৫৲
ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত বাবু কীর্ত্তিচন্দ্র চৌধুরী	... ...	২৷৷০
শ্রীযুক্ত বাবু কীর্ত্তিচন্দ্র রায়	... ...	১৲
” ” গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রঙ্গপুর জজ আদালতের উকীল	...	৫৲
” ” তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	... ...	২৷৵০
” ” জজ উকীল দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়	... ...	২৲
” ” দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইঞ্জিনীয়ার	... ...	১৲
” ” দীননাথ শান্যাল	... ...	২৲
শ্রীল শ্রীদিনাজপুরের মহামান্য মহারাজা বাহাদুর	... ...	৪৲
শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন (মীরর পত্রিকার এডিটর)	... ...	২৲
শ্রীল শ্রীমাননীয় রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর	... ...	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়	... ...	২৲
” ” কৈলাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	... ...	১৲
” ” উমেশচন্দ্র বর্ম্মণ	... ...	১৲
” ” নীলরত্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	... ...	২৲
” ” প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	... ...	২৲
” ” প্যারিচরণ দে	... ...	৬৲
” ” বীরচাঁদ মল্লিক (সেন)	... ...	২৫৲
” ” বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	... ...	১৲
” ” ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	... ...	১৲
” ” জমীদার রাধিকা প্রসাদ সেন	... ...	৫৲
” ” রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব	... ...	২৲
” ” রাজীব লোচন সেন	... ...	১৲
” ” রাখাল দাস চট্টোপাধ্যায়	... ...	২৲
” ” ডাক্তার রাখাল দাস সেন	... ...	১৬৲
” ” শম্ভুনাথ খাঁ	... ...	১৲
” ” শশিভূষণ পাকড়াশী	... ...	১৲
” ” শ্রীধর চন্দ্র বড়ুয়া	... ...	১৲
” ” হরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়	... ...	২৲
” ” জমীদার বনবিহারি সেন	... ...	৪৲
” ” সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়	... ...	২৲
” ” রাজেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়	... ...	২৲
” ” পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	... ...	২৲
” ” হরি চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	... ...	২৲

[১ম ভাগ। ৫ম সংখ্যা।]

“গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে”

আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারক

ব্রাহ্মণপণ্ডিত।

মাসিক পত্র সমালোচন।

বেদাধ্যাপক শ্রীব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ি সরস্বতী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

প্রকাশস্থান

৫ নং ঘোষের লেন, কলিকাতা।

Calcutta:

PRINTED BY NUNDO MOHUN BANERJEE & CO.,

AT THE FULL MOON PRINTING WORKS.

24, Beadon Street, E. C.

1891.

৫ম—সংখ্যার সূচী।

১ম—রুদ্রাধ্যায় (যজুর্ব্বেদীয়)।

২য়—ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য।

৩য়—মানবীয় নিষেধবিধি।

৪র্থ—বাকোবাক্য।

৫ম—পুরঞ্জনোপাখ্যান।

আর্য্যধর্ম্মপ্রচারক

ব্রাহ্মণপণ্ডিত।

"যশ্ছন্দসামৃষভোবিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ
সংবভূব। স মেন্দ্রোমেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য
দেবধারণোভূয়াসং। শরীরং মে বিচর্ষণং। জিহ্বা
মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্।" [তৈত্তিঃ]

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

১ম ভাগ।] ১৮১১ শকাব্দ ভাদ্রী সংক্রান্তি। [৫ম সংখ্যা।

রুদ্রাধ্যায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নমোহিরণ্যবাহবে সেনান্যে দিশাঞ্চ পতয়ে নমোনমোবৃক্ষেভ্যোহরিকেশেভ্যঃ পশূনাম্পতয়ে নমোনমঃ শষ্পিঞ্জরায় ত্বিষীমতে পথীনাম্পতয়ে নমোনমো হরিকেশায়োপবীতিনে পুষ্টানাম্পতয়ে নমঃ ॥ ১৭ ॥

আভাস,———

(রুদ্রের মূর্ত্তি সমস্ত জগৎই। রুদ্র সাধু মূর্ত্তিতেও আছেন আবার চোর দস্যু-মূর্ত্তিতেও বিরাজমান। রুদ্র চৈতন্য মধ্যেও আছেন আবার জড়ের মধ্যেও বিরাজমান। রুদ্র দেবযোনি, মনুষ্যযোনি প্রভৃতিতে যেমন বিরাজমান, আবার উদ্ভিজ্জ বৃক্ষ লতামূর্ত্তিতেও সেইরূপ সমান বিরাজমান। এই যে রুদ্রের সাধারণ মূর্ত্তিত্ব বা সর্ব্বমূর্ত্তিত্ব তাহা অতঃপর স্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে।

অর্থ,———

রুদ্র! তুমি স্বর্ণাভরণযুক্তবাহুবান্ সেনাপতি মহাশয়,—তোমায় নমস্কার। রুদ্র! তুমি পূর্ব্বাদি দশদিগের অধিপতি, তোমায় নমস্কার, পুনশ্চ নমস্কার। রুদ্র! তুমি হরিতকেশ (পর্ণ) যুক্ত বৃক্ষরূপী, তোমায় নমস্কার। তুমি পশুগণের অধিপতি, তোমায় নমস্কার। শষ্পতৃণবৎ পীতরক্ত বর্ণ অথচ সুদীপ্ত তুমি, তোমায় নমস্কার। পথ ত্রিবিধ, উত্তর, দক্ষিণ এবং তৃতীয়, তুমি এই ত্রিবিধ পথেরই অধিপতি, তোমায় নমস্কার, পুনশ্চ নমস্কার। রুদ্র! তুমি নীলকেশ অর্থাৎ স্বরূপ রুদ্ররূপী এবং জগতের কল্যাণার্থ যজ্ঞোপবীতধারী, (দ্বিজমূর্ত্তি) তোমায় নমস্কার। গুণিগণের অধিপতি তুমি, তোমায় নমস্কার ॥ ১৭ ॥

নমোবভ্লুশায় ব্যাধিনেঽন্নানাম্পতয়ে নমো নমোভবস্য হেত্যৈ জগতাম্পতয়ে নমোরুদ্রা

রুদ্রায়াততায়িনে ক্ষেত্রাণাম্পতয়ে নমোনমঃ সূতায়াহন্ত্যৈ বনানাম্পতয়ে নমঃ ॥ ১৮ ॥

রুদ্র! তুমি বৃষভের উপরে শয়ন করিয়া থাক, এবং শত্রুগণকে বিদ্ধ করিয়া থাক, তোমায় নমস্কার। তুমি সর্ব্ববিধ অন্নের রক্ষক, তোমায় নমস্কার, পুনশ্চ নমস্কার। রুদ্র! তুমি সংসার হইতে মুক্ত করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার। আবার তুমিই এই সংসারকে রক্ষাও করিতেছ, তোমায় নমস্কার, পুনশ্চ নমস্কার। রুদ্র! তুমিই উদ্যতায়ুধ আততায়ী পুরুষ, তোমায় নমস্কার। তুমি দেহসকলের রক্ষক, তোমায় নমস্কার। সারথি, রথ ও রথীকে রক্ষা করে, নষ্ট করে না, রুদ্র! তুমি সেই সারথিরূপী, তোমায় নমস্কার। তুমি বনসকলের রক্ষক, তোমায় নমস্কার ॥ ১৯ ॥

নমোরোহিতায় স্থপতয়ে বৃক্ষাণাম্পতয়ে নমোনমো ভুবন্তয়ে বারিবস্কৃতায়োষধীনাম্পতয়ে নমোনমোমন্ত্রিণে বাণিজায় কক্ষাণাম্পতয়ে নমোনম উচ্চৈর্ঘোষায়াক্রন্দয়তে পত্তীনাম্পতয়ে নমঃ ॥ ১৯ ॥

রুদ্র! তুমি রক্তবর্ণ স্থপতি মূর্ত্তি (গৃহাদি নির্ম্মাণ কর্ত্তা—বিশ্বকর্ম্মা) তোমায় নমস্কার। তুমি বৃক্ষ সকলেরও পালক, তোমায় নমস্কার, পুনশ্চ নমস্কার। রুদ্র! তুমিই এই ভূমণ্ডলের বিস্তার-কর্ত্তা এবং ধেনু দোহন পূর্ব্বক বাসস্থান সকল, প্রাণিগণের ভোগের উপযুক্ত করিয়া দিয়াছ, তোমায় নমস্কার। তুমি গ্রাম্য ও আরণ্য ওষধি সকলের রক্ষক, তোমায় নমস্কার পুনশ্চ নমস্কার। তুমি আলোচনা কুশল বণিগ্‌রূপী, তোমায় নমস্কার। তুমি বনমধ্যস্থিত গুল্ম বীরুধ সকলের রক্ষক, তোমায় নমস্কার, পুনশ্চ নমস্কার। রুদ্র! তুমি যুদ্ধে রিপুগণকে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করাইয়া থাক, তোমায় নমস্কার। তুমি পত্তিগণের রক্ষক, তোমায় নমস্কার ॥ ১৯ ॥

('একোরথোগজশ্চাশ্বাস্ত্রয়ঃ পঞ্চ পদাতয়ঃ এষ সেনাবিশেষোঽয়ং পত্তিরিত্যভিধীয়তে' ইতি ব্যাসবচনম্। অর্থাৎ এক রথ, এক হস্তী, তিন অশ্ব, পাঁচ পদাতি, এই কয়েকটীর সমষ্টিকে 'পত্তি' কহে।)

নমঃ কৃৎস্নায়তয়া ধাবতে সত্বনাম্পতয়ে নমোনমঃ সহমানায় নিব্যাধিন আব্যাধিনীনাম্পতয়ে নমোনমোনিষঙ্গিণে ককুভায় স্তেনানাম্পতয়ে নমোনমোনিচেরবে পরিচরায়ারণ্যানাম্পতয়ে নমঃ ॥ ২০ ॥

রুদ্র! তুমি যুদ্ধে আকর্ণপূরিতসন্ধান ধনুঃ গ্রহণ করিয়া শত্রুর পশ্চাৎ ২ ধাবমান হইতেছ, তোমায় নমস্কার। তুমি তোমার শরণাগত প্রাণিগণের রক্ষক, তোমায় নমস্কার। পুনশ্চ নমস্কার। তুমি শত্রুগণের পরাভবকর্ত্তা এবং হনন কর্ত্তা, তোমায় নমস্কার। তুমি শূরসেনাগণের রক্ষক, তোমায় নমস্কার, পুনশ্চ নমস্কার। তুমি খড়্গধারী মহান্, তোমায় নমস্কার। তুমি স্তেন (গুপ্তচোর) গণের রক্ষক, তোমায় নমস্কার, পুনশ্চ নমস্কার। তুমি নিচেরু মূর্ত্তি, তোমায় নমস্কার (সর্ব্বদা চুরি করিবার অভিপ্রায়ে যে ভ্রমণ করিয়া থাকে তাহাকে নিচেরু' কহে)। তুমি পরিচর মূর্ত্তি, তোমায় নমস্কার। (যে চুরি করিবার অভিপ্রায়ে কি আপণে কি বাটীতে সর্ব্বত্র ভ্রমিতেছে তাহাকে 'পরিচর' কহে।) তুমি আরণ্যগণেরও রক্ষক হইতেছ, তোমায় নমস্কার ॥ ২০ ॥

নমোবঞ্চতে পরিবঞ্চতে স্তায়ূনাম্পতয়ে নমোনমোনিষঙ্গিণইষুধিমতে তস্করাণাম্পতয়ে নমোনমঃ সদৃকায়িভ্যোজিঘাংসদ্ভ্যোমুষ্ণতাম্প-

তয়ে নমোনমোসিমদ্ভ্যোনক্তঞ্চরদ্ভ্যোবিকৃন্তানাম্পতয়ে নমঃ ॥ ২১ ॥

রুদ্র! তুমি বঞ্চক মূর্ত্তি, তোমায় নমস্কার। তুমি বঞ্চকের শিরোমণি—পরিবঞ্চকমূর্ত্তি, তোমায় নমস্কার। তুমি স্তায়ুগণের রক্ষক, তোমায় নমস্কার, পুনশ্চ নমস্কার। (গুপ্তচোর দ্বিবিধ, স্তেন ও স্তায়ু। রাত্রিতে সিঁদ্‌কাটিয়া যে চুরি করে তাহাকে স্তেন কহে। কি দিনে কি রাত্রে নিজের লোক হইয়া গুপ্ত ভাবে যে ধন হরণ করে, তাহাকে স্তায়ু কহে। পূর্ব্বমন্ত্রে 'স্তেনগণের রক্ষক' বলিয়া উল্লিখিত হয়, এ মন্ত্রে স্তায়ুগণের রক্ষক বলিয়া উল্লিখিত হইল)। তুমি খড়্গধারী, তোমায় নমস্কার। তুমি ইষুধি (তূণ) মান্, তোমায় নমস্কার। তুমি তস্কর (প্রকাশ্য চোর) গণের রক্ষক, তোমায় নমস্কার, পুনশ্চ নমস্কার। বজ্রহস্ত হইয়া পথে গমনশীল সুতরাং শত্রুগণের জিঘাংসাপরায়ণ যেসকল ব্যক্তি, হে রুদ্র! তুমি সেই সকল মূর্ত্তি, তোমাদিগকে নমস্কার। যেসকল ব্যক্তি ক্ষেত্রাদিতে অবস্থিত ধান্যাদির অপহর্ত্তা, তুমি দেব! তাহাদেরও রক্ষক, তোমায় নমস্কার, পুনশ্চ নমস্কার। যাহারা অস্ত্রহস্তে দিবারাত্র বিচরণ করিতেছে, বৃক্ষ-শ্রেণীযুক্ত পথ হইতে নির্গত পথিকগণকে ধনের জন্য হিংসা করিতেছে, সেই সকল দস্যুগণও হে রুদ্র! তোমারই মূর্ত্তি, অতএব তাঁহাদিগকেও নমস্কার। অঙ্গবিশেষ ছিন্ন করিয়া যাহারা অপহরণ করে, হে রুদ্র! সেসকল দস্যুও তোমার মূর্ত্তি, অতএব তাঁহাদিগকেও নমস্কার ॥ ২১ ॥

নম উষ্ণীষিণে গিরিচরায় কুলুঞ্চানাম্পতয়ে নমোনম ইষুমদ্ভ্যোধন্বাবিদ্ভ্যশ্চ বোনমোনম আতন্বানেভ্যঃপ্রতিদধানেভ্য শ্চ বোনমোনম আয়চ্ছদ্ভ্যোস্যদ্ভ্যশ্চ বোনমঃ ॥ ২২ ॥

যে ব্যক্তি মস্তকে উষ্ণীষ বন্ধনপূর্ব্বক গ্রামে অপহরণার্থ প্রবিষ্ট হয়, সেও তুমি, বস্ত্রাদি অপহরণার্থ পর্ব্বতাদি বিষম স্থানে অবস্থিত চোরও তুমি তোমায় নমস্কার। ক্ষেত্র ও গৃহাদির অপহর্ত্তা কুলুঞ্চগণকেও তুমি রক্ষা করিতেছ অতএব তোমায় নমস্কার, পুনশ্চ নমস্কার। প্রাণিগণকে বিভীষিকা উৎপাদনের জন্য যাহারা বাণ ধারী, সেই সকল মূর্ত্তিও তোমার, অতএব তোমায় নমস্কার। হে রুদ্রগণ! ঐ রূপে ধনুর্দ্ধারিগণও তোমরা, অতএব তোমাদিগকে নমস্কার। ধনুকে যাঁহারা জ্যারোপণ করিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছেন তাঁহারাও তোমার মূর্ত্তি, তাঁহাদিগকে নমস্কার। এইরূপে বাণপ্রতিসন্ধানপরায়ণজনগণও তোমার মূর্ত্তি, অতএব তাঁহাদিগকেও নমস্কার। এইরূপে ধনুক সকলের আকর্ষণপরায়ণ জনগণও তোমার মূর্ত্তি, অতএব তাঁহাদিকেও নমস্কার। এইরূপে বাণসকলের ক্ষেপণকারি জনগণও তোমার মূর্ত্তি, তাঁহাদিগকেও নমস্কার ॥ ২২ ॥

ধার্ম্মিকের কণ্ঠহার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১১)

রোদয়ত্যাত্মবিমুখানিতি রুদ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
স্মৃত্যা পাতকসংহারী হরিরিত্যভিধীয়তে ॥
বৃংহকত্বাদ্ধি জগতাং ব্রহ্মা সূর্য্য প্রকীর্ত্তিতঃ।

(লিঙ্গপুঃ টীঃ)

আত্মবিমুখজনগণকে যিনি সংসারার্ণবে পাতিত করিয়া রোদন করান তাঁহাকে "রুদ্র" কহে। যাঁহার সতত-স্মৃতি পাপহরণী তাঁহাকে "হরি" কহে। জগৎকে যিনি বর্দ্ধন করেন

অর্থাৎ সৃষ্টি করেন তাঁহাকে ব্রহ্মা কহে। ব্রহ্মা এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান সূর্য্য হইতেছেন।

(১২)

প্রকর্ষেণৈব নিহিতং জগদ্যস্মিন্নন্তকং।
প্রধানং হি শিবা দেবী প্রকৃতিঃ সা নিগদ্যতে॥
পুর্য্যুদেহেষু যঃ শেতে পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ।
জীবো গজাননোজ্ঞেয়ো গণেশস্তু স্মৃতোযতঃ॥

যাঁহাতে প্রকৃষ্টরূপে এই অনন্ত জগৎ নিহিত আছে তাঁহাকে প্রধান কহে। তিনিই রুদ্রশক্তি শিবাদেবী এবং তাঁহারই অপর নাম প্রকৃতি। যিনি দেহরূপি পুরীতে অবস্থান করেন, শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোক্তা সেই পঞ্চবিংশ (মহদাদিচতুর্ব্বিংশ দৃশ্য পদার্থ বিজাতীয় দ্রষ্টা পদার্থ) পদার্থকে "জীব" কহে। এই জীব, মহত্তত্ত্ব অহংকার প্রভৃতি চতুর্বিংশ পদার্থগণের উপভোক্তা অর্থাৎ "গণেশ" (মহাদাদি ২৪গণের ঈশ + অধ্যক্ষ) হন, অতএব ইনিই "গজানন"।

(১৩)

ঈশ্বরানুগ্রহাত্তেষাং পুংসামদ্বৈতভাবনা।
মহাভয়কৃতত্রাণাদ্বিত্রাণামেব জায়তে॥
(লিঙ্গপুঃ টীঃ)

ঈশ্বরানুগ্রহ, মহদ্ভয়-নিবারক। ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তিরই অদ্বৈত ব্রহ্মচিন্তা সামর্থ্য জন্মিয়া থাকে। এরূপ ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ ব্যক্তি সচরাচর দৃষ্ট হয় না, বড় অধিক, দুটি বা তিনটী। (১৪)

মহেশঃ পরমং ব্রহ্ম শান্তঃ সূক্ষ্মঃ পরাৎপরঃ।
সর্ব্বান্তরঃ সর্ব্বসাক্ষী চিন্ময়স্তমসঃ পরঃ।
তস্য চেচ্ছাভবৎপূর্ব্বং জগৎস্থিত্যন্তকারিণী।
বামাঙ্গাদভবৎ তস্য সোঽহং বিষ্ণুরিতি স্মৃতঃ।
জনয়ামাস ধাতারং দক্ষিণাঙ্গাৎ সদাশিবঃ।
মধ্যতোরুদ্রমীশানং কালাত্মা পরমেশ্বরঃ॥
(পদ্মপুঃ)

শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন, মহেশ্বরকে পরব্রহ্ম, শান্ত, সূক্ষ্ম, পরাৎপর, সকলের অন্তর, সকলের সাক্ষী, চিন্ময় ও প্রকৃতির পর জানিবে। কল্পাদিতে এই বিশ্ব সকলের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিবার জন্য সেই পরংব্রহ্ম মহেশ্বরের ইচ্ছা সমুদ্ভূত হয়। অমনি তাঁহার বামাঙ্গ হইতে আমি উৎপন্ন হই—যাহাকে 'বিষ্ণু' কহে। সদাশিব, দক্ষিণাঙ্গ হইতে বিধাতা ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিলেন। কালাত্মা, অর্থাৎ প্রলয়কারী হইতে ইচ্ছুক হইয়া সেই পরমেশ্বর মহাদেবই নিজ মধ্যাঙ্গ হইতে রুদ্রদেবকে উৎপন্ন করিলেন—যাঁহাকে 'ঈশান' কহে।

(১৫)

বেদাধ্যায়ীহ্যপ্রমত্তোঽহীতে স্বপ্নেঽপিবাসতঃ।
জপিতা তু জপত্যেব তথা ধ্যাতাপি বাসয়েৎ।
(পঞ্চদশী)

সতত বেদাধ্যয়নশীল ব্রাহ্মণ যেমন স্বপ্নেও বেদাধ্যয়ন করেন, তদ্রূপ জাপক, যখন স্বপ্নাবস্থাতেও সেই ধ্যেয় বস্তুর প্রত্যক্ষ করিবেন তখন তিনি ধ্যানকার্য্যে পরিপক্ক হইয়াছেন জানিতে হইবে।

(১৬)

ঈশসূত্রবিরাড়্বেধোবিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রবহ্নয়ঃ।
বিঘ্নভৈরবমৈরালমারিকা যক্ষরাক্ষসাঃ।
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্শূদ্রা গবাশ্বমৃগপক্ষিণঃ।
অশ্বত্থবটচূতাদ্যা যবব্রীহিতৃণাদয়ঃ।
জলপাষাণমৃৎকাষ্ঠবাস্তাকুদ্দালকাদয়ঃ।
ঈশ্বরাঃ সর্ব্ব এবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ।
যথাযথোপাসতে তং ফলমীয়ুস্তথা তথা।
ফলোৎকর্ষাপকর্ষৌ তু পূজ্যপূজানুসারতঃ।
মুক্তিস্তু ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব নচান্যথা।
স্বপ্নবোধং বিনা নৈব স্বপ্নপ্রোহীয়তে যথা।
(পঞ্চদঃ)

ঈশ,(বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানমায়োপাধিক চৈতন্য) সূত্রাত্মা, (অ-পঞ্চীকৃত ভূতকার্য্য সমষ্টিসূক্ষ্ম শরীরোপাধিক চৈতন্য) বিরাট্, (পঞ্চীকৃত ভূতকার্য্যসমষ্টিস্থূলশরীরোপাধিক চৈতন্য) বেধা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, বহ্নি, বিঘ্নরাজ (গণেশ), ভৈরব, (অষ্টপ্রকার) মৈরাল, মারিকা, যক্ষ, রাক্ষস, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, গো, অশ্ব, মৃগ, পক্ষি, অশ্বত্থ, বট, আম্র, প্রভৃতি, যব, ব্রীহি তৃণ প্রভৃতি জল, পাষাণ, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, ব্যাঙ্গা (বৃহদাকার একপ্রকার কুড়ুল) কুদ্দাল (কুড়ুল) এ সমস্তই ঈশ্বর। ইহাঁরা পূজিত হইলে ফলপ্রদান করিয়া থাকেন। তবে, যে, যেমন উপকরণ দ্বারা পূজা করে যাহার যেমন শ্রদ্ধা বিধান ও ভক্তি সে সেইরূপ ফল পায়। কিন্তু মুক্তি, ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ স্ফূর্ত্তি না হইলে হইবে না। যেমন স্বপ্ন না ভাঙ্গিলে (জাগ্রৎ না হইলে) স্বপ্নস্থিত পদার্থের লয় এবং জাগ্রৎ পদার্থের স্ফূর্ত্তি হয় না তদ্রূপ।

(১৭)

জপোজল্পঃ শিল্পং সকলমপি মুদ্রাবিরচনং।
গতিঃ প্রাদক্ষিণ্যং ভ্রমণমদনাদ্যাহুতবিধিঃ।
প্রণামঃ সংবেশঃ সুখমখিলমাত্মার্পণদশা;
সপর্য্যাপর্য্যায়স্তব ভবতু যন্মে বিলসিতং॥
(আঃ লহঃ)

হে কালিকে! জননি! সংসার মধ্যে আমার অনুষ্ঠিত কার্য্য সকল যেন তোমার অর্চ্চনা স্বরূপ হউক। মা! আমি, যে কোন কথা কহি না কেন, সে সমস্ত তোমার নামজপস্বরূপ হউক, আমার অঙ্গ যেরূপে সঞ্চালিত হউক না কেন, কিন্তু প্রার্থনা, সেসমস্ত যেন তোমার মুদ্রা স্বরূপ হউক। যেদিকেই গমন করি না কেন, তোমার যেন প্রদক্ষিণ করা হয়। যখন যাহা পান বা ভোজন করি না কেন, সেসমস্ত দয়াময়ি! তোমাতেই যেন আহুতি প্রদত্ত হয়। আমার শয়ন যেন তোমার উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণতিস্বরূপ হয়। আমার নিখিলশক্তি সংযোগ জন্য সুখ যেন আত্মার্পণ স্বরূপ হয়।

(১৮)

বৈষ্ণবমতের যোগ।

কৃষ্ণেন সঙ্গমোযস্তু স যোগইতিকীর্ত্ত্যতে।
যোগোঽপিকথিতঃসিদ্ধিস্তুষ্টিঃস্থিতিরিতিত্রিধা।
(ভক্তিরসামৃঃ পশ্চিঃ)

শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গ হওয়ার নাম যোগ, এই যোগ ত্রিবিধ, সিদ্ধি, তুষ্টি এবং স্থিতি।

উৎকণ্ঠিতে হরেঃ প্রাপ্তিঃ সিদ্ধিরিত্যভিধীয়তে।

উৎকণ্ঠিত অবস্থায় হরিকে লাভ করার নাম সিদ্ধিযোগ যেমন,—

রথাত্তূর্ণমবপ্লুত্য সোঽক্রূরঃ প্রেমবিহ্বলঃ।
পপাত চরণোপান্তে দণ্ডবদ্রামকৃষ্ণয়োঃ॥
(দশমে)

রাম ও কৃষ্ণকে দেখিবামাত্র অক্রূর দ্রুতগতিতে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া স্নেহবিহ্বলচিত্তে তাঁহাদের চরণোপান্তে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন।

জাতে বিযোগে কংসারেঃ সংপ্রাপ্তি স্তুষ্টি-
[রুচ্যতে।

বিচ্ছেদের পর শ্রীকৃষ্ণের যে প্রাপ্তি তাহাকে তুষ্টি নামক যোগ কহে।

যথা,—

কথং বয়ং নাথ চিরোষিতে ত্বয়ি,
প্রসন্নদৃষ্ট্যাখিলতাপশোষণং।
জীবেম তে সুন্দরহাসশোভিত-
মপশ্যমানা বদনং মনোহরং।
[১মস্কঃ]

[কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকাতে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন দ্বারকাবাসি প্রজাগণ কহিতেছেন]

হে নাথ! তুমি যদি চিরকালই প্রবাসে থাক, তবে আমরা বাঁচি কিরূপে? আহা! এই মনোহর বদনে যে আমাদের সকল সন্তাপ হারক—যাহা সুন্দর হাস্যে সর্ব্বদা সুশোভিত, উঃ ইহা না দেখিতে পাইলে, কিরূপে প্রাণ ধারণ করি!!

সহবাসো মুকুন্দেন স্থিতি নিগদিতা বুধৈঃ।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র বাস করাকে বৈষ্ণবশাস্ত্রজ্ঞগণ 'স্থিতি' নামক যোগ কহিয়াছেন। যথা,———

কচিৎক্রন্দন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া কচি
দ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥

(একাদশ)

(১৯)

পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং নৈবেদ্যঞ্চ বিশেষতঃ।
মহাপ্রসাদইত্যুক্ত্বা গ্রাহ্যং বিষ্ণোঃপ্রযত্নতঃ॥

[মৎস্যপুঃ]

বিষ্ণুর চরণামৃত, নির্ম্মাল্য, ও নৈবেদ্য এই তিন মহাপ্রসাদ জানিবে। মহাপ্রসাদ বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবে।

(২০)

ঈশ্বরমন্দিরে সোপানৎক গমনে দোষ।

বহন্ন পানহোপদ্‌ভ্যাংযস্তু মামুপচাক্রমেৎ।
চর্ম্মকারস্তু জায়েত স বর্ষাণাঃ ত্রয়োদশ॥

(বারাহে)

ভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন, যে ব্যক্তি আমার আরাধনা স্থানে চর্ম্মপাদুকাসহ প্রবিষ্ট হয়, সে ব্যক্তি ত্রয়োদশ বর্ষ চর্ম্মকার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিবে।

মানবীয়নিষেধবিধি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৬৫—১৬৮)

যে স্তেনপতিতক্লীবা যে চ নাস্তিকবৃত্তয়ঃ।
তান্ হব্যকব্যয়োর্বিপ্রানর্নর্হান্মনুরব্রবীৎ॥

যাহারা চুরি করে, যাহারা পতিত, যাহারা নপুংসক, যাহাদের পরলোকে বিশ্বাস নাই, এরূপ ব্রাহ্মণকে হব্যকব্য প্রদান করিবে না।

(১৬৯—১৭৪)

জটিলঞ্চানধীয়ানং দুর্ব্বলং কিতব তথা।
যাজয়ন্তিচযেপূগাংস্তাংশ্চশ্রাদ্ধে ন ভোজয়েৎ॥

জটাধারী ব্রহ্মচারী, মুণ্ডিতমস্তক ব্রহ্মচারী, বেদাধ্যয়ন শূন্য, চর্ম্মরোগগ্রস্ত, দ্যূতক্রীড়ারত, বহু-যাজন-কার্য্য-পরায়ণ, এই ষড়্বিধ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না।

(১৭৫—১৭৮)

চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংসবিক্রয়িণস্তথা।
বিপণেন চ জীবন্তোবর্জ্জ্যাঃ স্যুর্হব্যকব্যয়োঃ॥

চিকিৎসা ব্যবসায়ী, প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহকারী, (অর্থাৎ দেবল) মাংসবিক্রেতা, (একবারও মাংস বিক্রয় করিলে পতিত হয়। "সদ্যঃ পততি মাংসেন" ইত্যাদি বচন আছে) বাণিজ্য ব্যবসায়ী (আপৎকালে দোষ নাই), এই চতুর্ব্বিধ ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিবে। অর্থাৎ ইহারা বেদপাঠী হইলেও দানীয় নহে।

(১৭৯—১৮৫)

প্রেষ্যোগ্রামস্য রাজ্ঞশ্চ কুনখী শ্যাবদন্তকঃ।
প্রতিরোদ্ধা গুরোশ্চৈব ত্যক্তাগ্নির্বার্দ্ধুষিস্তথা॥

গ্রামের বা রাজার বেতনভুক্ ভৃত্য, নখরোগগ্রস্ত, কৃষ্ণদন্ত, গুরুদ্রোহী, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত

অগ্নির পরিত্যাগী, নৃত্য গীতদ্বারা জীবিকাকারী, কুসীদ লাভের জন্য ঋণদাতা—(অর্থাৎ সুদের দ্বারা যাহার উপজীবিকা) এইরূপ সপ্তবিধ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধাদিতে হব্যকব্য প্রদান করিবে না। অর্থাৎ ইহারা বেদপাঠী হইলেও দানের পাত্র নহে।

(১৮৬—১৯২)

যক্ষ্মী চ পশুপালশ্চ পরিবেত্তানিরাকৃতিঃ।
ব্রহ্মদ্বিট্ পরিবিত্তিশ্চ গণাভ্যন্তর এব চ॥

ক্ষয়রোগী, জীবিকার জন্য ছাগমেষাদির প্রতিপালক, পরিবেত্তা, পরিবিত্তি, (অকৃতদার জ্যেষ্ঠ থাকিতে যদি কনিষ্ঠের বিবাহ হয়, তবে, জ্যেষ্ঠকে পরিবিত্তি ও কনিষ্ঠকে পরিবেত্তা কহে) পঞ্চ মহাযজ্ঞের অননুষ্ঠাতা, ব্রাহ্মণ-দ্বেষ্টা, অনেকের প্রাপ্য বস্তুর স্বয়ং গ্রহণকারী, এই সপ্তবিধ ব্রাহ্মণকে হব্যকব্য প্রদান করিবে না। অর্থাৎ ইহারা বেদপাঠী হইলেও দানীয় নহে।

(১৯৩—১৯৯)

কুশীলবোঽবকীর্ণী চ বৃষলীপতিরেব চ।
পৌনর্ভবশ্চ কাণশ্চ যস্য চোপপতির্গৃহে।

নাট্যবৃত্তির দ্বারা জীবিকা-কারী, স্ত্রীসঙ্গে নষ্টব্রহ্মচর্য্য ব্রহ্মচারী ও যতি, শূদ্রা পতি, পুনর্ভূপুত্র, কাণ, এবং যাহার গৃহে উপপতি আছে, অর্থাৎ যাহার স্ত্রী ভ্রষ্টা—এই ষড়্বিধ ব্রাহ্মণকে হব্যকব্য প্রদান করিবে না।

(২০০—২০৬)

ভৃতকাধ্যাপকোযশ্চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা।
শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ্‌দুষ্টঃ কুণ্ডগোলকৌ॥

যিনি বেতন গ্রহণপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করান, যিনি বেতন গ্রহণপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করেন, যিনি শূদ্রের নিকট ব্যাকরণাদি পাঠ স্বীকার করিয়াছেন, যিনি শূদ্রকে ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করান, যিনি কঠোরভাষী, এবং কুণ্ড ও গোলক এই সপ্তবিধ ব্রাহ্মণকে হব্যকব্য প্রদান করিবে না। (স্বামী বর্ত্তমানে জারজ সন্তানকে কুণ্ড কহে। স্বামীর মরণের পর জারজ সন্তানকে গোলক কহে)।

(২০৭—২০৯)

অকারণপরিত্যক্তা মাতাপিত্রোর্গুরোস্তথা।
ব্রাহ্মৈর্যৌনৈশ্চসম্বন্ধৈঃ সংযোগংপতিতৈর্গতঃ।

যে ব্যক্তি পিতা মাতা ও গুরুজনকে বিনাদোষে পরিত্যাগ করিয়াছে অর্থাৎ শুশ্রূষা কার্য্যে পরাঙ্মুখ, যে পতিতের সহিত অধ্যয়ন, বা কন্যাদানাদি যৌন সম্বন্ধে মিলিত, এইরূপ ত্রিবিধ ব্যক্তিকে হব্যকব্য প্রদান করিবে না।

(২১০—২১১)

আগারদাহী গর-দঃ কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী।
সমুদ্রযায়ী বন্দী চ তৈলিকঃ কূটকারকঃ॥

গৃহে অগ্নিদাতা, বিষ-দাতা, কুণ্ড ও গোলকের অন্নভোক্তা, সোমবিক্রয়ী, সমুদ্র-পারগামী, তৈলের জন্য তিলাদি বীজের পেষণকারী, মিথ্যাসাক্ষি প্রস্তুতকারী, স্তুতি (তোষামদ) মাত্রোপজীবী, এই অষ্টবিধ ব্রাহ্মণকে হব্যকব্যে (দৈব ও পৈত্রকার্য্যে) নিমন্ত্রণ করিবেন না।

(২১৮—২২৪)

পিত্রা বিবদমানশ্চ কিতবোমদ্যপস্তথা।
পাপরোগ্যভিশস্তশ্চ দাম্ভিকোরসবিক্রয়ী॥

পিতার সহিত সতর্কবাদ (কলহ) কারী, নিজে দ্যূত ক্রীড়াতে অসমর্থ হইলেও উৎসুক্য নিবৃত্ত্যর্থ পরেরদ্বারা দ্যূতক্রীড়া করাইয়া আমোদ কারী, সুরা (গৌড়ী পৈষ্টী মাধ্বী-ভেদে ত্রিবিধ) পান করে না বটে কিন্তু মদ্য পান-রত, কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত, অভিশপ্ত, ছল করিয়া ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, ঐক্ষবাদি রসের বিক্রেতা, এই সপ্তবিধ ব্রাহ্মণকে হব্যকব্যে নিমন্ত্রণ করিবেক না।

(২২৫—২২৯)

ধনুঃ শরাণাং কর্ত্তা চ যশ্চাগ্রে দিধিষুপতিঃ।
মিত্রধ্রুক্ দ্যূতবৃত্তিশ্চ পুত্রাচার্য্যস্তথৈব চ॥

ধনুক ও শর-নির্ম্মাণকারী, জ্যেষ্ঠা সহোদরা অবিবাহিতা থাকিতে কনিষ্ঠার বিবাহ হইলে,তাহার যে পতি,মিত্রদ্রোহী, দ্যূতজীবী, পুত্রের নিকট বেদাধ্যায়ী, এই পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণকে হব্যকব্যে নিমন্ত্রণ করিবে না।

(২৩০—২৩৬)

ভ্রামরী গণ্ডমালী চ শ্বিত্র্যথোপিশুনস্তথা।
উন্মত্তোঽন্ধশ্চ বর্জ্জ্যাঃ স্যুর্ব্বেদনিন্দক এবচ॥

অপস্মার রোগগ্রস্ত, গণ্ডমালা রোগগ্রস্ত, শ্বেতকুষ্ঠ যুক্ত, দুর্জ্জন, উন্মত্ত, অন্ধ, বেদের নিন্দাকারী, এই সপ্তবিধ ব্রাহ্মণকে হব্যকব্যে নিমন্ত্রণ করিবে না।

(২৩৭—২৪০)

হস্তিগোঽশ্বোষ্ট্রদমকোনক্ষত্রৈর্যশ্চ জীবতি।
পক্ষিণাং পোষকোযশ্চ যুদ্ধাচার্য্যস্তথৈব চ॥

হস্তি,গো, অশ্ব ও উষ্ট্রের বিনেতা (শিক্ষক) নক্ষত্র গণনাদ্বারা উপজীবী, ক্রীড়ার্থ পক্ষিপোষণকারী, যুদ্ধার্থ আয়ুধবিদ্যার উপদেষ্টা, এই চতুর্ব্বিধ ব্রাহ্মণকে হব্যকব্যে নিমন্ত্রণ করিবে না।

(২৪১—২৬০)

স্রোতসাং ভেদকোযশ্চ তেষাঞ্চাবরণে রতঃ।
গৃহসংবেশকোদূতোবৃক্ষারোপক এব চ॥
শ্বক্রীড়ী শ্যেনজীবী চ কন্যাদূষক এব চ।
হিংস্রোবৃষলবৃত্তিশ্চ গণানাঞ্চৈব যাজকঃ॥
আচারহীনঃ ক্লীবশ্চ নিত্যং যাচনকস্তথা।
কৃষিজীবী শ্লীপদী চ সদ্ভির্নিন্দিত এব চ॥
ঔরভ্রিকোমাহিষিকঃ পরপূর্ব্বাপতিস্তথা।
প্রেতনির্হারকশ্চৈব বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥

একদিকে প্রবহমান জলকে কোনরূপে বাঁধাদি দিয়া দেশান্তরে যে লইয়া যায়, যে তাদৃশ স্রোতোগতির প্রতিবন্ধকতাচরণ করে, বাস্তুবিদ্যা দ্বারা উপজীবী, দৌত্য কর্ম্মকর্ত্তা, বেতন লইয়া বৃক্ষারোপণকারী, ক্রীড়ার জন্য কুক্কুরপোষণকারী, শ্যেনপক্ষীর দ্বারা উপজীবী, (ধনিগণ শ্যেনপক্ষী যুগলের যুদ্ধ দেখিয়া পক্ষীপোষককে পুরস্কার দিয়া থাকেন) ব্যভিচারদ্বারা কন্যার কন্যাত্ব নষ্টকারী, হিংসা-পরায়ণ, মাত্র শূদ্রদ্বারা উপজীবী, দক্ষিণালোভে বিনায়কাদি গ্রহগণের যাগকারী, গুরু ও অতিথির প্রতি অভ্যুত্থানাদি আচার বর্জ্জিত, ধর্ম্মকর্ম্মে উৎসাহ-রহিত, সতত যাচ্ঞা করিয়া অন্যের উদ্বেজক (উত্যক্তকারক), জীবিকাসত্ত্বে, অনাপৎকালেও অন্যের দ্বারা কৃষিকার্য্যোপজীবী, শ্লীপদ (গোদ) ব্যাধিযুক্ত, যে কোন্ কারণে হউক, সাধুগণের নিকট নিন্দিত, মেষ ও মহিষ চরাইয়া উপজীবী, পুনর্ভূর স্বামী, ধনের লোভে প্রেতকার্য্যকারী, (প্রেতকার্য্য বহন দাহাদি) এই বিংশতি প্রকার ব্রাহ্মণকে হব্যকব্যে নিমন্ত্রণ করিবে না।

এক্ষণে উপসংহার হইতেছে, যথা,—

এতান্বিগর্হিতাচারানপাঙ্‌ক্তেয়ান্দ্বিজাধমান্।
দ্বিজাতিপ্রবরোবিদ্বানুভয়ত্র বিবর্জ্জয়েৎ॥

এই সকল স্তেন প্রভৃতি উক্ত ব্রাহ্মণগণ, ইহলোকেই নিন্দিতাচারযুক্ত সুতরাং সাধু ব্রাহ্মণগণের সহিত একপংক্তিতে উপবেশন পূর্ব্বক ভোজন করিতেও অযোগ্য। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ, এই সকল ব্রাহ্মণাধমগণকে দৈব ও পৈত্র্যকর্ম্মে পরিত্যাগ করিবেন।

এই সকল স্তেন প্রভৃতি অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণগণকে হব্যকব্য প্রদান করিলে, দাতার পরলোকে কিরূপ দুর্দ্দশা হয়, প্রসঙ্গক্রমে তাহাও বলিতে হইল।

এই মনুসংহিতারই বচন যথা,—

ইতরেষু ত্বপাঙ্‌ক্ত্যেষু যথোদ্দিষ্টেষসাধুষু।
মেদোঽসৃঙ্‌মাংসমজ্জাস্থি বদন্ত্যন্নং মনীষিণঃ॥

অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণগণকে যে হব্য কব্য দান করা হয়, পণ্ডিতগণ কহেন, তাহা দাতার জন্মান্তরে ভোজনের জন্য মেদ রক্ত মাংস মজ্জা ও অস্থি হয় অর্থাৎ দাতা মেদাদি-ভোজী চণ্ডালের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে।

অপাংক্তেয় স্তেনাদি ব্রাহ্মণগণকে ব্রাহ্মণ ভোজনস্থানে প্রবেশ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা,—

(২৬১)

অপাঙ্‌ক্ত্যোযাবতঃপাংক্ত্যান্ভুঞ্জানাননুপশ্যতি।
তাবতাং ন ফলংতত্র দাতা প্রাপ্নোতি বালিশঃ॥

অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণ ভোজনে উপবিষ্ট পাংক্তেয় যতগুলি ব্রাহ্মণগণকে দেখিবেক, মূর্খ দাতা, ততগুলি ব্রাহ্মণভোজনের ফলে বঞ্চিত হইবেন; অতএব দাতার কর্ত্তব্য, অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণগণকে ব্রাহ্মণভোজন স্থানে প্রবেশ করিতে দিবেন না।

স্তেন, পতিত প্রভৃতি ৯৬ প্রকার অপাংক্তেয় অধম ব্রাহ্মণের সংখ্যা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বেদাধ্যয়নহীন ব্রাহ্মণও গণিত হইয়াছে। অতএব এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, স্তেন পতিতাদি বেদাধ্যয়নশীল হইলেও অপাংক্তেয় এবং স্তেন পতিতাদির মধ্যে পড়ে নাই; কিন্তু বেদও অধ্যয়ন করে নাই, সেস্থলে কি বুঝিব, এরূপ সকল-দোষ-বিনির্ম্মুক্ত ব্রাহ্মণ, হব্যকব্য দানের পাত্র কি না? ঈদৃশ সন্দেহ নিরাসের জন্যই মনু, অপাংক্তেয় স্তেনাদি ৯৬ প্রকারের মধ্যেই বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকেও ধরিয়া লইলেন, যেহেতু মনু স্তেন পতিতাদির ন্যায় বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকেও অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া থাকেন। এমন কি, এই ৯৬ প্রকার অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একবার বেদানভিজ্ঞকে ধরিয়াও তাঁহার চিত্তের শান্তি হয় নাই। পুনশ্চ অব্যবহিত পরেই দেখুন, কিরূপ বলিতেছেন, যথা,—

ব্রাহ্মণস্ত্বনধীয়ানস্তৃণাগ্নিরিব শাম্যতি।
তস্মৈ হব্যং ন দাতব্যং ন হি ভস্মনি হূয়তে॥

বেদাধ্যয়নশূন্য ব্রাহ্মণ তৃণাগ্নিতুল্য। যেমন তৃণাগ্নিতে ঘৃতাদি হোম করিবামাত্র নির্ব্বাণ হইয়া যায়, তদ্রূপ বেদাধ্যয়ন শূন্য ব্রাহ্মণকে হব্য কব্য প্রদান করিলে একেবারে নিবিয়া যায়। যেহেতু কেহই ভস্মে ঘৃতাহুতি দেয় না। এইজন্য বলি—বেদাধ্যয়নশূন্য ব্রাহ্মণকে হব্য কব্য দিবে না।

এস্থলে টীকাকার কুল্লূকভট্ট মীমাংসা করিয়াছেন যে, 'মনু যে পুনশ্চ বেদানভিজ্ঞকে হব্যকব্য দিতে নিষেধ করিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ "মনু সাধারণকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, যে, স্তেন পতিতাদি অপাংক্তেয়গণের স্তেনত্ব (চুরি করা) পাতিত্য (পতিতের দুরদৃষ্ট বিশেষ) প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল যেমন পঙ্‌ক্তিদূষক,সেইরূপ বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরও "বেদ না পড়াই" তাহার পংক্তি দূষক ধর্ম্ম। পংক্তিদূষক ধর্ম্ম যাহাতে থাকে সেই অপাংক্তেয়। অর্থাৎ দানের অপাত্র।

একটি আশঙ্কা—

"বেদ না পড়া" বলিতে বেদের অধ্যয়নাভাব,—অভাব পদার্থ—পংক্তিদূষক ধর্ম্ম—কিরূপে হইল?

উত্তর যথা,—

"ব্রাহ্মণস্য নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ" ইতিশ্রুতিঃ।

অর্থ,—ষড়ঙ্গ (শিক্ষা, কল্পসূত্র, পাণিনি-ব্যাকরণ প্রভৃতি ছয়টি বেদের অঙ্গগ্রন্থ) বেদ

(ঋক্, যজুঃ সাম) ব্রাহ্মণজাতির অবশ্য অধ্যেতব্য ও অর্থতঃ জ্ঞেয়। এই যে বিধি আছে, এই বিধির উল্লঙ্ঘন নিবন্ধন দুরদৃষ্ট জন্মিয়া থাকে। এই দুরদৃষ্ট বিশেষই পংক্তিদূষক ধর্ম্ম। "বেদ না পড়া" "বেদাধ্যয়নাভাব" ইত্যাদি শব্দের অর্থ এই দুরদৃষ্ট বিশেষই বুঝিবে।

বাকোবাক্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এতদুত্তরে যুধিষ্ঠির,—

ব্রাহ্মণং স্বয়মাহূয় যাচমানমকিঞ্চনম্।
পশ্চান্নাস্তীতি যোব্রূয়াৎ সোঽক্ষয়ং নরকং ব্রজেৎ।
বেদেষুধর্ম্মশাস্ত্রেষুমিথ্যাযোবৈদ্বিজাতিষু।
দেবেষুপিতৃধর্ম্মেষুসোঽক্ষয়ংনরকংব্রজেৎ।
বিদ্যমানেধনেলোভাদ্দানভোগবিবর্জ্জিতঃ
(* পশ্চান্নাস্তীতি যোব্রূয়াৎ) সোঽক্ষয়ং
নরকং ব্রজেৎ।

যাচ্ঞাপরায়ণ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কিছু দিবে বলিয়া স্বয়ং ডাকিয়া যে তাহাকে "নাই কিছু, দিতে পারিলাম না" বলিয়া বিদায় করিয়া দেয়, সে অক্ষয় নরকে গমন করে। বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, দ্বিজাতি, দেবতা, পিতৃকার্য্য শ্রাদ্ধাদি এই সকলে যাহার মিথ্যাবুদ্ধি, সে ব্যক্তি অক্ষয় নরকে গমন করে। এবং যাহার ধন আছে, কিন্তু আরও বর্দ্ধিত হইবে এই লোভে দানও করিতেছে না, এবং স্বয়ং ভোগও করিতেছে না, সে অক্ষয় নরকে গমন করে। এই ত্রিবিধ ব্যক্তি অক্ষয় নরকে গমনশীল।

(*) এই বন্ধনী মধ্যস্থিত-পাঠ টুকু অসংলগ্ন।

যক্ষ প্রশ্ন করিতেছেন,—

রাজন্‌কুলেনবৃত্তেনস্বাধ্যায়েনশ্রুতেন বা।
ব্রাহ্মণ্যংকেনভবতিপ্রব্রূহি তৎসুনিশ্চিতং।

হে রাজন্! বল দেখি ঠিক্ করিয়া—ব্রাহ্মণ কিসে হয়? কেবল ব্রাহ্মণ কুলে জন্মিলেই ব্রাহ্মণ হয়? না বেদাধ্যয়ন, বেদাধ্যয়নজ জ্ঞান, এবং বেদাদি-শাস্ত্রালোচনা-জনিত সদাচার এ সকলও ব্রাহ্মণের কারণ? (এ প্রশ্নের একটু তাৎপর্য্য আছে, ব্রাহ্মণ দ্বিবিধ, জাতিব্রাহ্মণ এবং গুণব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ কুলে জন্মিলেই জাতিব্রাহ্মণ হওয়া যায়। কিন্তু জাতিব্রাহ্মণ বিষহীন সর্পতুল্য। গুণ-ব্রাহ্মণই জগতের কল্যাণদাতা। এখানে যক্ষের জিজ্ঞাসা গুণব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে। এ বিষয়ে বিশেষ মীমাংসা পরে প্রকাশ করা যাইবে।)

এতদুত্তরে যুধিষ্ঠির,—

শৃণুযক্ষকুলংতাত ন স্বাধ্যায়োনচশ্রুতং।
কারণংহিদ্বিজত্বেচবৃত্তমেব ন সংশয়ঃ(ক)।
বৃত্তংযত্নেনসংরক্ষ্যংব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ।
অক্ষীণবৃত্তোনক্ষীণোবৃত্ততস্তুহতোহতঃ।(খ)
চতুর্ব্বেদোঽপিদুর্বৃত্তোনশূদ্রোদতিরিচ্যতে।
যোঽগ্নিহোত্রপরোদান্তঃ স ব্রাহ্মণ ইতি-
স্মৃতঃ। (গ)

(এই কয়েকটি শ্লোকের অক্ষরার্থ করিতে গেলে, নানা বিচার নানা সন্দেহ উপস্থিত হইবে, সুতরাং সেসকলের মীমাংসা করিতে গিয়া এই স্থলেই একটা বৃহৎ প্রবন্ধ হইয়া উঠিবে। অতএব কেবল ভাবার্থ বলিতেছি। ব্রাহ্মণ বিষয়ে পৃথক্ প্রবন্ধ লিখিত হইবে তখন এই সকল শ্লোকের রীতিমত অক্ষরার্থও বলিব।)

হে যক্ষ! শ্রবণ কর, বাপু। গুণব্রাহ্মণ

বা গুণক্ষত্রিয় বা গুণ-বৈশ্য কেবল সেই২ কুলে জন্মিলে হয় না, বা কেবল বেদপাঠ জন্য হয় না, বা কেবল বৈদিক জ্ঞানলাভেও হয় না, বা কেবল সদাচার-পরায়ণ হইলেও হয় না কিন্তু তত্তৎকুলে জন্ম, বেদপাঠ, বৈদিকজ্ঞান, ও সদাচার এই চারিটির একত্র সমবায় হওয়া আবশ্যক (ক)।

ব্রাহ্মণজাতির কুলও মান্যতম, বেদপাঠও পূর্ণ, বৈদিকজ্ঞানও পূর্ণ। জ্ঞানাদিদ্বারা সর্ব্ব-পাপ ভস্ম হয় এই সাহস আছে। সমুদায় বেদ-শাখা একবার আবৃত্তি করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এরূপ কল্পশ্রুতি থাকাতে কর্ম্ম করিতে ব্রাহ্মণ জাতির আলস্য আসিয়া পড়ে। পক্ষে, গুণব্রাহ্মণ হইতে হইলে, কর্ম্ম করা অত্যাবশ্যক, সেইজন্য ব্রাহ্মণের পক্ষে বিশেষ সাবধান করিতেছেন যথা,—

বিশেষতঃ ব্রাহ্মণজাতি ত কর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। কর্ম্মী ব্রাহ্মণ, কিছুতেই দুর্ব্বল হন না। অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক জ্ঞানের যদিও কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলতা থাকে, তবে তিনি কর্ম্মদ্বারা সেই দৌর্ব্বল্য টুকু পরিপূর্ণ করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু যদি ব্রাহ্মণ কর্ম্মদুর্ব্বল হন তবে তিনি কি বেদাধ্যয়ন কি বৈদিকজ্ঞান সকল বিষয়েই দুর্ব্বল—অসমর্থ হইয়া গুণব্রাহ্মণত্বে বঞ্চিত হইবেন (খ)।

একণে স্পষ্ট করিয়া উপসংহার করিতেছেন,—কর্ম্মদুর্ব্বল ব্রাহ্মণ, চতুর্ব্বেদ পারংগত হইলেও তিনি শূদ্রের ন্যায় ব্রাহ্মণ্য (গুণ-ব্রাহ্মণে অবস্থিত তেজোবিশেষ-যাহার প্রভাবে আশীর্ব্বাদ ও অভিশাপাদি সফল হয়) হীন জানিবে। অতএব যিনি কর্ম্মপরায়ণ হইয়া বেদপাঠ ও বৈদিকজ্ঞানলাভে কামক্রোধাদিকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ (গুণব্রাহ্মণ) (গ)।

যক্ষ প্রশ্ন করিতেছেন,—

প্রিয়বচনবাদী কিং লভতে
বিমৃশিতকার্য্যকরঃ কিং লভতে।
বহুমিত্রকরঃ কিং লভতে
ধর্ম্মে রতঃ কিং লভতে কথয়।

মিষ্টভাষী কি লাভ করে? বিচারপূর্ব্বক কর্ম্মকারী কি লাভ করে? বহুমিত্র ব্যক্তি কি লাভ করে? ধর্ম্ম-নিষ্ঠাত ব্যক্তি কি লাভ করে।

এতদুত্তরে যুধিষ্ঠির,—

প্রিয়বচনবাদী প্রিয়োভবতি
বিমৃশিতকার্য্যকরোঽধিকং জয়তি।
বহুমিত্রকরঃ সুখং বসতে
যশ্চ ধর্ম্মরতঃ স গতিং লভতে।

মিষ্টভাষী সকলের প্রিয় হয়। বিচার-পূর্ব্বক কার্য্যকারী সকলকাম হয়। বহুমিত্র ব্যক্তি সুখে বাস করে। ধর্ম্মে রত পুরুষ সদ্গতি প্রাপ্ত হয়।

যক্ষ প্রশ্ন করিতেছেন,—

কো মোদতে কিমাশ্চর্য্যং
কঃ পন্থাঃ কা চ বার্ত্তিকা।
মম মে চতুরঃ প্রশ্নান্
মৃতা জীবন্তু বান্ধবাঃ॥

কে সুখে আছে? এই জগতে আশ্চর্য্য কি? ধার্ম্মিকগণের ধর্ম্মলাভ করিবার পথ কি? সার্ব্বজনীন বৃত্তান্তই বা কি?

এতদুত্তরে যুধিষ্ঠির,—

পঞ্চমেঽহনি ষষ্ঠে বা
শাকং পচতি স্বে গৃহে।
অনৃণীচাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে।

দিবসের পঞ্চমে হউক ষষ্ঠ ভাগেই হউক নিজ গৃহে বসিয়া যে, কেবল শাকান্ন আহার

করিয়া জীবন যাপন করে অথচ ঋণীও নহে প্রবাসীও নহে, হে বারিচর! (বক) সেই ব্যক্তিই ইহ জগতে সুখে আছে।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং॥

প্রতিদিনই প্রাণিসকল যমালয়ে যাইতেছে, অহো! ইহা দেখিয়াও জীবিতগণ আপনাকে চিরজীবী ভাবিতেছেন, এতদপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে?

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ
নৈকোঋষির্যস্য মতং প্রমাণং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

ধর্ম্ম বিষয়ে যুক্তি খাটে না—একমাত্র বেদই ধর্ম্মে প্রমাণ, কিন্তু সে বেদও দেখিতেছি পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থাৎ কোনখানে কর্ম্ম করিতে বলিতেছেন,—আবার কোন খানে কর্ম্ম ত্যাগ না করিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে না বলিতেছেন। যদি বল, ব্যবস্থাপক ঋষির মতে চলিব? তাহাতেও বাধা দেখিতেছি, যেহেতু ব্যবস্থাপক ঋষিও একজন নহেন্ যে, তাঁহার ব্যবস্থাটিই ঠিক্ করিয়া লইব। অর্থাৎ ধর্ম্ম ব্যবস্থাপক ঋষিগণ আপন আপন সংহিতাতে যেসকল মীমাংসা করিয়াছেন সেসমস্তও সহজতঃ দেখিতে গেলে, পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে (*)। ফলতঃ দেখিতেছি, ধর্ম্মের মর্ম্ম বেদাদি অধ্যয়ন দ্বারাও জানিবার উপায় নাই। যেহেতু বেদ, আমাদের সম্বন্ধে পর্ব্বতের গুহা তুল্য—একেবারে, অন্ধকার—অর্থাৎ যতই দৃষ্টি করি না কেন, কেবল সন্দেহই আসিয়া পড়ে কিছুই মর্ম্ম বুঝিতে পারি না। এই বেদরূপ গুহামধ্যে ধর্ম্মের মর্ম্ম নিহিত রহিয়াছে। তবে জানিবার উপায়? উপায় একমাত্র মহাজন। যিনি বেদকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এরূপ শিষ্টকে মহাজন কহে। মহাজন, বেদকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন সুতরাং গুহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মপথ দেখিয়াছেন। অতএব তাঁহারা যেপথে গিয়াছেন, আমাদিগকে সেই পথ অবলম্বন করিয়া গমন করিতে হইবে। অর্থাৎ ধর্ম্ম বিষয়ের মীমাংসাতে সন্দেহ উপস্থিত হইলে, শিষ্টগণের আচার দেখিয়া প্রবৃত্ত হইবে। * শিষ্টগণের আচার দেখিতে হইলে, মহাভারত রামায়ণাদি প্রামাণিক গ্রন্থ সকল দেখিতে হইবে। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে, "ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদার্থ মুপবৃংহয়ন্। বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি," অর্থাৎ বেদকে ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বুঝিতে হইবে অন্যথা বেদ তোমাকে ভয় করিবেন।

অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে,
সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিনেন্ধনেন।
মাসর্ত্তুদর্ব্বী পরিঘট্টনেন
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা।

মহাপুরুষ কাল, এইমহামোহরূপী কটাহ মধ্যে প্রাণিসকলকে নিঃক্ষিপ্ত করিয়া সূর্য্যরূপী অগ্নি দিয়া রাত্রিদিনরূপ কাষ্ঠের জ্বাল দিতেছেন এবং মাস ঋতু স্বরূপ হাতা দিয়া পরি-

(*) এই কারণেই নব্যস্মৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। ঋষিগণের পরস্পর বিরোধ ভঞ্জন করাই নব্য স্মৃতির প্রধান কার্য্য।

* তৈত্তিরীয়শ্রুতিতে ঠিক্ এই কথাই উক্ত হইয়াছে, যথা,——

"অথ যদি তে কর্ম্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ যুক্তা আয়ুক্তাঃ অলুক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্ তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ।"

ঘাটন (ঘোঁটা) করিতেছেন। হে বারিচর! জগতের সার্ব্বজনীন বৃত্তান্তটি এই।

॥ইতি মহাভারতীয় বাকোবাক্য সমাপ্ত॥

পুরঞ্জনোপাখ্যান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"কা নাম বীর বিখ্যাতং বদান্যং প্রিয়দর্শনং।
ন বৃণীত পতিং প্রাপ্তং মাদৃশীত্বাদৃশং স্বয়ং॥৩২॥"

(এই শ্লোকের অনুবাদ ৩১শ্লোকের অনুবাদ মধ্যে ভ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছে।)

কস্যামনঃ স্বাত্তর ভোগিভোগয়োঃ
স্ত্রিয়া ন সজ্জেদ্ভুজয়ো র্মহাভুজ।
যোঽনাথবর্গাধিমলং স্বযোদ্ধত
স্মিতাবলোকেন চরত্যগোহিতুম্॥ ৩৩॥

হে মহাবাহো! এমন কোন্ স্ত্রী আছে যে, আপনার এরূপ পরম সুন্দর ভুজগাকার বাহুযুগলে চিত্ত আকৃষ্ট না হয়? আহা! আপনি কি সাধারণ পুরুষ! আমি ত বিবেচনা করি,—আপনি, দয়াপূর্ণ সহাস্য অবলোকনদ্বারা দীনজনগণের মানসিক দুঃখ দূর করিবার অভিপ্রায়েই সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন॥ ৩৩॥

ইতি তৌ দম্পতী তত্র সমুদ্য সময়ং মিথঃ।
তাং প্রবিশ্য পুরীং রাজন্মুমুদাতেশতংসমাঃ॥৩৪

হে রাজন্! এইরূপে উক্ত স্ত্রী-পুরুষ-মিথুন, পরস্পর প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই নবদ্বার বিশিষ্ট পুরীতে প্রবেশ করিলেন। এবং শত বৎসর যাবৎ উভয়ে উক্তপুরীতে আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিলেন॥ ৩৪॥

উপগীয়মানো ললিতং তত্র তত্র চ গায়কৈঃ।
ক্রীড়ন্পরিবৃতঃ স্ত্রীভির্দুদিনীমবিশচ্ছুচৌ॥৩৫॥

সপ্তোপরি কৃতদ্বারঃ পুরস্তস্যাস্ত দ্বে অধঃ।
পৃথগ্বিষয়-গত্যর্থং তস্যাযঃ কশ্চনেশ্বরঃ॥৩৬॥
পঞ্চদ্বারস্তু পৌরস্ত্যা দক্ষিণৈকা তথোত্তরা॥
পশ্চিমে দ্বে অমূষাং তে নামানি নৃপ বর্ণয়ে॥৩৭॥

সেখানে স্থানে স্থানে গায়কগণ মনোহর স্বরে পুরঞ্জনের যশোগান করিতেছিল। পুরঞ্জন, স্ত্রীগণে পরিবৃত ক্রীড়াপরায়ণ হইয়া নিদাঘকালে হৃদিনী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন॥

সেই পুরীর যিনি অধ্যক্ষ (পুরঞ্জন) তাঁহার পৃথক্ পৃথক রূপে বিষয় সকলের অবগতির জন্য সেই পুরীর উপরিভাগে সাতটী এবং অধোভাগে দুইটী দ্বার নির্ম্মিত রহিয়াছে। সর্ব্বসমেত নয়টি দ্বার আছে, তন্মধ্যে পাঁচটি পূর্ব্বদিকে, একটি দক্ষিণদিকে, একটি উত্তরদিকে এবং পশ্চিমদিকে দুইটি। হে রাজন্! এই নয়টি দ্বারের এক্ষণে নামগুলি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন॥ ৩৫। ৩৬।৩৭॥

খদ্যোতাবিমুখী চ প্রাগ্দ্বারাবেকত্র নির্ম্মিতে।
বিভ্রাজিতংজনপদংযাতিতাভ্যাংদ্যুমৎসখঃ॥৩৮
নলিনী নালিনী চ প্রাগ্দ্বারাবেকত্র নির্ম্মিতে।
অবধূতসখস্তাভ্যাং বিষয়ং যাতি সৌরভম্॥৩৯॥
মুখ্যা নাম পুরস্তাদ্দ্বাস্তয়াপণবহূদনৌ।
বিষয়ৌ যাতি পুরাট্ রসজ্ঞবিপণান্বিতঃ॥৪০॥

পূর্ব্বদিকের দ্বার দুইটি একত্র সংলগ্ন। তাহাদের বামটির নাম খদ্যোতা, দক্ষিণটির নাম আবির্ম্মুখী। দ্যুমৎসখ রাজা পুরঞ্জন, এই দ্বারদ্বয় দ্বারা বিভ্রাজিত জনপদে গমন করিয়া থাকেন। একত্র সংলগ্ন পূর্ব্বদ্বার আর দুইটি আছে। বামটীর নাম নলিনী, দক্ষিণটির নাম নালিনী। অবধূতসখ রাজা পুরঞ্জন, এই দ্বারদ্বয়দ্বারা সৌরভ বিষয়ে গমন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বদিকের আর একটি দ্বার আছে, সেটী পুরীর সম্মুখবর্ত্তী, তাহার নাম মুখ্যা। পুররাজ পুরঞ্জন, রসজ্ঞ ও বিপণযুক্ত

[illegible] দ্বারদিয়া [illegible] বহূদন নামক [illegible] বিষয়কে গ্রহণ করিয়া থাকেন॥ ৩৮॥ ৩৯॥

[illegible] দ্বার্য্যা [illegible] পুরঞ্জনঃ।
[illegible] দক্ষিণপঞ্চালং যাতি শ্রুতধরান্বিতঃ॥ ৪১॥

হে রাজন্! পুরীর দক্ষিণে যে একটি দ্বার আছে কহিয়াছি, তাহার নাম পিতৃহূ। রাজা পুরঞ্জন এই দ্বার দিয়া, শ্রুতধরের সহিত [illegible] গমন করিয়া থাকেন॥ ৪১॥

[illegible] য পৈত্র্যা দ্বারুত্তরেণ পুরঞ্জনঃ।
[illegible] উত্তরপঞ্চালং যাতি শ্রুতধরান্বিতঃ॥ ৪২॥

পুরীর উত্তরদিকের দ্বারের নাম দেবহূ। রাজা পুরঞ্জন এই দ্বার দিয়া শ্রুতধরের সহিত উত্তর পঞ্চাল [illegible] গমন করিয়া থাকেন॥ ২৪॥

[illegible] যাতি পুরঞ্জনঃ।
গ্রামকং নাম বিষয়ং দুর্ম্মদেন সমন্বিতঃ॥ ৪৩॥
[illegible] তেনান পশ্চাদ্দ্বারেণ যাতি পুরঞ্জনঃ।
[illegible] নাম বিষয়ং লুব্ধকেন সমন্বিতঃ॥ ৪৪॥

পশ্চিমদিকে যে দুইটি দ্বার আছে কহিয়াছি, তাহাদের একটির নাম আসুরী, অপরটির নাম নির্ঋতি। রাজা পুরঞ্জন, দুর্ম্মদের সহিত আসুরী দ্বার দিয়া গ্রামক বিষয় গ্রহণ করেন এবং লুব্ধকের সহিত নির্ঋতি দ্বারদিয়া [illegible] নামক বিষয়কে প্রাপ্ত হইয়া [illegible]॥ ৪৩॥ ৪৪॥

অন্ধাবমীষাং পৌরাণাংনির্ব্বাক্পেশস্কৃতাবুভৌ
অক্ষণ্বতামধিপতিস্তাভ্যাংযাতি করোতি চ॥ ৪৫

(এই নয়টি দ্বার সকলের নাম ও কার্য্য সকল কথিত হইল) ইহাদের অবস্থান-স্থান শরীরে আরও দুইটি দ্বার আছে। শাস্ত্রে সে দুটিকে অন্ধদ্বার কহিয়াছেন। একটীর নাম নির্ব্বাক্, অপরটীর নাম পেশস্কৃৎ। দ্বারবান্গণের অধিপতি রাজা পুরঞ্জন, ঐ অন্ধদ্বারদ্বয়ের একটি দিয়া গমনাগমন করেন, অপরটি দিয়া আদান প্রদানাদি কার্য্য করিয়া থাকেন॥ ৪৫॥

স যর্হ্যন্তঃপুরগতো বিষূচীনসমন্বিতঃ।
মোহং প্রসাদং হর্ষং বা
যাতি জায়াত্মজোদ্ভবং॥ ৪৬॥

রাজা পুরঞ্জন, এতাদৃশ পুরীর মধ্য প্রকোষ্ঠে যখন বিচরণ করেন, তখন তিনি সর্ব্বদ্বারের অধিষ্ঠাতা বিষূচীন নামক দ্বারবানের সহিত একাত্মা হইয়া পুত্র কলত্র নিমিত্তজাত মোহ, প্রসাদ ও হর্ষ প্রাপ্ত হইতেছেন॥ ৪৬॥

এবং কর্ম্মসু সংসক্তঃ কামাত্মা বঞ্চিতোঽবুধঃ।
মহিষী যদ্যদীহেত তত্তদেবান্ববর্ত্তত॥ ৪৭॥

রাজা পুরঞ্জন, এইরূপ কর্ম্ম সকলে আসক্ত হইয়া মূর্খের ন্যায় প্রতারিত হইতেছেন। অর্থাৎ, মহিষী যাহা যাহা করিতেছেন তিনিও সেই সেই কার্য্যে তাঁহারই অনুবর্ত্তী হইতেছেন॥ ৪৭॥

ক্বচিৎপিবন্ত্যাং পিবতি মদিরাং মদবিহ্বলঃ।
অশ্নন্ত্যাংক্বচিদশ্নাতি যক্ষত্যাংসহ যক্ষিতি॥ ৪৮॥
ক্বচিদ্গায়তিগায়ন্ত্যাংরুদত্যাংরোদিতিক্বচিৎ।
ক্বচিদ্ধসন্ত্যাং হসতি জল্পন্ত্যামনুজল্পতি॥ ৪৯॥
ক্বচিদ্ধাবতি ধাবন্ত্যাং তিষ্ঠন্ত্যামনুতিষ্ঠতি।
অনুশেতে শয়ানায়ামন্বাস্তে ক্বচিদাসতীং॥ ৫০॥
ক্বচিৎ শৃণোতি শৃণ্বন্ত্যাং পশ্যন্ত্যামনুপশ্যতি।
ক্বচিজ্জিঘ্রতি জিঘ্রন্ত্যাং স্পৃশন্ত্যাং স্পৃশতি
ক্বচিৎ॥ ৫১॥
ক্বচিচ্চ শোচতীং জায়ামনুশোচতি দীনবৎ।
অনুহৃষ্যতি হৃষ্যন্ত্যাং মুদিতামনুমোদতে॥ ৫২॥

(মহিষীর কার্য্যে রাজা পুরঞ্জন কিরূপ অনুবর্ত্তী হন এক্ষণে তাহাই বিশদ করিয়া বলিতেছেন যথা)——

জায়াকে মদিরা পান করিতে দেখিয়া আপনিও মদবিহ্বল হইয়া মদিরাপান করিতেছেন। জায়া ভোজনে প্রবৃত্তা সুতরাং

তিনিও ভোজন করিতেছেন। জায়া যাগ করিতেছেন সুতরাং তিনিও যাগ করিতেব্যগ্র হইতেছেন। জায়া গান করিতেছেন দেখিয়া তিনিও গান করিতেছেন। যখন জায়া রোদনে প্রবৃত্তা, তখন দেখি, তিনিও রোদন করিতেছেন। যখন জায়া হাস্যার্ণবে মগ্না তখন দেখি, তিনিও হাস্য করিতেছেন, যখন জায়া জল্পনা করিতেছেন। তখন দেখি, তিনিও বৃথা জল্পনা করিতেছেন। যখন জায়া দৌড়িতেছেন, কি আশ্চর্য্য! তিনিও তখন তাঁহার সঙ্গে একমনে দৌড়িতেছেন। আবার জায়া যেই দাঁড়াইতেছেন তিনিও তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইতেছেন। যখন জায়া শয়ন করিতেছেন, হাঃ তিনিও তখন সঙ্গে সঙ্গেই শয্যা লইতেছেন। যখন জায়া বসিতেছেন, আহা! জায়া-প্রাণ সেই পুরঞ্জনও দেখি, সঙ্গে২ বসিয়া পড়িলেন। যখন জায়া শ্রবণ করিতেছেন, তখন তিনিও শ্রবণ করিতেছেন। যখন জায়া দর্শন করিতেছেন তখন দেখি, তিনিও সেই দর্শন কার্য্যই করিতেছেন। কখনও দেখিতেছি, জায়া সুরভি আঘ্রাণ লইতেছেন, সঙ্গে ২ তিনিও সুরভি আঘ্রাণ লইতেছেন। কখনও দেখিতেছি জায়া স্পর্শ করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনিও স্পর্শ করিতেছেন। কখনও বা দেখিতেছি, জায়া দীনার ন্যায় শোক করিতেছেন। তিনিও দীনের ন্যায় শোক করিতেছেন, কখনও বা দেখিতেছি, জায়া যেই কিঞ্চিৎ আনন্দ করিতে প্রবৃত্তা, তৎক্ষণাৎ তিনিও সেই পরিমাণেই আনন্দ করিতেছেন। কখনও বা দেখিতেছি জায়া হর্ষসাগরে যেই অবগাহনে প্রবৃত্তা, তৎক্ষণাৎ তিনিও সেই সঙ্গে সঙ্গেই হর্ষসাগরে ঝম্প প্রদানে প্রবৃত্ত ৫২॥

বিপ্রলব্ধোমহিষ্যৈবং সর্ব্বপ্রকৃতিবঞ্চিতঃ।
নেচ্ছন্নহুকরোত্যজ্ঞঃ ক্লৈব্যাৎ ক্রীড়ামৃগোযথা॥

রাজা পুরঞ্জন, আপন মহিষী কর্ত্তৃক এইরূপে প্রতারিত হইয়া নিজ সর্ব্ববিধ স্বভাবে বঞ্চিত হইয়া পড়িলেন। সুতরাং পারতন্ত্র্য নিবন্ধন ইচ্ছা না থাকিলেও ক্রীড়ামৃগের ন্যায় মহিষীর আজ্ঞাবহ হইয়া কার্য্যে রত হইতেছেন॥ ৫৩॥

স একদা মহেষ্বাসোরথংপঞ্চাশ্বমাশুগম্।
দ্বীশংদ্বিচক্রমেকাক্ষংত্রিবেণুং পঞ্চবন্ধুরম্ ৫৪॥
একরশ্ম্যেকদমনমেকনীড়ং দ্বিকূবরং।
পঞ্চপ্রহরণং সপ্ত বরূথং পঞ্চবিক্রমং॥ ৫৫॥
হৈমোপস্করমারুহ্য স্বর্ণবর্ম্মাক্ষয়েষুধিঃ।
একাদশচমূনাথঃ পঞ্চপ্রস্থমগাদ্বনং॥ ৫৬॥
চচার মৃগয়াংতত্র দৃপ্ত আত্তেষুকার্ম্মুকঃ।
বিহায় জায়ামতদর্হাং মৃগব্যসনলালসঃ॥ ৫৭॥
আসুরীং বৃত্তিমাশ্রিত্য ঘোরাত্মা নিরনুগ্রহঃ।
ন্যহনন্নিশিতৈ র্ব্বাণৈর্ব্বনেষুবনগোচরান্॥ ৫৮॥
তীর্থেষুপ্রতিদৃষ্টেষু রাজামেধ্যান্পশূন্বনে।
যাবদর্থমলং লুব্ধোহন্যাদিতি নিয়ম্যতে॥ ৫৯॥
য এবং কর্ম্ম নিয়তং বিদ্বান্কুর্ব্বীত মানবঃ।
কর্ম্মণাতেনরাজেন্দ্রজ্ঞানেন স ন লিপ্যতে॥ ৬০
অন্যথা কর্ম্ম কুর্ব্বাণোমানারূঢোনিবধ্যতে।
গুণপ্রবাহপতিতো নষ্টপ্রজ্ঞোব্রজত্যধঃ॥ ৬১॥
তত্র নির্ভিন্নগাত্রাণাংচিত্রবাজৈঃশিলীমুখৈঃ।
বিপ্লবোঽভূদ্দুঃখিতানাং দুঃসহঃ
করুণাত্মনাং॥ ৬২॥
শশান্বরাহান্মহিষান্গবয়ান্ রুরুশল্যকান্।
মেধ্যানন্যাংশ্চবিবিধান্বিনিঘ্নন্শ্রমমধ্যগাৎ
ততঃক্ষুত্তৃট্ পরিশ্রান্তোনিবৃত্তো গৃহমেয়িবান্।
কৃতস্নানোচিতাহারঃ সংবিবেশ গতক্লমঃ॥ ৬৪
আত্মানমর্হয়াঞ্চক্রে ধূপালেপস্রগাদিভিঃ।
সাধ্বলঙ্কৃতসর্ব্বাঙ্গোমহিষ্যামাদধে মনঃ॥
তৃপ্তোহৃষ্টঃসুদৃপ্তশ্চ কন্দর্পাকৃষ্টমানসঃ॥ ৬৫॥

স ব্যচষ্ট বরারোহাং গৃহিণীং গৃহমেধিনীং।
অন্তঃপুরস্ত্রিয়োঽপৃচ্ছদ্‌বিমনাইববেদিষৎ॥৬৬
অপিবঃকুশলংরামাঃসেশ্বরীণাং যথা পুরা।
ন তথৈতর্হি রোচন্তেগৃহেষুগৃহসম্পদঃ॥৬৭॥
যদি ন স্যাদ্ গৃহে মাতা পত্নী বা পতিদেবতা।
ব্যঙ্গেরথইব প্রাজ্ঞঃকোনামাসীদদীনবৎ॥৬৮
ক্ব বর্ত্ততে সা ললনা মজ্জন্তং ব্যসনার্ণবে।
যামামুদ্ধরতিপ্রাজ্ঞীদীপয়ন্তীপদেপদে॥ ৬৯॥
(৫৪—৬৯ পর্য্যন্তের)

রাজাপুরঞ্জন একদা রথারূঢ় হইয়া পঞ্চ প্রস্থ নামক বনে প্রবেশ করেন। তাঁহার শরাসন অতিবৃহৎ। তাঁহার রথ অতি অদ্ভুত, যেহেতু তাহাতে পাঁচটি অশ্বনিযুক্ত ছিল। ইহারা অসম্ভব দ্রুতগমন শীল। দুইটি দণ্ডে নিবদ্ধছিল। চক্র দুটি অক্ষ একটি এবং ধ্বজতিনটি ছিল। সেই ধ্বজদণ্ডত্রয়ের বন্ধনস্থান পাঁচ। প্রগ্রহ একটি,সারথি একজন। রথীর উপবেশন স্থান একটি। যুগন্ধরস্থান দুটী। উক্ত রথে পাঁচটি প্রহরণ আছে। রথরক্ষার্থ চর্ম্মাদি আবরণ সাতটি আছে। রথের গতি পাঁচপ্রকার হইতেছে। রথ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত ছিল। ঈদৃশ অত্যদ্ভুত রথে রাজা পুরঞ্জন, মৃগয়া বেশে আরোহণ করেন। গাত্রে স্বর্ণময় বর্ম্ম এবং পৃষ্ঠদেশে অক্ষয়তূণ ছিল। একাদশচমূর অধিপতি সেনাপতিকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। রাজা পুরঞ্জন এইরূপে সদর্পে ধনুর্ব্বাণ হস্তে বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মৃগয়ার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! মৃগয়াতে অত্যাসক্তি নিবন্ধ তিনি অত্যাজ্য আপন সহধর্ম্মিণীকেও অনায়াসে ত্যাগ করিলেন। অধিকন্তু মৃগয়ার জন্য অনায়াসে আসুরী বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। সুতরাং তখন তিনি অতিভীষণ ও অতিনির্দ্দয়মূর্ত্তি হইয়া নিশিত বাণ সকল দ্বারা বন-গোচর পশুগণকে নিহত করিতে লাগিলেন।

ফলতঃ মৃগয়া রাগপ্রাপ্ত হইলেও শাস্ত্রদ্বারা নিয়মিত হইয়াছে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'রাজা,প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে পবিত্র পশু সকলকে যেপরিমাণ প্রয়োজন তাবন্মাত্র বধ করিবেন'। অতএব যদি এরূপে নিয়মিত হইল তবে যথেচ্ছরূপে মৃগয়ার আবশ্যকতা নাই,সুতরাং যেব্যক্তি এইরূপে কর্ম্মকে নিয়মিত জানিয়া অনুষ্ঠান করে,সে ব্যক্তি ঈদৃশ জ্ঞান লাভহেতু অনুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা কদাচ লিপ্ত হন না। পক্ষে যিনি শাস্ত্র-নিয়মে না চলিয়া আপন ইচ্ছামত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহার চিত্তশুদ্ধি হয় না—আমি অমুক সৎকার্য্য করিলাম এইরূপই অভিমানে অন্ধ হইয়া পড়ে—কাজে কাজেই গুণ-প্রবাহে নিমগ্ন হইয়া একেবারে বিবেচনা শক্তি হইতে বিচ্যুত হয়,—ইহাঁরই নাম অধোগতি—এইরূপ অধোগতি হয়।

হে রাজন্। রাজা পুরঞ্জন, অরণ্যে মৃগয়া আরম্ভ করিলে পর কিরূপ হইল,শ্রবণ কর।

বিচিত্রপক্ষযুক্ত শিলীমুখ দ্বারা অনেক মৃগের গাত্র ক্ষতবিক্ষত হইল। মৃগসকল কাতর হইয়া, কৃপালুজনগণের দর্শন-দুঃসহ বিলাপ ধ্বনিতে গগণ মণ্ডল বিদীর্ণ হইতে লাগিল। শশক, শল্যক, শূকর, মহিষ, গবয়,রুরু,(মৃগবিশেষ) এবং অন্যান্য নানাবিধ মধ্যে পশু সকল বধ করিয়া তিনি অতীব ক্লান্ত হইলেন।

রাজা পুরঞ্জন, বহুক্ষণ ব্যাপি পরিশ্রম সাধ্য এইরূপ মৃগয়া কার্য্যের অনুষ্ঠানে ক্ষুধা ও তৃষ্ণাতে প্রপীড়িত হইয়া নিবৃত্ত হইলেন। গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। স্নান আহারাদি করিয়া শ্রান্তি দূর করিলেন। শয্যায় শয়ান

নিবেদন।

আমার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পত্রের অবয়ব ক্ষুদ্র হইলেও যে সকল মহাত্মারা গুণের গুরুত্ব বুঝিয়া ১।০।১৬ বা ৩।৫ টাকা করিয়া বিদায়ী পাঠাইয়াছেন তাঁহারা ধন্য!! তাঁহাদের গুণগ্রাহকতা এবং দান-শৌণ্ডতা গুণেই এরূপ ধর্ম্মবিপ্লব সময়েও আমরা কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়াও জীবিত রহিয়াছি। ভগবান্ তাঁহাদিগের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল বিধান করুন।

বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে,

উপরি লিখিত ঐ কয়েকটী (৩৪ জন) মহাত্মা ব্যতীত প্রায় ৪।৫ সহস্র গ্রাহক একেবারে নীরব। কেহ এক কপর্দ্দকও দেন নাই অথচ গ্রহণের সময় সকলেই দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। কেহ বিবেচনা করিলেন না যে "সামাধ্যায়ীর কিছু জমীদারী নাই এবং সামাধ্যায়ী ব্যবসায়ীও নহে যে এই এককার্য্যে ক্রমাগত টাকা দিবে।" ফলতঃ আমার হৃদয়ের ভাব এই আমার যে সভা আছে সেই সভার এই এক কার্য্য অঙ্গ হয়; দ্বিতীয় আমার এই কার্য্য ব্যবসায়ের জন্য না হয় সেই জন্য গ্রাহকগণের নিকট বিদায়ী প্রার্থনা করি। কিন্তু কালের মাহাত্ম্য এমনি অনির্ব্বচনীয় যে কিছুতেই কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। যাহাহউক এক্ষণে নিয়ম করিতেছি যেসকল বিদায়ীদাতার নাম প্রকাশিত হইল তাঁহারা এবং যাঁহাদের নিকট আমি অতঃপরও পত্রিকা প্রেরণ করিব (বড়লোক, কালে বিশেষ সাহায্য দিতে পারেন সম্ভাবনা) সেই সকল মহাত্মাগণ ব্যতীত কাহারও নিকট আর পত্রিকা প্রেরণ করিব না। অর্থাৎ যাঁহারা খ্যাতনামা নহেন অথবা আমি যাঁহাদের জানি না সেই সকল মহোদয়গণের কেবল আবেদনে আর পত্র প্রেরিত হইবে না। আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যূন ২৲ টাকা (প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের জন্য) পাঠাইতে হইবে। ইতি—

সন ১২৯৭। মাঘ

কলিকাতা
শিমুলিয়া
৫, নং ঘোষের লেন

সম্পাদক, প্রকাশক ও অধ্যক্ষ,
শ্রীব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ি ভট্টাচার্য্য।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পত্রের বিদায়ী প্রাপ্তি স্বীকার।

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲
ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত বাবু কীর্ত্তিচন্দ্র চৌধুরী	২॥০
শ্রীযুক্ত বাবু কীর্ত্তিচন্দ্র রায়	১৲
,, ,, গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রঙ্গপুর জজ আদালতের উকীল	৫৲
,, ,, তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	২।৵০
,, ,, জজ উকীল দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়	২৲
,, ,, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইঞ্জিনীয়ার	১৲
,, ,, দীননাথ শাণ্ডাল	২৲
শ্রীল শ্রীদিনাজপুরের মহামান্য মহারাজা বাহাদুর	৪৲
শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন (মীরর পত্রিকার এডিটর)	২৲
শ্রীল শ্রীমাননীয় রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়	২৲
,, ,, কৈলাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১৲
,, ,, উমেশচন্দ্র বর্ম্মণ	১৲
,, ,, নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
,, ,, প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
,, ,, প্যারিচরণ দে	৬৲
,, ,, নীরচাঁদ মল্লিক (সেন)	২০৲
,, ,, বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৲
,, ,, ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
,, ,, জমীদার রাধিকা প্রসাদ সেন	৫৲
,, ,, রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব	২৲
,, ,, রাজীব লোচন সেন	১৲
,, ,, রাখাল দাস চট্টোপাধ্যায়	২৲
,, ,, ডাক্তার রাখাল দাস সেন	১৬৲
,, ,, শম্ভুনাথ খাঁ	১৲
,, ,, শশিভূষণ পাকড়াশী	১৲
,, ,, শ্রীধর চন্দ্র বড়ুয়া	১৲
,, ,, হরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়	২৲
,, ,, জমীদার বনবিহারি সেন	৪৲
,, ,, সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়	২৲
,, ,, রাজেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়	২৲
,, ,, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৲
,, ,, হরি চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲

"গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে"

আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারক

ব্রাহ্মণপণ্ডিত।

মাসিক পত্র সমালোচন।

বেদাধ্যাপক শ্রীব্রহ্মব্রত স্বামাধ্যায়ি সরস্বতী
কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

প্রকাশস্থান
২ নং ঘোষের লেন, কলিকাতা।

Calcutta:

PRINTED BY NUNDO MOHUN BANERJEE & CO.,
AT THE FULL MOON PRINTING WORKS.
24, Beadon Street, E. C.

1891.

৬ষ্ঠ—সংখ্যার সূচী।

১ম—ধার্ম্মিকের কণ্ঠহার।

২য়—পুরঞ্জনোপাখ্যান।

৩য়—অবিমুক্তবারাণসী বা ৺ কাশীধাম।

৪র্থ—মানবীয় নিষেধবিধি।

৫ম—ব্রাহ্মণধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রহ্মবর্চ্চস্ বা ব্রহ্মণ্যদেব।

৬ষ্ঠ—যজুর্ব্বেদীয় রুদ্রাধ্যায়।

ওঁ

আর্য্যধর্ম্মপ্রচারক

ব্রাহ্মণপণ্ডিত।

"দনুজেহর! ভজাম্যনন্তং ব্রজন্তং দৃগন্তং হুদন্তং।
হসন্তং বসন্তং ভজন্তং ভবন্তং সদা।" (গোবিন্দঃ বিজঃ)

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

১ম ভাগ] ১৮১১ শকাব্দ-বৈশাখী সংক্রান্তি। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

ধার্ম্মিকের কণ্ঠহার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১ম। যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং
তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনোদণ্ডমর্হতি।
(ভাঃ ৭ম)

ভাবার্থ। ধনিগণের নিজস্ব সকল ধনে ভোগ করিবার স্বত্ব নাই। যতটুকুতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয় সেই মাত্র ধনে ধনির অধিকার। যে ধনী, তদতিরিক্ত ধনে নিজের স্বত্ব আছে বিবেচনা করে অর্থাৎ অতিরিক্ত ধন দান না করিয়া তাহার দ্বারা নিজের ভোগ ভাণ্ডারই বৃদ্ধি করে, সে ব্যক্তি চোর। চোরের যেরূপ দণ্ড, শাস্ত্রমতে তাহারও সেইরূপ দণ্ড হওয়া উচিত।

২য়। ন হ্যগ্নিমুখতোঽয়ং বৈ ভগবান্ সর্ব্বযজ্ঞভুক্। ইজ্যেত হবিষা রাজন্ যথা বিপ্রমুখে হুতৈঃ॥ (ভাঃ ৭ম)

ভাবার্থ। (নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন) হে রাজন্! সর্ব্বযজ্ঞভুক্ ভগবান্ হরি, ইনি যেমন ব্রাহ্মণমুখে ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হন সেরূপ যজ্ঞে অগ্নিমুখে প্রক্ষিপ্ত হবির দ্বারা পরিতৃপ্ত হন না। অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি কার্য্য অপেক্ষা তপঃসাধ্য নিয়ত ব্রাহ্মণ ভোজন কার্য্য শ্রেষ্ঠ।

৩য়। দেশে কালে চ সংপ্রাপ্তে মুন্যন্নং হরিদৈবতং। শ্রদ্ধয়া বিধিবৎ পাত্রে ন্যস্তং কামধুগক্ষয়ং॥ (ভাঃ ৭ম)

ভাবার্থ। দেশ বিশেষে কালবিশেষে, হরিনিবেদিত, মুনিগণ-স্পৃহণীয় অন্ন, শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যথাবিধি সৎপাত্রে প্রদত্ত হইলে অক্ষয় ফল লাভ হয়।

দেশ।

৪র্থ। অথদেশান্ প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মাদি শ্রেয় আবহান্।—

স বৈ পুণ্যতমোদেশঃ সৎপাত্রং যত্র লভ্যতে।
বিম্বং ভগবতো যত্র সর্ব্বমেতচ্চরাচরং।
যত্র হ ব্রাহ্মণকুলং তপোবিদ্যাদয়ান্বিতং।
যত্র যত্র হরে রর্চ্চা স দেশঃ শ্রেয়সাংপদং।
(ভাঃ ৭ম)

ভাবার্থ। (দানকার্য্যে কোন্ কোন্ দেশ প্রশস্ত, এক্ষণে তাহাই নিরূপিত হইতেছে। কুরুক্ষেত্র গয়া কাশী প্রভৃতি দেশবিশেষেরও উল্লেখ আছে কিন্তু সেসকল গৌণদেশ, এই জন্য পরে বলিবেন, প্রথমে মুখ্যদেশ কি, বলিতেছেন) সেই দেশই পুণ্যদেশ, যেখানে (দানকরিবার) সৎপাত্র পাওয়া যায়। যাঁহাতে বা যাঁহার অধিষ্ঠানে এই চরাচর সমস্ত বিশ্ব অবস্থিত সেই ভগবানের বিম্ব অর্থাৎ প্রতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ জাতি (যে জাতি তপস্যা, বিদ্যা অর্থাৎ বেদার্থজ্ঞান ও দয়াধর্ম্মে পরিপূর্ণ) যেদেশে অবস্থিত, সেই দেশই পুণ্যতমদেশ এবং যে যে স্থানে শ্রীহরির বিগ্রহ থাকে সেই সেই দেশই মঙ্গলের আস্পদ।

পাত্রই বা কাহাকে কহে এবং সৎপাত্রই বা কে, তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করা যাউক।

পাত্র।

৫ম। হরিরেবৈক উর্ব্বীশ!
যন্ময়ং বৈ চরাচরম্।
পাত্রং ত্বত্র নিরুক্তং বৈ কবিভিঃপাত্রবিত্তমৈঃ॥

ভাবার্থ। হে ক্ষিতীশ্বর? এই চরাচর বিশ্ব হরিময়। পাত্রবিত্তম পণ্ডিতগণ, দানকার্য্যে একমাত্র পাত্র এই জগন্মূর্ত্তি হরিকেই স্থির করিয়াছেন অর্থাৎ সর্ব্বদানশ্রেষ্ঠ আত্মসমর্পণ এই শ্রীহরিতেই করিবে।

সৎপাত্র।

৬ষ্ঠ। পুরুষেষ্বপি রাজেন্দ্র?
সৎপাত্রং ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা ধত্তে বেদং হরেস্তনুং॥

ভাবার্থ। হে রাজেন্দ্র! পুরুষগণের মধ্যে ব্রাহ্মণকে সৎপাত্র জানিবে। কেননা ব্রাহ্মণ, তপস্যা বিদ্যা ও সন্তোষের সহিত শ্রীহরির বেদরূপীশরীরকে ধারণ করিয়াথাকেন অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যায়ী তিনিই দানের জন্য সৎপাত্র।

প্রতিমা।

প্রতিমা পূজা কতদিন হইল সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নিরূপিত হইতেছে।

৭ম। পুরাণ্যনেন সৃষ্টানি নৃতির্য্যগৃষিদেবতাঃ।
শেতে জীবেন রূপেণ পুরেষু পুরুষোহ্যসৌ॥
তেষ্বেষু ভগবান্ রাজংস্তারতম্যেন বর্ত্ততে।
দৃষ্ট্বা তেষাং মিথো নৃণামবজ্ঞানাত্মতাং নৃপ।
ত্রেতাদিষু হরেরর্চ্চা ক্রিয়ায়ৈ কবিভিঃ কৃতা।
ততোঽর্চ্চায়াংহরিং কেচিৎসংশ্রদ্ধায় বিপর্য্যয়া।
উপাসতে উপাস্তাপি নার্থদা পুরুষদ্বিষাং॥
(ভাঃ ৭ম)

ভাবার্থ। যিনি, মনুষ্য তির্য্যগ জাতি ঋষি ও দেবতাগণের পুরসকল (দেহসকল) সৃষ্ট করিয়া তাহাদের মধ্যে অন্তর্য্যামীরূপে শয়ন করিয়া থাকেন, সেই পরমাত্মা "পুরুষ" নামে খ্যাত হইলেন হে রাজন্! ভগবান্ পুরুষ সেই সেই শরীরে উত্তমাধম মধ্যম ভাবে প্রকাশিত রহিয়াছেন। অর্থাৎ দেবগণ ও ঋষিগণে উত্তমভাবে, মনুষ্য শরীরে মধ্যম-

ভাবে এবং পশ্বাদি তির্য্যগ্ শরীরে নিকৃষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। সত্যযুগে প্রতিমা পূজা ছিল না। তখন এই সমস্ত জীবে সাধারণের ভগবদ্বুদ্ধি ছিল। সুতরাং কেহ কাহাকে অশ্রদ্ধা করিতে পারিত না। পরে ত্রেতা ও দ্বাপরাদি যুগে মানবগণের বিশ্বাস তিরোহিত হইল। সকলজীবে হরিবুদ্ধি নষ্ট হইল। পরস্পর পরস্পরকে অবমাননা করিতে লাগিল, হে মহারাজ! এই অবস্থায় ভগবানের প্রতিমা-পূজার সৃষ্টি হইল। ক্রান্তদর্শী ঋষিগণ, কলুষিতচিত্ত মানবগণের উপাসনার জন্য এইরূপ প্রতিমার সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই অবধি অনেক মাননীয় মহাত্মাগণ প্রতিমা গঠন করিয়া ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছেন কিন্তু ঈদৃশ প্রতিমা-পূজাও সকলেরই যে ফলপ্রদা হয় তাহা জানিবেন না, তবে যাঁহারা মানবাদি কোন জীবেরই দ্বেষ করেন না তাঁহারাই সফলকাম হইয়া থাকেন। জীবদ্বেষিগণের প্রতিমা-পূজাও নিষ্ফলা।

ত্রিবিধ অদ্বৈত।

৮ম। ভাবাদ্বৈতং ক্রিয়াদ্বৈতং দ্রব্যাদ্বৈতং তথাত্মনঃ। বর্ত্তয়ন্ স্বানুভূত্যেহ ত্রীন্ স্বপ্নান্ ধুনুতে মুনিঃ।

ভাবার্থ। স্বপ্ন ত্রিবিধ। পুরুষ পদার্থ এক। যিনি ব্রাহ্মণে তিনিই আবার চণ্ডালাদি জাতিতে, তথাপি বিভিন্ন জাতীয় পুরুষ বলিয়া বোধ হইতেছে, এইযে এক বস্তুর নানা বুদ্ধি, ইহা একপ্রকার স্বপ্ন। সেই সেই নানাজাতির অধিকারভেদে কর্ম্মভেদ-কল্পনা দ্বিতীয় প্রকার স্বপ্ন। আমার কর্ম্ম আমি করিলাম, অতএব ফল পাইব আমি, এই বোধ তৃতীয়প্রকার স্বপ্ন। এই ত্রিবিধ স্বপ্ন। ত্রিবিধ অদ্বৈত বুদ্ধি হইলে নষ্ট হয়। প্রথম স্বপ্নটি দ্রব্যাদ্বৈত হইলে, দ্বিতীয়টি ক্রিয়াদ্বৈত হইলে, তৃতীয়টি ভাবাদ্বৈত হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই ত্রিবিধ অদ্বৈত হয় কাহার? যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্বের সর্ব্বদা অনুভব করিয়া তদ্রূপতাকে লাভ করে অর্থাৎ স্বাত্মারাম না হইলে এই ত্রিবিধ অদ্বৈত হয় না।

(১) ভাবাদ্বৈত॥

কার্য্যকারণবস্ত্বৈক্যমর্শনং পটতন্তুবৎ।
অবস্তুত্বাদ্বিকল্পস্য ভাবাদ্বৈতং তদুচ্যতে॥

ভাবার্থ। ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ বলিয়া একবস্তু আছে এতাদৃশ জ্ঞানকে বিকল্প জ্ঞান কহে কেননা রাহুই যখন মস্তক তখন 'রাহুর মস্তক' এজ্ঞান হওয়া যেমন প্রকৃত নহে কিন্তু বিকল্প অর্থাৎ অভিন্ন বস্তুতে ভেদের আরোপ করিয়া জ্ঞান হয় সুতরাং বিকল্প জ্ঞানটা যে অবস্তু তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিল না। অতঃপর এইরূপ আলোচনা করিতে হইবে। বস্ত্র পদার্থটা কি? সূত্র সমুদয়ই বস্ত্র, তবে বস্ত্রের সূত্র বা সূত্রসমুদায় হইতে বস্ত্র হইয়াছে এরূপ জ্ঞান কি প্রকৃত? না, প্রকৃত নহে। যাহার নাম সূত্রসমুদয় তাহারই নাম যখন বস্ত্র—এক অভিন্ন বস্তু, তখন বস্ত্রের কারণ সূত্র সমুদয়, কার্য্য বস্ত্র হইতে ভিন্ন হইবে আর কোন্ যুক্তিতে? এইরূপে ব্রহ্মরূপি কারণে অনুস্যূত (ওতপ্রোতভাবে বস্ত্রে সূত্রসমুদায়ের ন্যায়) এই জগদ্রূপি কার্য্যও অভিন্ন এক বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্মেতেই জগৎ বলিয়া কল্পিত

হইয়াছে এইরূপ আলোচনাকে ভাবাদ্বৈত কহে। আরও স্পষ্ট করিয়া বলি,—এরূপ আলোচনা করিতে করিতে অন্তরে যে ব্রহ্ম-ভাব উপস্থিত হয়—যে ভাব উদিত হইলে "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্" এরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে সেই আন্তর ভাবকে 'ভাবাদ্বৈত' কহে।

(২) ক্রিয়াদ্বৈত।

যদ্‌ব্রহ্মণি পরে সাক্ষাৎ সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণং।
মনোবাক্‌তনুভিঃ পার্থ ক্রিয়াদ্বৈতং তদুচ্যতে।

বাক্য মন ও শরীরের অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয় সম্পাদিত যৎ যাবৎ কর্ত্তব্য ক্রিয়া আছে সেসমস্ত কর্ম্মের পরব্রহ্মে যে সাক্ষাৎভাবে (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া) সমর্পণ তাহাকে 'ক্রিয়াদ্বৈত' কহে।

(৩) দ্রব্যাদ্বৈত।

আত্মজায়াসুতাদীনামন্যেষাং সর্ব্বদেহিনাং।
যৎস্বার্থকাময়োরৈক্যং দ্রব্যাদ্বৈতং তদুচ্যতে।

আপন আত্মা, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি স্বজনগণ এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত দেহিমাত্রই এক। যেহেতু সকল দেহেই যে "আমি" পদার্থ আছে, সে একই রূপ। শরীরাংশে পার্থক্য থাকিলেও "আমি" এই অংশে কিঞ্চিন্মাত্রও যখন পার্থক্য নাই, তখন সকল আমিই আমি, আমি ভিন্ন তুমি একটা পদার্থ নাই। আরও দেখ, তুমি জ্ঞানটা অন্যের অধীন কিন্তু "আমি" জ্ঞানটা কাহারও অধীন নহে। যে অধীন নহে, স্বাধীন, সেই স্বতন্ত্র। যেই স্বতন্ত্র সেই কর্ত্তা। যেই কর্ত্তা সেই কারণ (সমবায়ী)। যেই কারণ সেই কার্য্য হইতে অভিন্ন, সুতরাং সকলদেহির আমিই "আমি" হই, কেহই 'তুমি' হই না। এই অখিল আমির অভেদ জ্ঞানদ্বারা আপন আপন স্বার্থের ও আপন আপন অভিলাষের যে ঐক্যদৃষ্টি অর্থাৎ তোমার স্বার্থও আমার স্বার্থ এবং তোমার অভিলাষও আমার অভিলাষ এইরূপ যে অভেদ, তাহাকে 'দ্রব্যাদ্বৈত' কহে। (আহা! কি সুন্দরভাব! এরূপ ভাব যে মহাত্মার হয় তিনি যে পরমানন্দসাগরে লীন সুতরাং মুক্তপুরুষ তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই) ॥

৯ম। অধর্ম্মশাখা পাঁচটী।

বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস উপমা ছলঃ।
অধর্ম্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবত্ত্যজেৎ।
(ভাঃ ৭)

বিধর্ম্ম (১) পরধর্ম্ম (২) আভাস (৩) উপমা (৪) ছল (৫) এই পাঁচটি অধর্ম্মের শাখা। অতএব ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি, অধর্ম্মের ন্যায় এই পাঁচটিকেও যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবেন।

(১) বিধর্ম্ম।

"ধর্ম্মবাধোবিধর্ম্মঃ স্যাৎ"

যে কার্য্য ধর্ম্মবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইয়াও অবশেষে তদ্দ্বারা ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হয় তাদৃশ কার্য্যকে "বিধর্ম্ম" কহে।

(২) পরধর্ম্ম।

"পরধর্ম্মোঽন্যচোদিতঃ"

বেদনিন্দকগণ "অন্য" পদবাচ্য। সুতরাং যাহারা বেদ মানে না তাহাদের উক্ত ধর্ম্মকে "পরধর্ম্ম" কহে।

(৩) আভাস।

"যদ্বিচ্ছয়াকৃতঃপুংভিরাভাসোঽন্যাশ্রমাৎপৃথক্"

আপন ইচ্ছানুসারে কল্পিত যে ধর্ম্ম তাহাকে 'আভাস' (অর্থাৎ ধর্ম্মাভাস) কহে। যেহেতু স্বেচ্ছাকল্পিত ধর্ম্ম আশ্রমধর্ম্ম হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে।

(৪) উপধর্ম্ম।

"উপধর্ম্মস্তু পাষণ্ডোদম্ভোবা"—

জটা, ভস্ম, তিলক, মালা, কুতুলী প্রভৃতি বেদবাহ্য ধর্ম্মচিহ্ন সকলের ধারণকে 'পাষণ্ড' কহে। এবং আমি ধার্ম্মিক এই ভাব জ্ঞাপনার্থ যে কোন চিহ্নের ধারণ, তাহাকে 'দম্ভ' কহে। এই পাষণ্ড বা দম্ভ উভয় ধর্ম্মই উপধর্ম্ম। উপধর্ম্ম বা উপমাধর্ম্ম একই পর্য্যায় শব্দ। অর্থাৎ পাষণ্ড বা দম্ভ, ধর্ম্মের ন্যায় বোধ হয় বটে কিন্তু ধর্ম্ম নহে, অধর্ম্মের শাখা মাত্র।

(৫) ছল।

—"শব্দভিচ্ছলঃ"

আপন ইচ্ছানুযায়ী শব্দের অর্থ করিয়া ধর্ম্মাচরণ করাকে "শব্দভিৎ" বা "শব্দভেদক" কহে। শব্দভিৎকে 'ছল' কহে।

১০ম। পাষণ্ড।

গৃহস্থস্তু ক্রিয়াত্যাগোব্রতত্যাগোবটোরপি।
তপস্বিনো গ্রামসেবা ভিক্ষোরিন্দ্রিয়লোলতা।
আশ্রমাপসদা হ্যেতে পরাশ্রমবিড়ম্বনাঃ।
(ভাঃ ৭)

গৃহস্থ হইয়া সন্ন্যাসির ন্যায় ক্রিয়াত্যাগ (১) ব্রহ্মচারী হইয়া গৃহস্থবৎ ব্রহ্মচর্য্যত্যাগ (২) বানপ্রস্থাশ্রমী বনে বাস করিবেন কিন্তু যদি তিনি তদ্বিপরীত আচরণ করেন অর্থাৎ গ্রামে বাস করেন (৩) এবং সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়চাপল্য (৪) এই কয়টি আশ্রমের বিড়ম্বনা হইতেছে। অতএব এরূপ ব্যক্তিগণকে আশ্রমাধম 'পাষণ্ড' বলিয়া জানিবে।

১১শ মানব সাধারণের ধর্ম্ম।

অর্থাৎ যে সকল লক্ষণ থাকিলে, মনুষ্য ধার্ম্মিক হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া থাকে, সাকল্যে সেইসকল লক্ষণ ত্রিংশৎ প্রকার।

যথা,—

সত্যং দয়া তপঃ শৌচং তিতিক্ষেক্ষা শমো-দমঃ। অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ত্যাগঃ স্বাধ্যায় আর্জ্জবম্। সন্তোষঃ সমদৃক্‌সেবা গ্রাম্যেহোপ-রমঃ শনৈঃ। নৃণাং বিপর্য্যয়েহেক্ষা মৌন মাত্মবিমর্শনম্। অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ। তেষ্বাত্মদেবতাবুদ্ধিঃ সুতরাং নৃষু পাণ্ডব। শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ। সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণম্। নৃণাময়ং পরোধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং সমুদাহৃতঃ। ত্রিংশল্লক্ষণবান্ রাজন্ সর্ব্বাত্মা যেন তুষ্যতি ॥ (ভাঃ ৭ম)

ভাবার্থ—

সত্য (১) দয়া (২) তপঃ (৩) ধর্ম্মকার্য্যে কষ্টসহিষ্ণুতাকে তপস্যা বা 'তপঃ' কহে। শৌচ (৪) আভ্যন্তর ও বাহ্যভেদে শৌচ দ্বিবিধ। তিতিক্ষা (৫) অনীপ্সিত বিষয়ের অলাভে, আগ্রহাতিশয্যের পরিত্যাগকে 'তিতিক্ষা' কহে। ঈক্ষা (৬)। ইটি শাস্ত্রানুমোদিত কি না তদ্বিষয়ে বিচারপটুতাকে "ঈক্ষা" কহে। শম (৭)। অসৎপ্রবৃত্তির নিরোধ করাকে 'শম' কহে। দম (৮)

বাক্য, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ এবং শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকের সংযত হওয়াকে 'দম' কহে। অহিংসা (৯)। ব্রহ্মচর্য্য (১০) সৎপাত্রে দান (১১) বেদাধ্যায়ী সদাচারবান্ ব্রাহ্মণকে সৎপাত্র কহে। স্বাধ্যায় (১২)। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের বেদপাঠ এবং শূদ্র বর্ণের স্তোত্রপাঠকে "স্বাধ্যায়" কহে। আর্জ্জব (১৩) সরলতাকে "আর্জ্জব" কহে। সন্তোষ (১৪)। সমদৃক্-সেবা (১৫)। সর্ব্বভূতে সমদর্শি জ্ঞানি মহাত্মাগণের সৎকার করাকে "সমদৃক্-সেবা" কহে। কাম্য কর্ম্মের পরিত্যাগ (১৬) যেমন ২ হৃদয় হইতে কামনা দূর হইবে তেমনি ২ সকামকর্ম্মেরও পরিত্যাগ করিতে হইবে। হৃদয়ে কামনা পরিপূর্ণ আছে অথচ সকাম (কাম্য) কর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করিবে, সে কিছু নহে। নিষ্ফলক্রিয়ার বুদ্ধি পূর্ব্বক দৃষ্টি (১৭)। যেমন পাশক্রীড়া।—বুদ্ধি পূর্ব্বক দেখিল ইহাতে আর প্রবৃত্তি হইবে না। মৌন (১৮)। বৃথা বাক্য ব্যয় না করাকে মৌন কহে। আত্মচিন্তা (১৯)। আমি যদি দেহ হইতাম তবে ত আমি স্থূল বা কৃশ হইতাম ইত্যাদি সহজ ভাবে চিন্তার দ্বারা আত্মা যে দেহাদি জড়পদার্থ হইতে ভিন্ন সুতরাং তাহাতে সুখ দুঃখ শোক মোহ জরা ব্যাধি প্রভৃতি নাই, সে নির্ব্বিকার জ্ঞানঘন সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অতএব আমি বদ্ধ নহি কিন্তু নিত্যমুক্ত। আমি ব্যাপ্য নহি কিন্তু ব্যাপক—আকাশ হইতেও মহান্। আমি কার্য্য নহি কিন্তু বস্ত্রের সূত্রবৎসর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত সুতরাং অভিন্ননিমিত্তোপাদানস্বরূপ। অতএব আমি দেহব্যাপ্য নহি কিন্তু দেহই আমি ব্যাপ্য। ইত্যাদি চিন্তাকে আত্মচিন্তা কহে। যে যেমন প্রাণি যথাযোগ্য সকলকে অন্ন বস্ত্রাদির বিভাগ (২০)। সকলপ্রাণিকেই আপন আত্মার ন্যায় বা দেবতার ন্যায় জ্ঞান (২১)। শ্রবণ (২২) ভগবানের কথা সকল পাঠকের মুখে বা গুরুর নিকট অথবা যে কোন শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণের মুখে সঙ্কল্প পূর্ব্বক শ্রবণ করাকে শ্রবণ কহে। কীর্ত্তন (২৩)। বন্ধু বান্ধবগণের সহিত একত্র হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক ভগবানের গুণ বা নাম সকলের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করাকে 'কীর্ত্তন' কহে। স্মরণ (২৪) নিভৃত স্থানে উপবিষ্ট হইয়া ভগবানকে এবং তাঁহার অচিন্ত্য মহিমা—যে সকল গুরুমুখে বা পাঠকমুখে অথবা শাস্ত্রমধ্যে উপদিষ্ট বা অবগত হইয়াছ সেই-সকলের পুনঃ পুনঃ আলোচনাকরাকে 'স্মরণ' কহে। সেবা (২৫) ভগবানের ও ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের সৎকারকরাকে "সেবা" কহে। ইজ্যা (২৬)। বিধিমত পঞ্চ, দশ, বা ষোড়শোপচারে পূজা করাকে ইজ্যা কহে। (এ অর্থ শ্রীধরস্বামীর মতে) প্রকৃতপক্ষে, যজ ধাতু হইতে ইজ্যা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং ইজ্যা অর্থে যাগ বুঝিতে হইবে। দ্বিজাতির সম্বন্ধে ইজ্যা অগ্নিহোত্রাদি যাগ এবং শূদ্র সম্বন্ধে ইজ্যা শব্দে যথাবিধি পূজা মাত্র বুঝিতে হইবে। অবনতি (২৭)। দণ্ডবৎ নতি। ভগবানে এবং গুরুজনে। অথবা, সর্ব্বত্র ভগবদ্বুদ্ধি করিয়া আপনাকে লঘুজ্ঞান। দাস্য (২৮)। ভগবান্ প্রভু, আমি তাঁহার দাস। সেই ভগবান্ আমার সর্ব্বঘটে বিরাজমান। সুতরাং আমি, মানবের কথাত দূরে থাকুক, বৃক্ষ পর্ব্বতাদিরও সেবক এইরূপ ভাবে, হরিময় জগতের জগন্ময়ী সেবা, যে রসের উদয়ে হয়, সেই রসবিশেষকে 'দাস্য' কহে। সখ্য (২৯)। ভগবান্ আমার সখা, সুতরাং সখাতে আমার ভগবান্। এইরূপ দৃষ্টিতে জগতে বন্ধু বান্ধবের সহিত মায়িকতাসূত্রে আবদ্ধ না হইয়া কেবল ঐশ্বরিক প্রেমসূত্রে যে নিমগ্ন হওয়া তাহাকে 'সখ্য' কহে। আত্মসমর্পণ (৩০)। আমরা যাহাকে 'আমি' বলিয়া জানিতেছি সে 'অহং' কারাস্পদ আমি। প্রকৃত আমি অহংবিনির্ম্মুক্ত। এইরূপে স্পষ্ট জ্ঞাত হইলে, অহঙ্কারাস্পদ আমি আর থাকে না। থাকে কেবল অহং-বিনির্ম্মুক্ত আমি। (সে আমিতে সুখ দুঃখ শোক মোহাদির কিছুমাত্র সংস্রব নাই) ইহারই নাম 'আত্মসমর্পণ"। অথবা অহঙ্কারাস্পদ আমিতে ভগবানের হস্তে যে সমর্পণ তাহাকেই আত্মসমর্পণ বল, একই কথা। হে মহারাজ! মানব সাধারণের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম এই ত্রিংশৎপ্রকার। উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম দ্বারাই মানবগণ, সর্ব্বাত্মা ভগবানের পরিতোষ বিধান করিয়া থাকেন।

বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের কথাত দূরে থাকুক, এই ত্রিংশৎপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে, মনুষ্যত্বই লাভ হয় না। অতএব যিনি মনুষ্যত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে, সর্ব্বাদৌ এই ত্রিংশৎ প্রকার ধর্ম্ম-যাজন অবশ্য করিতে হইবে॥

পুরঞ্জনোপাখ্যান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হইলেন। ধূপ, গন্ধানুলেপন ও মাল্যাদি দ্বারা আপনাকে সুসজ্জিত করিলেন এবং যথাস্থানে যথোপযুক্ত অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক মহিষীর সহিত ক্রীড়ার্থ মনোভিনিবেশ করিলেন। এইরূপে তিনি, শারীরিক বলে দৃপ্ত, মানসিক অবস্থায় হৃষ্ট সুতরাং সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্ত হওয়াতে তাঁহার মন কন্দর্প কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়। কাজে কাজেই তখন তিনি পরমাসুন্দরী নিজগৃহমেধিনী গৃহিণীকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার অন্তঃপুরচারিণী সখীগণকে যমনার ন্যায় হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—ওহে রামসকল! তোমাদের কুশলত? তোমাদের কর্ত্রীর কুশলত? আমার গৃহস্থিত সম্পৎ সকল ইতিপূর্ব্বে যেরূপ ভাল লাগিত এখন আর সেরূপ ভাল লাগিতেছে না। গৃহে মাতা যদি না থাকেন অথবা পতিব্রতা পত্নী যদি না থাকেন, বল দেখি, কোন্ প্রাজ্ঞ গৃহী অত্যন্ত দুঃখিত না হয়? চক্রাদিযুক্তরথে কি কেহ স্থির থাকিতে পারে? আহা! আমার সেই বুদ্ধিমতী ললনা কোথায়? আমি অতীব দুঃখসাগরে মগ্ন হইতেছিলাম তিনি পদেপদে উদ্দীপিত করিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়া থাকেন (৫৪ হইতে ৬৯ পর্য্যন্ত)।

অবিমুক্তবারাণসী
বা
৺ কাশীধাম॥

"বিদ্যাপ্রবোধোদয় জন্মভূমি
র্ব্বারাণসী ব্রহ্মপুরী নিরত্যয়া।"

"পরমবিভূষাং পদং নরাণাং
পুরবিজয়ী করুণাবিধেয়চেতাঃ।
কথয়তি ভগবানিহান্তকালে
ভবভয়কাতরতারকং প্রবোধম্।"

প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটকে কহিয়াছেন, "বারাণসী ব্রহ্মপুরীকে কহে সুতরাং এই পুরীতে বিদ্যা ও প্রবোধ অর্থাৎ অপরা ও পরা বিদ্যার নির্ব্বিঘ্নে উৎপত্তি হইয়া থাকে। পুরবিজয়ী কারুণিক ভগবান্ (মহাদেব) এই বারাণসী পুরীতে অবস্থিত অজ্ঞ মানবগণকে অন্তকালে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ করিয়া উদ্ধার করিয়া থাকেন।"

প্রসিদ্ধ কাশীকে সকলে 'অবিমুক্ত বারাণসী' কহে। সেই কাশীই কি এই শ্লোকোক্ত বারাণসী? কাশীখণ্ড দেখিলে অবশ্য এই প্রসিদ্ধ কাশীই বারাণসী বা অবিমুক্তবারাণসী। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বারাণসী পুরী দ্বিবিধ, আধ্যাত্মিক বারাণসী এবং পাঞ্চভৌতিক বা পার্থিব বারাণসী। আজ কাল যেস্থানবিশেষকে 'কাশী' কহে যেখানে তীর্থ করিতে সকলে গমন করেন সেই দেশ 'পার্থিব বারাণসী'। আর 'জ্যোতির্ম্ময়ী' "স্বর্ণময়ী" বা "ব্রহ্মপুরী" ইত্যাদি বিশেষণদ্বারা পরিচিত যে পুরী উহা আধ্যাত্মিক বারাণসী। এবিষয়ে পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য ভগবান্ শঙ্করস্বামী বেদান্তদর্শনের ১ অং ২য় পাঃ ৩২ সূত্রের ভাষ্যে একপ্রকার স্পষ্টই বলিয়াছেন;—

আমনন্তি চৈনমস্মিন্ (৩২)

আমনন্তি চৈনং পরমেশ্বরং অস্মিন্ মূর্দ্ধ চুবুকান্তরালে জাবালাঃ।

প্রথমে সন্দেহ হয়, যিনি সর্ব্বব্যাপি অসীম পরিমাণবর্জ্জিত তাদৃশ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বেদে ব্রহ্ম 'প্রাদেশপ্রমাণ' অর্থাৎ এক বিঘৎ প্রমাণ এইরূপ উক্তি কিরূপে সঙ্গত হয়? ইতি পূর্ব্বে ২৯।৩০ এবং ৩১ সংখ্যক সূত্র ও ভাষ্যে নানাবিধ উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে ৩২ সংখ্যক সূত্রে জাবালঋষির মতে উত্তর করিলেন। অর্থাৎ বলিলেন যে, জাবাল শাখাধ্যায়িগণও পরমেশ্বরকে শরীরের মূর্দ্ধা ও চুবুক (থুৎনি) এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তীস্থানে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন (মাপিয়া দেখুন ঠিক্ এক বিঘৎ প্রমাণ হইবে)।

অতঃপর ভাষ্যকার শঙ্করস্বামী জাবালশ্রুতিটি প্রদর্শন করিতেছেন, যথা,

'য এষোঽনন্তোঽব্যক্ত আত্মা সোঽবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিত ইতি। সোঽবিমুক্তঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। বরণায়াং নাস্যাঞ্চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি। কা বৈ বরণা কা চ নাসীতি।"

তত্র চেমামেব বরণাং নাসিকাঞ্চেতিনিরুচ্য।

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কৃতানি পাপানি বারয়তি সা 'বরণা' সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কৃতানি পাপানি নাশয়তি চেতি সা 'নাশীতি।'

পুনরপ্যামনন্তি "কতমচ্চাস্য স্থানং ভবতীতি। ভ্রুবোর্ঘ্রাণস্য চ যঃ সন্ধিঃ স এষ দ্যুলোকস্য পরস্য চ সন্ধি র্ভবতীতি।" তস্মাদুপপন্না পরমেশ্বরে প্রাদেশমাত্রশ্রুতিঃ"।

ভাবার্থ। অত্রিঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করেন, মহাত্মন্! যিনি 'এই' পদবাচ্য হইয় অতিনিকটে অবস্থিত, অথচ অব্যক্ত এবং অনন্ত সেই আত্মাকে কি প্রকারে জানিব? তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, "সেই এই অনন্ত অব্যক্ত আত্মা অবিমুক্তে অবস্থিত।

অত্রি। অবিমুক্ত কোথায় আছে?

যাজ্ঞ। বরণা ও নাশী এই দুইয়ের মধ্যে অবিমুক্ত আছে।

অত্রি। বরণা ও নাশী কি?

যাজ্ঞ। ইন্দ্রিয়কৃত পাপসকলকে যে বারণ করে সেই বরণা এবং যে ইন্দ্রিয়কৃত পাপ সকলকে একেবারে বিনাশ করে সেই নাশী। (এস্থলে নাশী শব্দে বর্ণব্যত্যয় হইয়া 'নাসী' হইয়াছে)

অত্রি। ভাল, বরণা ও নাশী (সী) থাকে কোথায়?

যাজ্ঞ। ভ্রূ ও নাসিকা এই দুইয়ের সন্ধিস্থানে। এই সন্ধিস্থানই স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোকের সন্ধিস্থান। অতএব ঈশ্বরের বিষয়ে প্রাদেশ শ্রুতি অসঙ্গত হইল না।

অর্থাৎ সারকথা এইরূপ হইল,—

(১) দেহের মধ্যে যে বারাণসী আছে, বাহিরের বারাণসী তাহার অনুকৃতিমাত্র।

(২) বরণা ও নাশীর মধ্যস্থানকে বারাণসী কহে।

(৩) ভ্রূকে 'বরণা' কহে। নাসিকাকে 'নাশী' (সী) কহে।

(৪) ভ্রূ ও নাসিকার মধ্যবিন্দুতে জীবস্থান বা মনঃস্থান।

(৫) জীবস্থান বা মনঃস্থানই বারাণসীক্ষেত্র বা কাশীক্ষেত্র বা অবিমুক্তক্ষেত্র।

(৬) যে বিশেষরূপে মুক্ত নহে তাহাকে 'অ-বি-মুক্ত' কহে। এই অর্থে সুতরাং অবিমুক্ত শব্দে জীব। জীব কামাদিদ্বারা বদ্ধ, মুক্ত নহে।

(৭) পরমাত্মা বা ব্রহ্ম এই অবিমুক্তে অহং অধ্যাস পূর্ব্বক অবস্থিত আছেন। 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ ধ্যানকর, অধ্যাস (অহং) চলিয়া যাইবে, কেবল ভাসিবে ব্রহ্ম। 'নাসিকা ও ভ্রূ এতদুভয়ের মধ্যে ঈশ্বরের স্থান' এইরূপ ধ্যান করিলে পাপনাশ হয়। নাসিকা, প্রাণায়ামাদিদ্বারা ইন্দ্রিয়কৃত দোষ বিনাশ করে; এবং ভ্রূমধ্যস্থ মন বিশুদ্ধ হইলে সকল পাপ দগ্ধ হইয়া যায়।

(৮) এই আধ্যাত্মিকী বা শারীরিকী বারাণসী স্বর্গ ও ব্রহ্মলোকের সন্ধিস্বরূপ। অর্থাৎ এইস্থানে জীবরূপী শিব আছেন। উপাসক ইহাঁর উপাসনায় স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোক উভয়লোকই প্রাপ্ত হইতে পারেন। যদি ঈশ্বর জ্ঞানে উপাসনা করেন তবে স্বর্গলোক হইবে, এবং ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হইবে। অর্থাৎ সগুণোপাসনায় স্বর্গ এবং নিগুর্ণোপাসনায় নির্ব্বাণ বা কৈবল্য লাভ হইবে।

স্কন্দপুরাণে লিখিত হইয়াছে।

"অসীবরণয়োর্ম্মধ্যে পঞ্চক্রোশং মহত্তরং।
অমরা মরণমিচ্ছন্তি মর্ত্ত্যাঃ কিমিতরে জনাঃ।"

অর্থাৎ 'পঞ্চ ক্রোশপরিমিত অতি উৎকৃষ্ট স্থান বারাণসী—যাহার একসীমা অসী, অপর সীমা বরণা। অমরগণও এই স্থানে মৃত্যুকামনা করেন, নরগণের আর কথা কি?'

এস্থলে অসী শব্দ দেখা যাইতেছে, বোধ হয় নাশী শব্দের কালে অপভ্রংশ অসী হইয়াছে।

এইরূপে জাবাল উপনিষদেও অবিমুক্ত ক্ষেত্রে মৃত্যুর প্রশংসা করিয়াছেন, যথা।

"অত্র হি জন্তোঃ প্রাণেষূৎক্রমমাণেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে যেনাসাবমৃতীভূত্বা মোক্ষীভবতি। তস্মাদ্ অবিমুক্তমেব নিষেবেত। অবিমুক্তং ন বিমুঞ্চেৎ।"

এইস্থানে জীবের প্রাণপ্রয়াণসময়ে

দেবাদিদেব রুদ্র, তারক ব্রহ্ম উপদেশ করেন যে উপদেশ পাইয়া জীব ব্রহ্ম হইয়া মুক্তহইয়া থাকে। অতএব আদেশ এই "অবিমুক্ত স্থানেই অবস্থিত হইবে। অবিমুক্তস্থান লাভ করিয়া আর পরিত্যাগ করিবে না।"

ইহারদ্বারা আমরা কি বুঝিলাম? বুঝিলাম এই, জীবের উচিত, পরমাত্মা যেখানে আছেন সেইস্থানে যাওয়া। পরমাত্মা কোথায় নাই, তিনিত সর্ব্বত্র আছেন। সত্য বটে, আছেন সর্ব্বত্র, তথাপি বেদের আজ্ঞা—বরণা ও নাসীর মধ্যে যে অবিমুক্তক্ষেত্র সেখানেওত আছেন অতএব "সেই স্থানে ঈশ্বর আছেন' অগ্রে এইমাত্র অভ্যাস কর। অভ্যাসে পরিপক্ক হইলে দেখিতে পাইবে বাস্তবিকই অবিমুক্ত (জীব) ঈশ্বরস্থান। তারপর ঈশ্বরের সহিত ঐক্যজ্ঞান (আমি ব্রহ্ম) জীবের অবিমুক্তধামে গমন। শ্রুতিবলিতেছেন 'অবিমুক্তধাম আশ্রয় করিয়া আর ত্যাগ করিও না। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মাত্মৈক্য চিন্তন কর, আলস্য করিও না। এরূপ করিলে তোমার যখন মরণকাল অর্থাৎ যখন তোমার "তুমি" অংশ যাইবে, থাকিবে কেবল রাহুবিনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় অহং অধ্যাসবিনির্ম্মুক্ত জীবচৈতন্য, তখন তোমার মাথা ঈশ্বরের আদেশ শুনিতে পাইবে সুতরাং শিব তোমার কাছে তখন রুদ্রনামে পরিচিত (রৌতি—শব্দং (আদেশং) করোতি যঃ স রুদ্রঃ) ব্রহ্মের আদেশ তোমার তারক অর্থাৎ ত্রাণকারক হইবে সুতরাং এই অর্থে ব্রহ্ম তখন তোমার তারক (ত্রাতা) হইবেন। ইহারই নাম মুক্তি। ইহারই নাম কাশীলাভ। আর একটি শ্রুতি আছে,—"যাহা ব্রহ্মতেজে প্রকাশিত হয় তাহাকে 'কাশী' কহে।" এঅর্থেও ব্রহ্মধ্যানে প্রকাশমানা পুরী পূর্ব্ববর্ণিত অবিমুক্তপুরীই বটে। তারক ব্রহ্ম নাম বলিতে পৌরাণিকগণ যে যুগভেদে বিভিন্ন এবং "নারায়ণপরাবেদাঃ" "হরে কৃষ্ণ" প্রভৃতি শব্দসজ্ঞ বলিয়া নিরূপণ করেন তাহারও মূল এই। যে জীব বর্ণিতরূপে অবিমুক্তস্থানে উপস্থিত হইয়া বর্ণিতরূপ ব্রহ্মবাণী শ্রবণকরে, সে এই 'নারায়ণপরা বেদাঃ' প্রভৃতি শব্দ সমূহই শ্রবণ করিয়া থাকে। তবে স্থূলশব্দ যাহা শ্রবণেন্দ্রিয়বিষয়, যাহা আমরা উচ্চারণ করি, এশব্দ নহে। এই অর্থে সূক্ষ্মশব্দ বটে। সূক্ষ্মশব্দ বর্ণিতরূপ অবিমুক্তক্ষেত্রে, যে, অবস্থান করিয়া মৃত্যু (অধ্যাস-নাশ) লাভ করিয়াছে তাহারই কর্ণগোচর (আত্মগোচর) হয় অতএব বাহ্য কাশী যে এই শ্রুতিপ্রোক্ত আধ্যাত্মিক কাশীর সর্ব্বথা অনুকরণ তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বর্ণবর্ণিতে তেজঃ। "স্বর্ণময়ী কাশী" বলিয়া ব্যবহার আছে' সেকথা এখন সঙ্গত হইল। আধ্যাত্মিকী কাশী তেজোময়ীই বটে। কাশীতে ভূমিকম্প হয় না। একথাও এখন সঙ্গত হইল। যে তেজোময়ী তাহার ভূমি কৈ? ভূমির সহিত সম্বন্ধ থাকিলেত ভূমিকম্পের সম্ভাবনা। কাশী নগরী শিবের ত্রিশূলের উপর স্থাপিত। একথাও এখন ঠিক্ সঙ্গত হইল। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ই তিন শূল। এই তিনশূল অতিক্রম করিয়াই এই জ্যোতির্ম্ময়ী পুরী বিরাজমানা।

'কাশীদগ্ধতমাবিমুক্তিনগরীশালঙ্কৃতা গঙ্গয়া,
যত্রাত্মেমণিকর্ণিকাশুভকরীমুক্তির্হিতৎকিঙ্করী।
স্বর্গে কিন্তানিতঃসহৈববিবুধৈঃকাশ্যাসমংব্রহ্মণা
কাশী ক্ষৌণিতলে স্থিতা গুরুতরা স্বর্গোলঘুঃ
-খে গতঃ॥'

এ কাশী কোন্ কাশী? আধ্যাত্মিক কাশী, না এই প্রসিদ্ধ দেশবিশেষ? পুরাণোক্ত এই কাশী, দেশবিশেষকেই লক্ষ্য করিতেছে। আধ্যাত্মিক কাশী বেদেই দেখিতে পাইবেন। পুরাণোক্ত দেশবিশেষরূপ কাশীতে মৃত্যু হইলে, তবে কি রুদ্র, তারক-ব্রহ্ম উপদেশ দেন না? (১) অথবা বেদ বহির্ভূত কথা শুনিবই বা কেন? (২) বেদে যখন পার্থিব কাশীর কোনরূপ উল্লেখ নাই তখন স্বীকার করিবই বা কোন্ যুক্তিমূলক? (৩) এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, কিন্তু প্রার্থনা ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন না।

(১) উত্তর।—এ কাশী যখন বৈদিক আধ্যাত্মিক কাশীর অনুকরণ, তখন রুদ্রের নিকট তারক ব্রহ্মের উপদেশ লাভ করিয়া জীবগণ যে মুক্ত হন এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অনুকরণ কাশীর সৃষ্টি, সাধারণ লোকের উপাসনার জন্য। কাশীবাস করিয়া যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বদা তীর্থসকলের এবং দেবদেবীগণের আরাধনা করিবেন (অনুকরণ কাশীতেও ত্রিভুবনের তীর্থ ও দেবদেবী আছেন) তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি এত অধিক হইবে যে, আধ্যাত্মিক কাশীর পথ অতিশীঘ্র দৃষ্টিগোচর হইবে। এইরূপে আধ্যাত্মিক কাশী প্রাপ্ত হইবার জন্যই এই অনুকরণ পার্থিব কাশীর সেবা। স্কন্দপুরাণে আছে, যে ব্যক্তি আত্মঘাতী তাহার কাশীতে মৃত্যু হইলেও মুক্তি হয় না। ঠিক্ কথা। বিষপানাদিদ্বারা প্রাণত্যাগ করার নাম আত্মঘাতিতা। এ আত্মঘাতিতা গৌণ। মুখ্য আত্মঘাতিতা অন্য প্রকার। যে ব্যক্তি আত্মার প্রকৃতস্বরূপ জানে না সেই প্রকৃত বা মুখ্য আত্মঘাতী। অতএব পুরাণের অভিপ্রায়ের সহিত সামঞ্জস্য বেশ্ রহিল। পুরাণ বলিতেছেন, এই দেশবিশেষরূপ কাশীতে মৃত্যু হইলে, (কিন্তু যদি আত্মঘাতী না হয়, তবে) শিবের নিকট তারক ব্রহ্ম উপদেশ লাভ করিয়া মুক্ত হইবে।

(২) উত্তর।—হউক্ বেদ-বহির্ভূত। এই অনুকরণ কাশীতে যেসকল মহাত্মা পুরাণোক্ত নিয়মে বাস করিয়াছেন এবং এখনও অবশ্য কেহ কেহ করিতেছেন, অবশ্য তাঁহারা বৈদিক আধ্যাত্মিক কাশী লাভ করিয়া "কাশী লাভ হইয়াছে" এই বাক্যের প্রকৃতার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই অনুকরণকাশী, শব্দার্থে বেদবহির্ভূত হইলেও ফলাংশে বেদ-বহির্ভূত বলিয়া কোন্ ধার্ম্মিক বিবেচনা করিতে পারেন?

(৩)—তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর সাধারণে প্রকাশ্য নহে। যিনি পূর্ণ আস্তিক তাঁহাকে বলিতে পারি কিন্তু যদি নিভৃতে দেখা পাই।

মানবীয় নিষেধ বিধি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বেদবিদ্যোপিবিপ্রোঽস্যলোভাৎকৃত্বাপ্রতিগ্রহং
বিনাশং ব্রজতি ক্ষিপ্রমামপাত্রমিবাম্ভসি॥

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও যদি লোভপ্রযুক্ত শূদ্রযাজকের নিকট প্রতিগ্রহ করেন তাহা হইলে কাঁচামাটির পাত্র জলে নিঃক্ষিপ্ত হইলে, তাহার যেমন শীঘ্র বিনাশ হয়, তদ্রূপ তিনিও শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হন।

ভাবার্থ। যদি লোভ না থাকে কেবল সেই শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণের ভক্তিতে বশীভূত

হইয়া তাহাকে পুণ্য-প্রদানার্থ প্রতিগ্রহ করে তাহা হইলে নিষেধ বিধির বিষয় হইবে না। অর্থাৎ বিনা লোভে কেবল পরোপকার উদ্দেশে প্রতিগ্রহ করিতে পারে। "বিনাশ প্রাপ্ত হন" ইহার অর্থ মরণ নহে, কিন্তু বেদ-পাঠাদিজনিত পুণ্যসমূহের ক্ষয় হইয়া যায়। এস্থলে ব্যাখ্যাতা কুল্লুক ভট্টের মত স্বতন্ত্র। তিনি অর্থ করেন এইরূপ "বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও যদি লোভবশতঃ শূদ্র-যাজকের নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তবে তিনিও শরীরাদির সহিত বিনষ্ট হইয়া থাকেন, সুতরাং অন্যে পরে কা কথা—অর্থাৎ যাঁহারা বেদজ্ঞ নহেন তাঁহারা ত জলে নিঃক্ষিপ্ত কাঁচা মাটীর পাত্রের ন্যায় অতিসত্বরই বিনাশ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মরিয়া যান'।

আশ্চর্য্য! এরূপ অর্থ কুল্লুকভট্ট কিরূপে করিলেন বুঝিতে পারিলাম না। শ্লোকে যেরূপ পদগুলি আছে তাহাতে এইরূপ অন্বয় হইতে পারে যথা,—

'বেদবিজ্ঞাপি বিপ্রঃ লোভাৎ অস্য (শূদ্র-যাজকস্য) প্রতিগ্রহং কৃত্বা অম্ভসি আমপাত্র মিব ক্ষিপ্রং বিনাশং ব্রজতি'

এরূপ অন্বয় যখন স্পষ্ট আছে তখন তিনি অধ্যাহারাদি করিয়া আপন মনোমত অর্থ কিরূপে টানিয়া আনিলেন তাহার উত্তর হয়ত এদেশীয় কোন পণ্ডিত দিতে পারেন! আমারত জানা নাই। আমার ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক পূজ্যপাদ ৺রাজারাম শাস্ত্রী (যিনি কাশী সংস্কৃত কলেজের ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক ছিলেন) মহাশয় এ শ্লোকের যেরূপ সদর্থ উপদেশ দেন আমি সেইরূপ লিখিলাম। কুল্লুকভট্ট যে, স্থানে স্থানে এরূপ স্পষ্ট ভ্রান্তিসঙ্কুল ব্যাখ্যা করিয়াছেন আমার অধ্যাপক মহাশয় সেসকল নির্ভীকচিত্তে ছাত্রগণকে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। আমিও নির্ভীকচিত্তেই পূজ্যপাদের উপদেশানুসারে ব্যাখ্যা ও ভাবার্থ বলিতেছি, বঙ্গদেশে অনেক বড় বড় স্মার্ত্ত আছেন যদি কেহ প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন আনন্দিত হইয়া প্রকাশ করিব।

এই নিষেধবিধির সারার্থ এই হইল,—বেদজ্ঞ ও অবেদজ্ঞ সর্ব্ববিধ ব্রাহ্মণই শূদ্র-যাজক ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিগ্রহ করিবে না (২৬২)

(ক) এই নিষেধবিধি আপৎকালে খাটিবে না।

(খ) লোভ বিরহিত হইয়া (অর্থাৎ দাতার পুণ্য সঞ্চয়ার্থ) প্রতিগ্রহ করিলে কোন দোষ নাই। অর্থাৎ নিষেধের সম্বন্ধে অনাপৎকালেও এ নিষেধ বিধি খাটিবে না।

(গ) শ্লোকে, 'চ অপি' এই দুইটি পদ থাকাতে বেদজ্ঞ ও অবেদজ্ঞ সকল ব্রাহ্মণের সম্বন্ধেই এই নিষেধবিধি খাটিবে জানান হইয়াছে।

---

(২৬৩)

নক্তচর্য্যাশ্চধীয়ীত বস্য শ্রাদ্ধং তদ্ভবেৎ।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ইহাঁরা উভয়েই শ্রাদ্ধদিনে (অবশ্য কর্ত্তব্য জপাদি ভিন্ন) বেদ পাঠ করিবেন না।

---

(২৬৪)

আমন্ত্রিতস্তু যঃ শ্রাদ্ধে বৃষল্যা সহ মোদতে।
দাতুর্যদ্দুষ্কৃতং কিঞ্চিত্তৎ সর্ব্বং প্রতিপদ্যতে।

যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত হইয়া শূদ্রা-

গমন করে, সে, সেই শ্রাদ্ধান্নদাতার যাহা কিছু দুষ্কৃত থাকিবে সেসমস্তের ফলভাগী হইবে। অতএব শ্রাদ্ধান্নগ্রহণার্থী আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ সাবধান, সেদিন যেন কোনরূপে শূদ্রাতে আকৃষ্টচিত্ত না হন্।

(২৬৫-২৬৯)

নাস্রমাপাতয়েজ্জাতু ন কুপ্যেন্নানৃতং বদেৎ।
ন পাদেন স্পৃশেদন্নং ন চৈতদবধূনয়েৎ॥

শ্রাদ্ধান্ন পরিবেষণ সময়ে রোদন করিবে না (২৬৫) শ্রাদ্ধান্ন হস্তে ক্রোধ করিবে না (২৬৬)। শ্রাদ্ধান্নহস্তে মিথ্যা কথা বলিবে না (২৬৭) শ্রাদ্ধান্নে পাদস্পর্শ করিবে না (২৬৮) পরিবেষণ পাত্র হইতে অন্ন উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভোজন পাত্রে দিবে না (২৬৯)।

(২৭০)

ন চ দ্বিজাতয়োব্রূয়ূর্দাত্রা পৃষ্টা হবিগুর্ণান্।

ব্রাহ্মণগণ, শ্রাদ্ধান্নভোজন কালে শ্রাদ্ধকর্ত্তা কর্ত্তৃক 'কিরূপ পাক হইয়াছে' জিজ্ঞাসিত হইলে, 'হুঁ হাঁ' অথবা কোনরকমে মুখাদির ভঙ্গী করিয়াও ভাল মন্দ প্রকাশ করিবেন না।

(২৭১।৭২।৭৩)

যদ্বেষ্টিতশিরা ভুংক্তে যদ্ভুঙ্ক্তে দক্ষিণামুখঃ।
সোপানৎকশ্চযদ্ভুংক্তেতদ্বৈরক্ষাংসিভুঞ্জতে॥

শ্রাদ্ধান্ন ভোজনকালে ব্রাহ্মণগণ যদি মস্তকে পাগ্ বাঁধেন, যদি দক্ষিণামুখে উপবিষ্ট হন এবং যদি জুতা পায়ে থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের ভোজন, ব্রাহ্মণ-ভোজনই নহে কিন্তু রাক্ষস ভোজন হয় অতএব এস্থলে এইরূপ ৩টি নিষেধবিধি হইল যথা,—মস্তকে পাগ্ বাঁধিয়া শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিবে না (২৭১) দক্ষিণামুখ হইয়া শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিবে না (২৭২)। জুতা পায়ে দিয়া শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিবে না (২৭৩)।

(২৭৪—২৭৯)

চাণ্ডালশ্চ বরাহশ্চ কুক্কুটঃ শ্বা তথৈব চ।
রজস্বলা চ ষণ্ডশ্চ নেক্ষেরন্নশ্নতো দ্বিজান্॥

শ্রাদ্ধান্নভোজনে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে, চণ্ডাল, শূকর, কুক্কুট, কুকুর, ঋতুমতী স্ত্রী, এবং ক্লীব যেন না দেখে।

(২৮০)

শ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা য উচ্ছিষ্টং বৃষলায় প্রযচ্ছতি।
স মূঢ়ো নরকং যাতি কালসূত্রমবাক্শিরাঃ॥

যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিয়া পাত্রাবশিষ্ট অন্ন শূদ্রকে প্রদান করে, সেই মূঢ় মৃত হইয়া কালসূত্র নামক নরকে অধোমুখে নিপতিত হয় (অতএব) ইহার দ্বারা এইরূপ নিষেধ বিধি হইল যথা,—) শ্রাদ্ধান্ন খাইয়া পাত্রাবশিষ্ট অন্ন শূদ্রকে দিবে না।

(২৮১—২৮৪)

রাত্রৌ শ্রাদ্ধং ন কুর্ব্বীত রাক্ষসী কীর্ত্তিতা হি সা। সন্ধ্যয়োরুভয়োশ্চৈব সূর্য্যে চৈবাচিরোদিতে॥

রাত্রিতে শ্রাদ্ধ করিবে না (২৮১) প্রাতঃসন্ধ্যাতে শ্রাদ্ধ করিবে না (২৮২)। সায়ংসন্ধ্যাতে শ্রাদ্ধ করিবে না (২৮৩) অচিরোদিত কালে (অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইতে ত্রিমুহূর্ত্ত কাল পর্য্যন্ত, এই সময়ের মধ্যে) শ্রাদ্ধ করিবে না (২৮৪)।

(২৮৫।২৮৬)

ন পৈতৃযজ্ঞিয়ো হোমো লৌকিকেঽগ্নৌ বিধীয়তে। ন দর্শেন বিনা শ্রাদ্ধমাহিতাগ্নে র্দ্বিজন্মনঃ॥

শ্রৌত স্মার্ত্ত ব্যতিরিক্ত অগ্নিতে পিতৃযজ্ঞ বিহিত হোম করিবে না। (২৮৫)

সাগ্নিক ব্রাহ্মণাদি, অমাবাস্যাতিরিক্ত তিথিতে শ্রাদ্ধ করিবে না (২৮৬)।

(কিন্তু মৃতাহশ্রাদ্ধ কৃষ্ণপক্ষে ও মৃত তিথিতে করিতে পারিবে)।

(২৮৭)

"ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন।" "সেবা শ্ববৃত্তি রাখ্যাতা তস্মা ত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ।"

ব্রাহ্মণগণ, কুকুরের বৃত্তি দ্বারা জীবিকা সংস্থান কদাচ করিবেন না।

সেবাকে কুকুর বৃত্তি কহে। অতএব উহা পরিত্যাগ করিবে। (কিন্তু আপৎ কালে গ্রহণ করিতে পারিবে।)

(২৮৮)

ন লোকবৃত্তং বর্ত্তেত বৃত্তিহেতোঃ কথঞ্চন।

বিচিত্র পরিহাসাদি কথা দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিয়া কখনও জীবিকা করিবে না (২৮৮)।

(২৮৯—২৯২)

নেহেতার্থান্ প্রসঙ্গেন ন বিরুদ্ধেন কর্ম্মণা।
ন বিদ্যমানেষর্থেষু নার্ত্ত্যামপি যতস্ততঃ॥

গানবাদ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে না (২৮৯)। অযাজ্য-যাজনাদি দ্বারা জীবিকা নিরূপিত করিবে না (২৯০)। সম্পত্তি থাকিতে, পতিতাদির দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিবে না (২৯১)। সম্পত্তি নাই কিন্তু প্রকারান্তরে জীবিকা হওয়া সম্ভব এ অবস্থাতেও পতিতাদির নিকট অর্থোপার্জ্জন করিবে না (২৯২)।

ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম।

অর্থাৎ ব্রহ্মবর্চ্চস্ বা ব্রহ্মণ্যদেব।

ক্রোধঃ শত্রুঃ শরীরস্থো মনুষ্যাণাং দ্বিজোত্তম।
যৎ ক্রোধমোহৌত্যজতিতংদেবাব্রাহ্মণংবিদুঃ॥১

যো বদেদিহ সত্যানি গুরুং সন্তোষয়েত চ।
হিংসিতশ্চ ন হিংসেত তং দেবাব্রাহ্মণংবিদুঃ॥২

জিতেন্দ্রিয়ো ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ।
কামক্রোধৌবশে যস্য তংদেবা ব্রাহ্মণংবিদুঃ॥৩

যস্য চাত্মসমো লোকো ধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মেষু চ রত স্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥৪

যোঽধ্যাপয়েদধীয়ীত যজেদ্ বা যাজয়ীত বা।
দদ্যাদ্বাপি যথাশক্তি তং দেবা ব্রাহ্মণংবিদুঃ॥৫

ব্রহ্মচারী চ বেদান্ যোঽপ্যধীয়াদ্দ্বিজপুঙ্গব।
স্বাধ্যায়ে চাপ্রমত্তোবৈ তংদেবা ব্রাহ্মণংবিদুঃ॥৬

ধর্ম্মংতু ব্রাহ্মণস্যাহুঃ স্বাধ্যায়ং দমমার্জ্জবং।
ইন্দ্রিয়াণাং নিগ্রহঞ্চ শাশ্বতং দ্বিজসত্তম॥৭॥

সত্যার্জ্জবং ধর্ম্মমাহুঃ পরং ধর্ম্মবিদোজনাঃ।
দুজ্ঞেয়ঃ শাশ্বতোধর্ম্মঃ সচসত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ॥৮

শ্রুতিপ্রমাণো ধর্ম্মঃ স্যাদিতি বৃদ্ধানুশাসনম্।
বহুধা দৃশ্যতে ধর্ম্মঃ সূক্ষ্ম এব দ্বিজোত্তম॥৯॥

অর্থ। মানব মাত্রেরই শরীরে একটী প্রধান শত্রু আছে, তাহার নাম "ক্রোধ"। এই ক্রোধ হইতেই মোহের উৎপত্তি। অতএব যিনি এই ক্রোধ ও মোহকে পরিত্যাগ করেন, দেবগণ, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া অবগত আছেন॥১॥ (২)

যিনি সত্য কথা কহেন, গুরুকে সন্তুষ্ট রাখিতে সমর্থ এবং অনুপকারিজনগণেরও উপকার করিয়া থাকেন, দেবতাগণ তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া অবগত আছেন॥২॥ (৩)

যিনি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ (নিত্যসন্ধ্যা বন্দনাদি, নিত্য হোম এবং পঞ্চমহাযজ্ঞাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা) শৌচাচার যুক্ত, বেদপাঠে নিরত, এবং কাম ও ক্রোধকে যিনি স্ববশে আনিয়াছেন, দেবতাগণ তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া অবগত আছেন॥৩॥ (৫)

যিনি সকললোককেই আপন আত্মার ন্যায় পরপ্রেমাস্পদ-ভাবে দর্শন করেন, ধর্ম্মতত্ত্ব যথাশাস্ত্র অবগত, ধর্ম্মবিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে যথাশাস্ত্র মীমাংসা করিতে সমর্থ এবং যিনি শ্রৌত ও স্মার্ত্তাদি সকল ধর্ম্মেই রত, দেবতাগণ তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া অবগত আছেন॥৪॥ (৪)

যিনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে রত, যজন ও যাজনে সমর্থ, এবং যথাশক্তি দানপরায়ণ, দেবতাগণ তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া অবগত আছেন॥৫॥ (৫)

যে ব্রাহ্মণ, গুরুকুলে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বেদত্রয় অধ্যয়ন করেন, এবংতৎপরে অধীতবেদের সর্ব্বদাই যথাশক্তি আলোচনা করিতেছেন, দেবগণ তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া অবগত আছেন॥৬॥ (২)

বেদপাঠ,দম,আর্জ্জব,ও ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই কয়েকটী (৪) ব্রাহ্মণের নিত্য ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে॥৭॥ (৪) ধর্ম্মজ্ঞ ঋষিগণ, সত্য ও আর্জ্জব (সরলতা) এই দুইটিকে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া অবগত আছেন। ফলতঃ উক্ত নিত্যধর্ম্ম সত্যেতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে॥৮।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বৃদ্ধগণ, (ধর্ম্মের মূলবক্তা মন্বাদিমহর্ষিগণ) শ্রুতিমূলক বিধি নিষেধকেই ধর্ম্ম বলিয়াছেন। এই ধর্ম্ম বর্ণভেদে ও আশ্রমভেদে বিভিন্ন হইয়াছে। ফলতঃ ধর্ম্মের তত্ত্ব সূক্ষ্ম জানিবে॥৯॥

ভাবার্থ এইরূপ। ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয় না। যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে ইচ্ছা কর তবে উপরি উক্ত ধর্ম্ম গুলির অনুষ্ঠান করিতে হইবে। উক্তধর্ম্মগুলি গণনায় পঞ্চবিংশতি সংখ্যক হইতেছে। যে ব্রাহ্মণে ব্রহ্মবর্চ্চস্ আছে তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। এই ২৫ তি টি গুণ থাকিলে সম্পূর্ণ রূপে ব্রহ্মবর্চ্চসের জন্ম হয়। ৭ম শ্লোকে চারিটি নিত্য ধর্ম্ম বলিয়াছেন। এই চারিটিমাত্র যাজন করিলেও ব্রহ্মবর্চ্চসের লাভ হয় কিন্তু যিনি উক্ত ২৫ সংখ্যক সকল ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করেন তিনি পূর্ণ ব্রহ্মবর্চ্চস্বী হন এইমাত্র পার্থক্য জানিবে।

এই সকল ক্রিয়ানুষ্ঠানে শরীরে একপ্রকার তেজঃ জন্মে তাহাকেই 'ব্রহ্মবর্চ্চস্' কহে। এই তেজোবিশেষ বা ব্রহ্মবর্চ্চস্‌কে পৌরাণিকেরা 'ব্রহ্মণ্যদেব' কহেন। ব্রহ্মণ্যদেব যে ব্রাহ্মণের থাকে তিনি স্বাধীন হন। কেহ তাঁহার অপকার করিলে রাজদ্বারে তাঁহাদিগকে অভিযোগ আনিতে হয় না (মনুতে ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধে রাজদ্বারে অভিযোগার্থ যাইতে নিষেধও আছে। মনু বলেন যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইবেন তিনি রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিবেন না কিন্তু নিজ ব্রহ্মবর্চ্চসের বলে শত্রুকে অভিশাপ দ্বারা দণ্ড দিবেন। যদি অল্পমাত্র ব্রহ্মবর্চ্চস্ থাকে তবে অভিচারযাগ করিয়া শত্রুকেদণ্ড দাও) কিন্তু অভিশাপ দ্বারা অথবা অভিচার দ্বারা তাঁহাদিগকে দণ্ড দিয়া থাকেন। যাঁহার ব্রহ্মবর্চ্চস্ জন্মে নাই তাঁহাকে কাজেকাজেই পরাধীন হইতে হয়। রাজদ্বারে যাইতে হয়। তাঁহার আর নিজে দণ্ড দিবার ক্ষমতা থাকে না। এইরূপে তাঁহার আশীর্ব্বাদেরও ক্ষমতা থাকে না। অর্থাৎ ব্রহ্মণ্য-হীন ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদও অমোঘ হয় না।

যজুর্ব্বেদীয় রুদ্রাধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নমোবিসৃজদ্ভ্যোবিদ্ধ্যদ্ভ্যশ্চ বোনমোনমঃ স্বপদ্ভ্যোজাগ্রদ্ভ্যশ্চ বোনমোনমঃ শয়ানেভ্য আসীনেভ্যশ্চ বোনমোনমস্তিষ্ঠদ্ভ্যোধাবদ্ভ্যশ্চবোনমঃ ॥ ২৩ ॥

যাঁহারা শত্রু গণের উপরে বাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার। শত্রু গণকে যাঁহারা বিদ্ধ করিতেছেন তাঁহাদিগকে নমস্কার। যাঁহারা স্বপ্নাবস্থাকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন তাঁহাদিগকে নমস্কার। যাঁহারা জাগ্রৎ অবস্থা অনুভব করিতেছেন তাঁহাদিগকে নমস্কার। সুষুপ্তিকে যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে নমস্কার। যাঁহারা বসিয়া আছেন তাঁহাদিগকে নমস্কার। যাঁহারা স্থির হইয়া আছেন তাঁহাদিগকে নমস্কার যাঁহারা দৌড়িতেছেন তাঁহাদিগকে নমস্কার।

ভাবার্থ। শরক্ষেপকারী সেনাগণও সেই রুদ্রের মূর্ত্তি। এবং বর্শা বা বল্লমদ্বারা হৃদয়বিদ্ধকারি যোদ্ধাগণও সেই রুদ্রেরই মূর্ত্তি। রুদ্রশক্তি বিনা কাহার সাধ্য যে এই সকল ভীম কার্য্যে অগ্রসর হয়? জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থা তিনটি, আছে সকলেরই, কিন্তু প্রত্যক্ষ করে কাহারা? যাহাদের হৃদয় সবল অর্থাৎ রুদ্রশক্তি (শারীরিক সম উত্তাপ) বিশিষ্ট। তাহারাই অবস্থা সকলের পার্থক্য স্পষ্ট অনুভব করিয়া থাকে। উপবেশন, স্থির হওয়া এবং দ্রুতগমন এই সকল ক্রিয়া তিনটিও সেই রুদ্র শক্তি অর্থাৎ শারীরিক সম উত্তাপই ক্রিয়ার প্রতি জনক এই পদার্থ বিজ্ঞান ইহা হইতে সমুৎপন্ন হইল। রুদ্রাধ্যায়ে সমুদায় পদ পদার্থ রুদ্র নামে ব্যবহৃত।

নমস্সভাভ্যস্সভাপতিভ্যশ্চ বোনমোনমো-শ্বেভ্যোশ্বপতিভ্যশ্চবোনমোনম আব্যাধিনী-ভ্যো বিবিদ্ধ্যন্তীভ্যশ্চ বোনমো নম উগণাভ্য স্তৃংহতীভ্যশ্চ বোনমঃ ॥ ২৪ ॥

সভাসকলকে নমস্কার। সভাপতি সকলকে নমস্কার পুনশ্চ নমস্কার। অশ্বগণকে নমস্কার। অশ্বপতিগণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। আব্যাধিনীগণকে নমস্কার। বিবিদ্ধ্যন্তীগণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। উগণগণকে নমস্কার। তৃংহতীগণকে নমস্কার।

ভাবার্থ। আব্যাধিনী, বিবিদ্ধ্যন্তী, উগণ এবং তৃংহতী এই চারিটী বিশেষ বিশেষ সেনাদলের নাম। যাহারা চারিদিগ্ হইতে ঘেরিয়া শত্রুগণকে বিদ্ধ করে সেই সকল সেনাগণকে "আব্যাধিনী" কহে। যাহারা নিকটস্থ হইয়া বিশেষ রূপে বর্শার খোঁচা মারিয়া বিদ্ধ করে তাহাদিগকে "বিবিদ্ধ্যন্তী" কহে। যাহাদের পদাতি সেনা উৎকৃষ্ট এরূপ সেনাগণকে "উগণ" কহে। শত্রুবধ কার্য্যে সুপটু স্ত্রীসেনাগণকে "তৃংহতীগণ" কহে (*)। ইহাঁরা সকলেই রুদ্রমূর্ত্তি।

নমোগণেভ্যোগণপতিভ্যশ্চবোনমোনমো ব্রাতেভ্যোব্রাতপতিভ্যশ্চবো নমোনমো গৃৎসেভ্যো গৃৎসপতিভ্যশ্চ বোনমোনমো বিরূপেভ্যো বিশ্বরূপেভ্যশ্চ বো নমঃ ॥ ২৫ ॥

গণ সকলকে নমস্কার। গণপতি সকলকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। ব্রাতগণকে নমস্কার ব্রাতপতিগণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। গৃৎসগণকে নমস্কার। গৃৎসপতিগণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। বিরূপগণকে নমস্কার। বিশ্বরূপগণকে নমস্কার ॥ ২৫ ॥

(*) অতীব প্রাচীনকালে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও দেশরক্ষার্থ ধনুর্ব্বাণ ও অসিধারিণী হইয়া যুদ্ধ করিতেন, এবিষয়ে এই বেদমন্ত্র স্পষ্টরূপেই সাক্ষী দিতেছেন। হাঃ অদৃষ্ট! এখন এমন অন্ধ কাল উপস্থিত যে পুরুষগণও পূর্ব্বকার স্ত্রীগণের অপেক্ষা হীনবীর্য্য—কাপুরুষ!!

নিবেদন।

আমার ব্রাহ্মণপণ্ডিত পত্রের অবয়ব ক্ষুদ্র হইলেও যে সকল মহাত্মারা গুণের গুরুত্ব বুঝিয়া ২০।১৬ বা ৩।৫ টাকা করিয়া বিদায়ী পাঠাইয়াছেন তাঁহারা ধন্য!! তাঁহাদের গুণগ্রাহকতা এবং দান-শৌণ্ডতা গুণেই এরূপ ধর্ম্মবিপ্লব সময়েও আমরা কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়াও জীবিত রহিয়াছি। ভগবান্ তাঁহাদিগের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল বিধান করুন।

বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে,

উপরি লিখিত ঐ কয়েকটী (৩৪ জন) মহাত্মা ব্যতীত প্রায় ৪।৫ সহস্র গ্রাহক একেবারে নীরব। কেহ এক কপর্দ্দকও দেন নাই অথচ গ্রহণের সময় সকলেই দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। কেহ বিবেচনা করিলেন না যে "সামাধ্যায়ীর কিছু জমীদারী নাই এবং সামাধ্যায়ী ব্যবসায়ীও নহে যে এই এককার্য্যে ক্রমাগত টাকা দিবে।" ফলতঃ আমার হৃদয়ের ভাব এই আমার যে সভা আছে সেই সভার এই এক কার্য্য অঙ্গ হয়; দ্বিতীয় আমার এই কার্য্য ব্যবসায়ের জন্য না হয় সেই জন্য গ্রাহকগণের নিকট বিদায়ী প্রার্থনা করি কিন্তু কালের মাহাত্ম্য এমনি অনির্ব্বচনীয় যে কিছুতেই কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। যাহাহউক এক্ষণে নিয়ম করিতেছি যেসকল বিদায়ীদাতার নাম প্রকাশিত হইল তাঁহারা এবং যাহাঁদের নিকট আমি অতঃপরও পত্রিকা প্রেরণ করিব (বড়লোক, কালে বিশেষ সাহায্য দিতে পারেন সম্ভাবনা) সেই সকল মহাত্মাগণ ব্যতীত কাহারও নিকট আর পত্রিকা প্রেরণ করিব না। অর্থাৎ যাঁহারা খ্যাতনামা নহেন অথবা আমি যাহাঁদের জানি না সেই সকল মহোদয়গণের কেবল আবেদনে আর পত্র প্রেরিত হইবে না। আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যূন ২৲ টাকা (প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের জন্য) পাঠাইতে হইবে। ইতি—

সন ১২৯৭। মাঘ

কলিকাতা
শিমুলিয়া
৫ নং ঘোষের লেন

সম্পাদক, প্রকাশক ও অধ্যক্ষ,
শ্রীব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ি ভট্টাচার্য্য।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পত্রের বিদায়ী প্রাপ্তি স্বীকার।

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫৲
ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত বাবু কীর্ত্তিচন্দ্র চৌধুরী	২॥০
শ্রীযুক্ত বাবু কীর্ত্তিচন্দ্র রায়	১৲
,, ,, গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রঙ্গপুর জজ আদালতের উকীল ...	৫৲
,, ,, তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	২।৵০
,, ,, জজ উকীল দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়	২৲
,, ,, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইঞ্জিনীয়ার	১৲
,, ,, দীননাথ শাণ্ডাল	২৲
শ্রীল শ্রীদিনাজপুরের মহামান্য মহারাজা বাহাদুর	৪৲
শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন (মীরর পত্রিকার এডিটর)	২৲
শ্রীল শ্রীমাননীয় রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়	২৲
,, ,, কৈলাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১৲
,, ,, উমেশচন্দ্র বর্ম্মণ	১৲
,, ,, নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
,, পারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
,, ,, প্যারিচরণ দে	৩৲
,, ,, হীরচাঁদ মল্লিক (সেন)	২৲
,, ,, বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৲
,, ,, ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
,, ,, জমীদার রাধিকা প্রসাদ সেন	৪৲
,, ,, রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব	২৲
,, ,, রাজীব লোচন সেন	১৲
,, ,, রাখাল দাস চট্টোপাধ্যায়	২৲
,, ,, ডাক্তার রাখাল দাস সেন	১০৲
,, ,, শম্ভুনাথ খাঁ	১৲
,, ,, [illegible] চক্রবর্ত্তী	১৲
,, ,, শ্রীধর চন্দ্র বড়ুয়া	১৲
,, ,, নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়	২৲
,, ,, জমীদার বনবিহারী সেন	৪৲
,, ,, সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়	২৲
,, ,, রাজেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়	২৲
,, ,, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৲
,, ,, হরি চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲